এ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর

সিডনি সেলডন

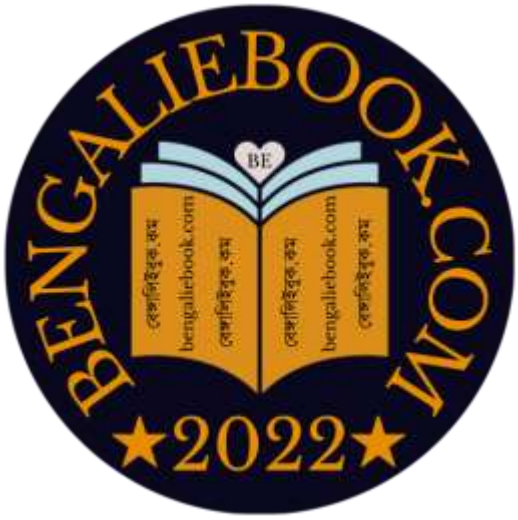

সূচিপত্র

দর্পণে কার মুখ?.....2

সিনেমা জগতের রাজধানী.....51

টবি টেম্পলের বিয়ে.....115

ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাব.....146

দর্পণে কার মুখ?

সূচনা :

১৯৬৯-র আগস্টের শুরুতে নিউইয়র্ক বন্দর থেকে লা হাভর বন্দরগামী পঞ্চান্ন হাজার টন ওজনের লাক্সারী লাইনার এস, এস, ব্রিট্যানীর বুকে শনিবারের এক সকালে সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতির সময় অনেকগুলো অদ্ভুত ও অযৌক্তিক ঘটনা ঘটে গেল।

খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অতিসচেতন ও কর্মদক্ষ চীফ পারসার ক্ল্যদ দেসাদ জাহাজে পনেরো বছর ধরে চাকরী করছে। যে কোন পরিস্থিতি দক্ষতার সঙ্গে, গোপনীয়তা বজায় রেখে সামলাতে সে খবুই পটু। এস, এস, ব্রিট্যানী ফরাসী জাহাজ এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই কাজটা খুবই কঠিন।

কিন্তু গ্রীষ্মের এই সকালে হাজারটা শয়তান যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। সংবেদনশীল গল্-দেশীয় ব্যক্তিত্বের অন্তর্লীন অহমিকায় সেদিন যে আঘাত লেগেছিল, পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোল-এর মার্কিন ও ফরাসী শাখা এবং স্টীমশিপ কোম্পানীর নিজস্ব সিকিউরিটি শাখা এই ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে যুক্তিসঙ্গত কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছলেও ক্ল্যদ দেসাদ-এর আহত অহংবোধের সম্পূর্ণ নিরাময় হয়নি।

যেহেতু ঘটনাটা ঘটেছিল বিখ্যাত ব্যক্তিদের কেন্দ্র করে। কাহিনীটা পৃথিবীর অধিকাংশ সংবাদপত্রে বড় বড় হেডলাইনে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু রহস্য ভেদ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

ক্ল্যদ দেসার্দ ট্র্যান্স অ্যাটলান্টিক স্টীমাশিপ লাইন থেকে রিটায়ার করে নীএ একটা রেস্তোরাঁ খুলেছিল। আগস্ট মাসের সেই অদ্ভুত ও অবিস্মরণীয় দিনের গল্প সে সবাইকে শোনাতো।

...দেসার্দ বলতো, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পাঠানো উপহার ফুলগুলো আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনার শুরু।

সমুদ্রযাত্রার শুরু করার ঠিক এক ঘন্টা আগে হাডসন নদীর জেটির সামনে এলো সরকারী লাইসেন্স-প্লেট-লাগানো কালো লিমুজিন গাড়ী। কাঠকয়লার রঙের ধুসর সুট পরা এক ভদ্রলোক জুনিয়র ডেক অফিসার অ্যালা-সাফ-এর হাতে ছত্রিশটা স্টারলিং সিলভার গোলাপের তোড়া তুলে দিয়ে কয়েকটা কথা বললেন। পরে ফুলগুলো গেল জুনিয়র ডেক অফিসার জানির হাতে। সে ফুলগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে জাহাজের চীফ পারসার ক্ল্যদ দেসাদ-কে জানালোর প্রেসিডেন্ট ফুল পাঠিয়েছেন মাদাম টেমপলকে।

মাদাম টেমপল। অর্থাৎ, মিসেস জিল টেমপল। গত এক বছরে সবকটা দৈনিক সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের সামনের পাতায় এই মহিলার ফটো ছাপা হয়েছে। নিউইয়র্ক, ব্যাংকক, প্যারী ও লেনিনগ্রাদের সব পত্রপত্রিকায়। পৃথিবীর কোন মহিলা সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। এই শীর্ষক সাম্প্রতিক পোলে সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন এই মহিলা। নবজাতিকাদের নাম রাখা হয় তার নামে। জিল টেমপল এখন অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক জনপ্রিয় নায়িকা। তার সাহস, আশ্চর্য সংগ্রাম এবং নিয়তির নির্মম পরিহাসে তার পরাজয় : এসব পৃথিবীর মানুষের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর জীবনকাহিনী শুধু

অসাধারণ এক প্রেমকাহিনী নয়। গ্রীক নাটক ও ট্র্যাজেডির সব উপাদানই আছে তার জীবনে।

ফরাসী নাগরিক ক্লদ দেসার্চ অ্যামেরিকানদের খুব একটা পছন্দ করে না। কিন্তু মাদাম টবি টেমপলের কথা আলাদা। মাদামের সমুদ্র যাত্রার অভিজ্ঞতা যেন আনন্দদায়ক ও মনে রাখার মত হয়, তা সে দেখবে।

প্যাসেঞ্জার-লিস্টে অন্যান্য প্যাসেঞ্জারদের নামের ওপর চোখ বোলাচ্ছে ক্লদ দেসার্দ। আমেরিকানরা যাদের ভি. আই. পি. বলে তাদের অনেকেরই নাম আছে লিস্টে। অবশ্য মানুষের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমেরিকানদের ধারণা খুবই অদ্ভুত।

এক ধনী শিল্পপতির বউ জাহাজে একা যাচ্ছেন দেখে লিস্ট খুঁজে নিগ্রো ফুটবল খেলোয়াড় (এবং মহিলার প্রেমিক) ম্যাট এলিসের নাম খুঁজে পেয়ে খুব খুশী হল ক্লদ। দেসাদ। পাশাপাশি কেবিনে রয়েছেন নামজাদা এক মার্কিন সিনেটর এবং ক্যারোলিনা রককা নামের এক দক্ষিণ অ্যামেরিকান রূপসী, যে স্ট্রিপটিজ নাচে নগ্ন শরীরের ছলাকলা দেখায়। ওদের দুজনের যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে অনেক কেচ্ছা কাহিনী ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে।

লিস্টে আরও নাম। ডেভিড ক্যানিয়ন। সুদর্শন, অ্যাথলিটের মত চেহারা, স্বল্পবাক এবং ধনী। ওকে ক্যাপটেনের টেবিলে ঠাই দিতে হবে।

ক্লিফটন লরেন্স। শেষ মুহূর্তে এই জাহাজে কেবিন বুক করেছেন। হ্যাঁ, এখন প্রশ্ন হল, ক্যাপটেনের টেবিলে মঁসিয়ে ক্লিফটন লরেন্সকে ঠাই দেবে চীফ পারসার ক্লদ দেসার্দ? না,

দেবে না? এককালে হলিউডের বহু বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা ও ব্রডওয়ের বহু নাট্যাভিনেতা অভিনেত্রীর এজেন্ট ছিলেন এই ক্লিফটন লরেন্স। কিন্তু আজ তার সুখের দিন ফুরিয়েছে। আগে হলে ক্লিফটন লরেন্স দামী কেবিন চাইতেন। এখন তিনি নিয়েছেন লোয়ার ডেকের একটা মাত্র ঘর। ওঁর ব্যাপারে কিছু করার আগে নামগুলো দেখা দরকার।

এই জাহাজে চলেছেন ছোটখাট দেশের এক রাজা, বিখ্যাত এক অপেরা-গায়িকা এবং এমন একজন রাশিয়ান ঔপন্যাসিক, যিনি নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন।

দরজায় করাঘাতের শব্দ হয়। আঁতোয়া নামের এক পোর্টার ভেতরে ঢোকে।

ইয়েস...কি হয়েছে, আঁতোয়া?

আপনি কি থিয়েটার লক করার অর্ডার দিয়েছেন?

তার মানে?

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরে বোধহয় ফিলম দেখানো হচ্ছে?

জাহাজ যখন বন্দরে থাকে, তখন ফিলম দেখানো হয় না। তাছাড়া ওই দরজা কখনও লক করা হয় না। আমি ব্যাপারটা দেখছি...

কিন্তু ছোটখাট সব ব্যাপারের দেখাশোনা করতে আরও আধঘন্টা গেল। ক্যাপটেন বিয়ে উপলক্ষ্যে যে উপহার-এর অর্ডার দিয়েছিলেন তা ভুলে অন্য জাহাজে গেছে। ক্যাপটেন

চটে যাবেন। জাহাজের চারটে টারবাইনের স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শোনে দেসার্দ। জাহাজ জেটি ছেড়ে চ্যানেলের দিকে যাচ্ছে।

আধঘন্টা পরে চীফ ডক স্টুয়ার্ড লিয় এসে বলে–একটু আগে মাদাম জিল টেমপলের কেবিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনলাম, উনি আর্তচীৎকার করে বলছেন–তুমি আমাকে খুন করলে–কাকে বলছেন, আমি জানি না...

আমি খোঁজ নিচ্ছি।

ক্যাপ পরে দরজার দিকে যাচ্ছিল ক্ল্যদ দেসা। হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। থার্ড মেট ফোনে বলে-ক্ল্যদ, থিয়েটারের মেঝেয় রক্ত, রক্ত, রক্ত

দেখছি..কেউ আহত হয়নি তো? রক্ত মুছতে পাঠাচ্ছি পোর্টারকে। ডাক্তারকেও ফোন করছি।

...অ্যামব্রোজ লাইটশিপের কাছাকাছি এসেছে এখন জাহাজ। এবার পাইলট-বোট বিদায় নিয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য....

লাগেজ সমেত এক প্যাসেঞ্জারও চলে যাচ্ছেন পাইলট-বোটে!

তাড়াতাড়ি জিল টেমপলের কেবিনের দিকে গেল ক্ল্যদ দেসাদ। কোন সাহায্য করতে পারি?

কোন উত্তর নেই।

দরজার হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল।

কেবিনের এক প্রান্তে পোর্টহোলে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয়া মহিলা জিল টেমপল। অদ্ভুত একটা শব্দ, চাপা শব্দ বের হচ্ছে ওর মুখ দিয়ে। যেন একটা জন্তু দারুণ যন্ত্রণায় কাত্রাচ্ছে। ব্যক্তিগত যন্ত্রণার সেই মুহূর্তে অসহায় ক্ল্যদ দেসাদ সবাধানে কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে সাবধানে ও নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়।

দুঃখ বড় আপন এবং দুঃখ বড় গোপন, ফরাসীরা জানে।

তারপর মেন ডেকের সামনে জাহাজের যে থিয়েটার, তার দিকে যায় ক্ল্যদ দেসাদ। মেঝেয় রক্ত মুছছে পোর্টার। এই আধুনিক অডিটোরিয়ামে দুশো লোক ফিলম দেখতে পারে। কিন্তু এখন অডিটোরিয়াম শূন্য। ভেতরে ৩৫ মিমি. প্রজেক্টর দুটোর একটা গরম। অর্থাৎ কেউ ফিলম দেখাচ্ছিল...কিন্তু প্রজেকসনিস্ট বলছে, সে কিছু জানে না।

এবং রান্নাঘরে... ।

শ্যেf রেগে উঠে বললে–দ্যাখো, ক্ল্যদ, একটা উজবুক এ কি করেছে..

প্যাস্ট্রীর টেবিলে আগামী বিবাহ উৎসব উপলক্ষে আনা সুন্দর ওয়েডিং কেকের ওপরে চিনির তৈরী বরবধুর মূর্তি। নববধূর মাথাটা কে যেন ভেঙে দিয়েছে।

... সেই মুহূর্তে...

–দেসার্দ তার রেস্তোরাঁয় সম্মোহিত শ্রোতাদের বলতে থাকে।

সেই মুহূর্তে আমি বুঝেছিলাম যে ভয়ংকর কিছু ঘটতে চলেছে...

.

কাহিনী

০১.

১৯১৯–এ মিচিগানের ডেট্রয়েট শহর পৃথিবীর সবথেকে সফল শিল্পনগরী। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং এই মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষকে বিজয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ডেট্রয়েটের। কারণ মিত্রপক্ষকে ট্যাংক, ট্রাক ও এরোপ্লেন সরবরাহ করছে এই ডেট্রয়েট শিল্পনগরী। এখন জার্মান হুনদের আক্রমণের ভয় কেটে যেতে দিনে চার হাজার মোটর গাড়ী তৈরী হচ্ছে এই শিল্পনগরীতে। ট্রেন্ড ও আনট্রেন্ড দুধরনের শিল্প শ্রমিক-ইতালিয়ান, আইরিশ, জার্মান–সবাই ভিড় জমাচ্ছে ডেট্রয়েটে।

নতুন আগন্তুকদের মধ্যে দুজন পল টেমপলা এবং তার নববধু ফ্রিয়েদা। বিয়েতে পণ হিসাবে সে যা টাকা পেয়েছিল তাই দিয়ে ডেট্রয়েটে একটা কসাইখানা খুললো পল। কিন্তু লাভের বদলে ক্ষতি হতে লাগলো। কসাই হিসেবে পল কাজ বোঝে। কিন্তু সে ব্যবসায়ী হিসেবে একেবারেই অপদার্থ। সত্যিকথা বলতে কি, টাকা কামানোর চেয়ে তার কবিতা লেখাতেই বেশী আগ্রহ দেখা যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সে কবিতার ছন্দ, কবিতার স্বপ্নলোকের কথা ভাবে। সে কবিতা লিখে ম্যাগাজিনে পাঠায়। সেই

মাস্টারপিসগুলো কোনো ম্যাগাজিন ছাপায় না। টাকা পয়সার কোন গুরুত্ব নেই পলের কাছে। সে কাস্টমারদের ধারে মাংস দেয়। পকেটে পয়সা না থাকলে তরেই ওরা তার দোকানে আসে।

পলের বউ ফ্রিয়েদা দেখতে ভালো নয়। পল তার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসার আগে কোন পুরুষই আসেনি ফ্রিয়েদার জীবনে। প্রস্তাবটা মেনে নেওয়ার জন্য বাবাকে অনুরোধ জানিয়েছিল ফ্রিয়েদা। কিন্তু প্রস্তাবটা না মেনে নেওয়ার কোন ইচ্ছেই ছিল না বুড়ো বাপের। বাপের ভয় ছিল, এই নেহাৎ সাদামাটা চেহারার মেয়ের বুঝি কোনকালে বিয়েই হবে না। ফ্রিয়েদা ও তার স্বামী যাতে জার্মানী ছেড়ে আমেরিকা যেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট টাকা দিয়েছিল বুড়ো।

প্রথম দর্শনেই স্বামীকে ভালেবেসে ফেললাম ফ্রিয়েদা। এর আগে কোন কবিকে কখনও চোখে দেখেনি ফ্রিয়েদা। পল রোগা, দেখতে বুদ্ধিজীবীর মত, চোখে ভালো দেখে না, মাথায় টাক পড়েছে। জেনসিয়ান রং গাঢ় নীল চোখ দুটো ছাড়া ফ্রিয়েদার চেহারায় সুন্দর কিছু নেই। থ্যাবড়া নাক, উঁচু কপাল, চৌকোনো চোয়াল, মোটা-সোটা শরীর ফ্রিয়েদার বাইরের এই রূপটার আড়ালে লুকিয়ে ছিল যুবতী মন-যে মন ভালোবাসার স্বপ্ন দেখে। অথচ এই লোভেই ওকে বিয়ে করেছিল এই পল। টাকা থাকলে তাকে গরু-শুয়োরের মাংস নিয়ে বেশী ভাবতে হবে না। সে নিশ্চিন্তে কবিতা লিখতে পারবে।

স্যালজবার্গে বনভূমি ও উদ্যানঘেরা এক সুন্দর ও প্রাচীন দুর্গে মধুচন্দ্রিমা উদযাপনে গেল নবদম্পতি। সামনে সুন্দর হ্রদ।

হানিমুনের দৃশ্যটা স্বপ্নে ভেবেছে অনেকবার ফ্রিয়েদা।

দরজা বন্ধ করে ভালোবাসার মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে বলতে তাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করবে তার স্বামী। তারপর মিষ্টি ঠোঁট নেমে আসবে ঠোঁট থেকে স্তন, স্তন থেকে নাভিমূল, নাভিমূল থেকে গোপন গভীরে। পুরুষের নারী অঙ্গ লেহনের নানা কাহিনী পর্নোগ্রাফিতে পড়েছে বই কি ফ্রিয়েদা।

পলের পুরুষাঙ্গটা জার্মান পতাকার পতাকাদণ্ডের মত শক্ত ও সোজা হয়ে উঠবে। উলঙ্গ ফ্রিয়েদাকে জড়িয়ে ধরে বিছানার দিকে নিয়ে যাবে পল। ফ্রিয়েদা বড় মোটা, সুতরাং কোলে তুলে নিয়ে না যাওয়াই ভালো।

উদোম উলঙ্গ ফ্রিয়েদাকে বিছানায় শুইয়ে পল বলবে–মাই গড, ফ্রিয়েদা, তোমার শরীর রোগা মেয়েদের মত নয়, সত্যিকার মেয়ে মানুষের মত..

কিন্তু রূঢ় বাস্তব সব স্বপ্ন ভেঙে দেয়।

দরজা বন্ধ করে শার্ট খুললো পল। রোগা বুক সম্পূর্ণ নির্লোম। দুপায়ের মাঝখানে ছোট্ট শিথিল পুরুষাঙ্গ-পর্নোগ্রাফির ছবির সঙ্গে কোন মিল নেই। প্যান্ট খুলে বিছানায় শুলো পল। অর্থাৎ ফ্রিয়েদা নিজেই পোশাক খুলবে।

বেশ, তাই হোক। সাইজই তো সব নয়। পল হয়তো যৌন মিলনে দারুন পারদর্শিতা দেখাবে।

খানিকক্ষণ পরে নববধূ ফ্রিয়েদা উদোম উলঙ্গ হয়ে শুলো তার স্বামী পলের পাশে। একটাও রোম্যানটিক কথা বললো না পল। স্রেফ তার শরীরের ওপর চাপলো, তার গোপন গভীরে পুরুষাঙ্গ কয়েকবার খোঁচা দিল। তারপর নেমে গেল। শুরু হতে না হতেই শেষ।

পলের যৌন অভিজ্ঞতা এ যাবৎ মিউনিখ শহরের বেশ্যাদের সঙ্গে। আর একটু হলে সে মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে বউয়ের হাতে দিতে যাচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে তার হঠাৎ খেয়াল হল, যৌন মিলনের জন্যে বউকে পয়সা দিতে হয় না। নিখরচায় ফুর্তি।

পল ঘুমিয়ে পড়ার অনেক পরেও জেগেছিল বেচারা ফ্রিয়েদা। জেগে জেগে ভাবছিল– সেক্স সবকিছু নয়, স্বামী হিসেবে খুব ভালো হবে পল।

কিন্তু ও ব্যাপারেও তার আশা পূরণ হয়নি।

হনিমুনের কয়েকদিন পরেই স্বামী বাস্তব রূপ চিনতে পেরেছিল ফ্রিয়েদা। কিন্তু জার্মান বউদের ঐতিহ্য বজায় রেখে সে স্বামীর আদেশ মেনে চলতো। তবে সে বুঝতে যে কবিতা লেখা ছাড়া এই পলের কোন ব্যাপারে সামান্যতম আগ্রহ নেই। এবং কবিতাগুলোই একদম বাজে।

ডেট্রয়েটে আসার পর ফ্রিয়েদার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো। সে একদিন দোকানে এসে ক্যাশ রেজিস্ট্রার নিয়ে বসলো এবং পলকে আতংকিত করে নোটিস টাঙালো : ধার দেওয়া হয় না। সে মাংসের দাম চড়ালো এবং দোকানের বিজ্ঞাপন বিলি করলো চারপাশের এলাকায়। রাতারাতি কসাইখানায় মাংসের বিক্রী বেড়ে গেল।

সেই মুহূর্ত থেকে ব্যবসায় টাকা খাটানো, বাসস্থানের ব্যাপারে বা ছুটি কোথায় কাটানো হবে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার নিল ফ্রিয়েদা।

এবং এক সন্ধ্যায় ফ্রিয়েদা পলকে জানালো, সে এবার সন্তানের মা হবে বলে ঠিক করেছে। পলের ধারণা, বেশী যৌনসঙ্গমে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। কিন্তু ফ্রিয়েদা খুব শক্ত মেয়ে। সে ছাড়বার পাত্র নয়। ফ্রিয়েদা বলে–

ওটা আমার ভেতরে ঢোকাও।

কিভাবে ঢোকাব? ওটার ইচ্ছে নেই।

পলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটা শক্ত হয়ে উঠলে ফ্রিয়েদা ওটা নিজের গোপন গভীরে ঢুকিয়ে নেয়।

তিন মাস পরে ফ্রিয়েদা স্বামীকে জানালো, স্বামী এখন বিশ্রাম নিতে পারে। কেননা ফ্রিয়েদা গর্ভবতী হয়েছে। ফ্রিয়েদা চেয়েছিল ছেলে।

অতএব...ওদের ছেলেই হল।

ফ্রিয়েদার ইচ্ছে অনুযায়ী বাড়ীতে দাই-এর তত্ত্বাবধানে বিনা ঝামেলায় বাচ্চা হল।

কিন্তু নবজাতকের পুরুষাঙ্গ দেখে সবাই অবাক। ওর পুরুষাঙ্গটা শরীরের তুলনায় অনেক বড় ও অনেক মোটা। ওর বাবার মত নয়, গর্বের সঙ্গে ভাবলো ফ্রিয়েদা।

ওই এলাকার এক অলডারম্যানের নাম অনুযায়ী ফ্রিয়েদা নবজাত শিশুর নাম রাখলে টোবিয়াস। ছেলের বাবা পল ছেলের কাছে যাবার সুযোগ পেতো না বিশেষ। ছেলেকে মানুষ করলো ফ্রিয়েদা। শক্ত হাতে মানুষ করলো। টবি রোগা, পা দুটো সরু, চোখদুটো উজ্জ্বল নীল। সে মাকে ভালোবাসে, মায়ের আদর চায়। কিন্তু ছেলেকে খুব ভালোবাসলেও জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত মায়ের ছেলেকে আদর করার সময় নেই। তাছাড়া ছেলে যেন বাপের মত অপদার্থ, দুর্বল, আহাম্মক না হয়, তাও তো দেখা দরকার। স্কুলের পড়া টবি না পারলে মা বলতো–কাম অন, সার্টের হাতা, গুটিয়ে কাজে কাজে নামো। এবং ফ্রিয়েদা ছেলেকে যতো বকাবকি করতো, ছেলে মাকে ততো ভালোবাসতো। মা অসন্তুষ্ট হবে ভাবলে ছেলে ভয়ে কাপে। কোন অন্যায় করলে মা সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেয়। ভালো কিছু করলে মা সহজে প্রশংসা করে না। মায়ের ধারণা, এসব ছেলের ভালোর জন্যেই। এই ছেলে বড় হলে তার দারুন নামডাক হবে। কিভাবে হবে, ফ্রিয়েদা জানে না। ঈশ্বর যেন তার কানে কানে বলে দিয়েছেন, এই ছেলে বড় হলে নামজাদা লোক হবে। এবং ছেলেকে সে বোঝায়, তুমি মস্ত বড় হবে, তোমার নামডাক হবে, এবং ছোট্ট টবির বিশ্বাস হল, বড় হলে সে মস্ত এক মানুষ হবে। কিভাবে হবে, সে জানে না। কিন্তু তার মা কখনও মিথ্যে বলতে পারে না।

ছোট্ট টবির জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্তগুলো কাটতো রান্নঘরে। পুরোনো ধরনের মস্ত বড় স্টোভে তার মা রাঁধতো সুগন্ধী কালো বীনস্যুপ। তাতে ভাসতো মস্ত সব ফ্র্যাংকফুস্টার। আলুর প্যানকেকের ধারটা বাদামী লেসের মত। তুষারকণার মত হাল্কা ময়দা মাখছে মা। তাজা আপেলের টুকরো ভাজছে মাখনে। তখন ছোট্ট টবি মায়ের মোটাসোটা শরীরটা জড়িয়ে ধরতো। মায়ের কোমর অবধি হাত পৌঁছতো তার। এবং

নারী শরীরের গন্ধ বালকের অন্তলীন সুপ্ত যৌনতাকে জাগিয়ে তুলতো। সেই মুহূর্তে টবি তার মায়ের জন্য মরতেও তৈরি ছিল। পরবর্তী জীবনে, মাখনের তাজা আপেল ভাজার গন্ধ পেলেই তার স্মৃতিতে ভেসে আসতো মায়ের ছবি।

টবির যখন বারো বছর বয়স মিসেস ডারকিন নামের প্রতিবেশিনী বাঁচাল, আড্ডাবাজ এক মহিলা এলেন ওদের বাড়ী বেড়াতে। উনি চলে যেতে ছোট্ট টবি মহিলার বাচনভঙ্গী নকল করে শোনালো মাকে। মা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পরলো। তার পর থেকেই মাস্টার, সহপাঠী, কসাইখানার কাস্টমারদের কথনভঙ্গী নকল করে মাকে দারুন হাসাতো । ছোট্ট টবি।

স্কুলে নো অ্যাকাউন্ট ডেভিড নামের হাসির নাটকে মুখ্য ভূমিকা পেল টবি। মা নাটক দেখে খুব হাসলো। ছেলে খ্যাতিমান হবে, ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতি কিভাবে পূরণ হবে? মা বুঝতে পারলো।

১৯৩০-এ যখন অ্যামেরিকায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, সিনেমায় ভীড় নেই বলে সিনেমার আগে গানের, বাজনার, কমিকের সব কমপিটিসন হচ্ছে। এই সব। প্রতিযোগিতায় ছেলেকে নিয়ে যেতো মা। অল জনসন, জেমস ক্যাগণী, এডি ক্যান্টরের কথনভঙ্গী নকল করে লোক হাসিয়ে ছেলে প্রায়ই প্রথম পুরস্কার পায়। কি প্রতিভাবান ছেলে। –মা বলে।

এখন টবি লম্বা হয়েছে। তবে রোগা। সরল মুখে উজ্জ্বল দুটো চোখ। দেখলেই মনে হয় : নিষ্পাপ। লোকে টবিকে ভালোবাসে। সে স্টেজে উঠলেই সবাই হাততালি দেয়। এই

প্রথম টবি বুঝলো প্রথমে মাকে এবং দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরকে খুশী করার জন্য তাকে মঞ্চ ও ফিলমের তারকা হতে হবে।

পনেরো বছর বয়সেই তার যৌনকামনা জেগে উঠেছিল। সে বাথরুমে হস্তমৈথুন করতো।

এক সন্ধ্যায় এক সহপাঠীর বিবাহিতা দিদি ক্লারা কনরস তাকে নিজের গাড়ীতে লিফট দেয়। ক্লারার মাথায় সোনালী চুল, তার স্তন দুটো বড় বড়। ক্লারার পাশে বসে টবির পুরুষাঙ্গ খাড়া হয়ে ওঠে। হঠাৎ ক্লারার কোলে হাত রাখে টবি। তারপর প্যান্ট খুলে নিজের পুরুষাঙ্গের সাইজ ক্লারাকে দেখালো টবি। মস্ত বড় ও খুব মোটা শক্ত খাড়া পুরুষাঙ্গ দেখে এত অভিভূত হল ক্লারা যে সে টবিকে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে যৌনসঙ্গমে দীক্ষা দিল। টবির কাছে সে এক আশ্চর্য সুন্দর অভিজ্ঞতা। সাবান মাখানো হাতের বদলে নারীশরীরে গোপন গভীরে তপ্ত, নরম, স্পন্দিত এক পাত্র যা পুরুষাঙ্গকে ধরে রাখে। ক্লারার মৃদু শীৎকারের শব্দে পুরুষাঙ্গটা বার বার শক্ত হয়ে ওঠে। বার বার যৌন পুলক পায় টবি। ব্যাপারটা গোপন রাখলো না ক্লারা। ফলে অচিরে প্রতিবেশিনী এক ডজন বিবাহিত মহিলার সঙ্গে যৌনসঙ্গমের সুযোগ পেল টবি।

পরবর্তী দুর্বছরে ক্লাসের সহপাঠিনী মেয়েদের প্রায় অর্ধেকের কৌমার্য হরনের সুযোগ পেল টবি। টবির অনেক সহপাঠী সুদর্শন, ফুটবল খেলোয়াড়, ধনী। কিন্তু টবির যা আছে, ওদের তা নেই। টবি মেয়েদের হাসাতে পারে। এই নিষ্পাপ মুখে স্বপ্নাতুর দুটো উজ্জ্বল নীল চোখের চাউনি মেয়েদের কাছে টানে।

হাইস্কুলের সিনিয়র ইয়ারে পড়ছে টবি। তাকে প্রিনসিপ্যালের ঘরে ডাকা হল, সেখানে তখন প্রিনসিপ্যাল, টবির মা, ষোল বছর বয়সী ক্যাথলিক মেয়ে আইলীন হেনেগান এবং তার বাবা ও ইউনিফর্মপরা পুলিশ সার্জেন্ট। টবি ঘরে ঢুকে মেয়েটাকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে বুঝলোঃ সে ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে।

প্রিনসিপ্যাল বললেন–

টবি, আইলীন এখন গর্ভবতী, ওর সঙ্গে তোমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল?

টবির মুখ শুকিয়ে যায়। আইলীনের ভালো লেগেছিল টবির সঙ্গে যৌনসঙ্গম।

আইলীনের পুলিশ সার্জেন্ট বাবা গর্জন করে–জবাব দাও, ইউ লিটল সন অফ এ বিচ, তুমি আমার মেয়েকে ছুঁয়েছো?

মায়ের দিকে আড়চোখে তাকালো টবি। মাকে সে দুঃখ দিয়েছে। সে ডাক্তারের কাছে। গিয়ে বলবে, আমার অণ্ডকোষ দুটো কেটে আমায় খোঁজা করে দাও, যাতে আমি আর কোন মেয়ের সঙ্গে যৌনমিলনে না মাতি, যেন আমার মা আমার ব্যবহারে দুঃখ না পায়।

তার মা ঠান্ডা, শক্ত গলায় বলে–

টবি, তুমি এই মেয়ের সঙ্গে শুয়েছো?

ঢোঁক গিলে টবি বলে–হ্যাঁ, মা।

তাহলে তোমায় আইলীনকে বিয়ে করতে হবে। আইলীন, তুমি তাই চাও?

হ্যাঁ আমি টবিকে ভালোবাসি। টবি, তোমার নাম আমি বলতে চাইনি। ওরা জোর করে...

আইলীনের পুলিশ সার্জেন্ট বাবা বলে–

আমার মেয়ের বয়স ষোল বছর। আইন অনুযায়ী, তার সঙ্গে যৌনসঙ্গম বলাৎকারের সামিল। টবির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

তবে ও যদি বিয়ে করতে চায়...

টবি আবার ঢোঁক গিলে বলে–হ্যাঁ স্যার...আমি দুঃখিত।

মায়ের সঙ্গে বাড়ী ফেরার সময় টবি ভাবছিল, তার চিত্রতারকা হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে গেল, এখন তাকে আইলীন ও বাচ্চার খরচপত্র জোগাড় করতে মাংসের দোকানে খাটতে হবে।

অথচ ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে সুটকেসে তার কাপড় জামা ভরতে থাকে তার মা।

মা, তুমি কি করছে?

টবি, ফালতু একটা মেয়ের জন্যে তোমার জীবন নষ্ট হতে আমি দেব না। তুমি ওর সঙ্গে শুয়েছে। ওর বাচ্চা হবে। তার মানে, তুমি পুরুষ, মেয়েটা বোকা। না, আমার ছেলেকে এই ভাবে ফাঁদে ফেলা যাবে না। তুমি বড় হবে, তোমার নামডাক হবে। এটাই ঈশ্বরের

অভিপ্রায়। টবি, তুমি নিউইয়র্কে যাবে। যখন তুমি মস্ত বড় তারকা হবে, তখন আমায় ওখানে নিয়ে যাবে।

মাকে জড়িয়ে ধরে টবি, তাকে তারকা হতে হবে, বিখ্যাত হতে হবে। কেননা মা বলেছে...

.

০২.

১৯৩৯-এর নিউইয়র্ক মহানগরী থিয়েটারের তীর্থস্থান। অর্থনৈতিক মন্দার দিন শেষ।, প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাংকলিন রুজভেল্ট বলছেন, ভয় ছাড়া আমাদের ভয় পাবার মত কিছুই নেই এবং আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ হবে। তাই হয়েছে, প্রত্যেকের পকেটেই খরচা করার মত টাকা আছে। ব্রডওয়েতে তিরিশটা নাটকের অভিনয় চলছে। প্রত্যেকটাই হিট হয়েছে।

মায়ের দেওয়া একশো ডলার পকেটে নিয়ে নিউইয়র্কে এল টবি। সে জানে যে সে বিখ্যাত হবে, ধনী হবে। তারপর সে মাকে নিউইয়র্কে আনবে, উর্দুতলার ফ্ল্যাট ভাড়া নেবে, রোজ রাতে থিয়েটারে ছেলের অভিনয় দেখবে মা। ইতিমধ্যে...একটা চাকরী চাই। ব্রডওয়ের সব থিয়েটারের দরজায় দরজায় ঘুরেছে টবি। অ্যামেচারদের কত প্রতিযোগিতায় সে জিতেছে, তার কতো প্রতিভা–সে সবাইকে বোঝায়। ওরা তাকে বের, করে দেয়। থিয়েটারে ও নাইটক্লাবে কমেডিয়ান অভিনেতাদের অভিনয় দেখে টবি। বেন

ব্ল. জো. ই. লুই, ফ্র্যাংক ফে। টবি জানে, একদিন সে ওদের সবার থেকে বেশী জনপ্রিয় হবে।

টাকা ফুরিয়ে আসছে। রেস্তোরাঁয় ডিশ ধোয়ার চাকরী নিয়েছে টবি। রবিবার সকালে ফোনের রেট কম। তখন মাকে ট্রাংকল করে টবি। টবি পালিয়েছে বলে সবাই চটে গেছে।

পুলিশ অফিসার রোজ রাতে পুলিশের গাড়ীতে আমাদের বাড়ী এসে চেঁচামেচি করে। ভাব দেখলে মনে হবে, আমরা সব চোর-ডাকাত। তুই কোথায়, ওরা জানতে চায়।

তুমি কি বললে মা?

সত্যি কথাই বললাম। তুই রাতে চোরের মত পালিয়েছিস। এখানে ফিরলে আমি নিজের হাতে তোর ঘাড় মুচড়ে দেবো। ছেলে হেসে ওঠে।

সেই গ্রীষ্মে এক ম্যাজিসিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরী পেল টবি। তার প্রতিভার অভাব। সে নাম নিয়েছে–গ্রেট মার্লি। ক্যাটস্কিলের ফালতু হোটেলগুলোতে লোকটা ম্যাজিক দেখায়। সহকারী হিসেবে টবির কাজ হল মার্লিনের স্টেশনওয়াগন থেকে ম্যাজিক দেখানোর ভারী যন্ত্রপাতি বার করা এবং ছটা সাদা খরগোস, তিনটে ক্যানারী আর দুটো হ্যামস্টারকে পাহারা দেওয়া। অন্য কোন জন্তু যেন ওগুলোকে খেয়ে না নেয়, সেই ভয়ে ওদের সঙ্গেই রাত কাটায় টবি। সেই গ্রীষ্মের অভিজ্ঞতা জন্তুর শরীরের দুর্গন্ধে ভরা। ভারী ভারী ক্যাবিনেট, নীচের ও পাশের দরজা খোলার বড় বড় খিল–এইসব বইতে বইতে টবি ক্লান্ত। নিঃসঙ্গতা তাকে যন্ত্রণা দেয়। হতাশা তাকে পোড়ায়। বিশ্রী, ছোট্ট

ঘরের ভেতরে। শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, এখানে সে কি করছে, কিভাবে সে তারকা হতে পারবে। আয়নার সামনে সে নানা মুখভঙ্গী নকল করে দেখানো প্র্যাকটিস করে। তার দর্শক ও শ্রোতা মারলিনের পোষা দুর্গন্ধযুক্ত জানোয়ারগুলো।

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আসছে। প্রতি সপ্তাহে বাড়ীতে ট্রাংকল করে টবি। এক রবিবার ফোন ধরলো তার বাবা।

আমি টবি, বাবা। তুমি কেমন আছো?

সব চুপচাপ।

হ্যালো, তুমি শুনছো?

হ্যাঁ, টবি।

মা কোথায়?

ওকে কাল হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

এতো জোরে রিসিভার চেপে ধরে টবি, আর একটু হলে ওটা ভেঙে যেতো।

কি হয়েছে মায়ের?

ডাক্তার বললো, হার্টের অসুখ।

না! আমার মা...

মা ভালো হয়ে যাবে। তাই তো? বলো, বলো, মা ভালো আছে তো?

লক্ষ মাইল দূর থেকে ভেসে আসে বাবার কান্নার শব্দ।

ও...কয়েক ঘন্টা আগে ও মারা গেছে।

যেন তপ্ত গলিত লাভার স্রোত টবিকে জ্বালিয়ে দেয়, পুড়িয়ে দেয়। বাবা মিথ্যে বলছে। মা মরে যেতে পারে না। কথা রাখার কথা ছিল। টবি বড় হবে, খ্যাতিমান হবে। মা তার পাশে থাকবে। সুন্দর ফ্ল্যাট, গাড়ী, ড্রাইভার, ফার-কোট, হীরে সব মায়ের জন্যে। দূর থেকে ভেসে আসে বাবার স্বর

টবি! টবি!

আমি বাড়ী যাবো। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন কবে?

কাল। তুমি এসো না টবি। ওরা তোমায় খুঁজছে। আইলীনের বাচ্চা হবে। ওর বাবা তোমায় খুন করতে চায়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তুমি আসবে ওরা আশা করে।

পৃথিবীতে একটা মাত্র মানুষকে ভালোবাসে টবি। মা, তার মা, তাকে বিদায় জানাতে যাওয়া হল না। সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে টবি। স্মৃতি ভেসে আসে। মায়ের স্মৃতি।

জীবন্ত, উজ্জ্বল। রান্নাঘরে মা। মা বলছে, টবি তুই বড় হবি, বিখ্যাত হবি। থিয়েটারের সামনের রোয়ে বসে মা বলছে-ছেলেটার কি প্রতিভা।

–ছেলে অভিনয় করে, হাসায়। মা হাসে। মা সুটকেসে ছেলের জিনিসপত্র ভরে দিচ্ছে। বলছে–যখন তুই নামজাদা চিত্র ও মঞ্চ তারকা হবি, তখন আমায় ডেকে পাঠালেই আমি যাবো।

টবি ভাবে–আজ, ১৯৩৯-এর ১৪ ই আগস্ট। এই দিনটা আমি ভুলবো না, কোনদিন ভুলবো না।

ওর জীবনে এই দিনটার গুরুত্ব অনেক।

সে ঠিকই বুঝেছিল।

তার মায়ের মৃত্যুদিন বলে নয়...

ওই দিনে...

১৫০০ মাইল দূরে টেকসাসের অডেসায় আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেইজন্যে...

নামহীন একটা চারতলা বাড়ীতে হাসপাতাল। ভেতরে খরগোসের বাসার মত ছোট ছোট কিউবিকল। কোথাও রোগ নির্ণয় হয়, কোথাও বা হয় রোগযন্ত্রণা কমানো, রোগ সারানো অথবা রোগীর মৃত্য। এই মেডিক্যাল সুপার মার্কেটে সবার জন্যেই কিছু না কিছু আছে।

এখন ভোর চারটে বাজছে। নিঃশব্দ মৃত্যুর সময়, কিম্বা ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে ছটফট । করার সময়। হাসপাতালের ডাক্তার ও কর্মচারীদের পক্ষে পরের দিনের পরিশ্রমের আগে একটু বিশ্রাম নেবার সময়।

প্রসূতি চিকিৎসাবিভাগের চার নম্বর অপারেশন থিয়েটারে এখন ঝামেলা বেঁধেছে। সাধারণ ডেলিভারী হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, এখন তা এমার্জেন্সি রূপ নিয়েছে। মিসেস কার্ল জিনস্কির ডেলিভারী অস্বাভাবিক হওয়ার কোন কারণ ছিল না। মিসেস জিনস্কির বয়স কম, স্বাস্থ্য ভাল এবং পাছার দিকটা চওড়া

প্রসূতিবিশারদরা যা পছন্দ করেন। লেবার-পেই শুরু হয়েছে। সব ঠিকমতো চলছে।

স্পেশ্যালিস্ট ডক্টর উইলসন ঘোষণা করলেন–ব্রীচ ডেলিভারী।

আতঙ্কের কোন কারণ ছিল না। ব্রীচ ডেলিভারীতে নবজাতকের মাথার বদলে শরীরে নীচের অংশ আগে বার হয়। শতকরা তিন ভাগ কেসে এরকম হয়। তবে ম্যানেজমেন্ট চিন্তিত নয়। তিন ধরনের ব্রীচ ডেলিভারী হতে পারে। স্বাভাবিক অর্থাৎ ডাক্তার নার্সের সাহায্য ছাড়াই। দ্বিতীয় ধরনের ব্রীচে সাহায্যের দরকার। তৃতীয় ধরনে বাচ্চা জরায়ুর ভেতরে আটকে যায়।

ডক্টর উইলসন দেখছিলেন, দেখে খুশী হয়েছিলেন যে এক্ষেত্রে সাহায্যের দরকার হবে না। নবজাতকের পা দুটো বেরিয়ে এসেছে। উরু অবধি।

ডাক্তার বললেন–

আর একবার...প্রায় হয়ে গেছে।

মিসেস জিনস্কি কথা শুনলেন। কিন্তু কিছুই হল না।

আর, একবার...জোরে।

কিছুই হল না।

নবজাতকের পাদুটো ধরে, আস্তে টান দিলেন ডক্টর উইলসন। কিছুই হল না। নবজাতকের শরীরের পাশ দিয়ে জরায়ুর ভেতরে হাত ঢোকলেন ডাক্তার। তার কপালে হঠাৎ দেখা দিল ঘামের ফোঁটা। মেটারনিটি-নার্স কাছে এসে ঘাম মুছে দিল।

সমস্যা দেখা দিয়েছে, নীচু গলায় বললেন ডাক্তার।

মিসেস জিনস্কি কথাটা শুনতে পেলেন।

ঝামেলাটা কি?

সব ঠিক আছে।

আস্তে আস্তে বাচ্চাটাকে নীচের দিকে নামবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন ডাক্তার। নাড়ীটা বাচ্চাটার শরীর ও মায়ের শরীরের মধ্যে চাপা পড়ায় বাচ্চাটা শ্বাস নিতে পারছে না।

ফীটোস্কোপ!

মেটারনিটি নার্স যন্ত্রটা নিয়ে মায়ের পেটে লাগিয়ে বাচ্চার হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনলো।

কমে গেছে। মিনিটে তিরিশ। অনিয়মিত

ডাক্তার উইলসনের আঙুল মায়ের জরায়ুর ভেতরে। মস্তিষ্কের দূরতম স্নায়ুতন্ত্রের মতই সন্ধানে ব্যস্ত।

বাচ্চার হৃদস্পন্দন শোনা যাচ্ছে না।

মেটারনিটি নার্সের কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক

নেগেটিভ! অর্থাৎ..

জরায়ুর ভেতরে অক্সিজেনের অভাবে বাচ্চাটা মরে যাচ্ছে। এখনও বের করতে পারলে বাঁচানোর সামান্য একটা সম্ভাবনা আছে। চার মিনিটের মধ্যে বার করতে হবে। শ্বাসনালী ও ফুসফুস সাফ হলে ছোট্ট হৃদপিণ্ড কাজ করতে পারে। চার মিনিটের বেশী সময় লাগলে মস্তিষ্কের যে ক্ষতি হবে, তা অপূরণীয়।

ক্লক।

ডক্টর উইলসন অর্ডার দিলেন।

দেয়ালে ইলেকট্রিক ঘড়িতে বারোটা বাজছে। সেকেন্ডের লাল কাটা ঘুরতে শুরু করলো।

ডেলিভারী টিম কাজ শুরু করেছে। এমার্জেন্সি রেসপিরেটরী ট্যাংক কাজ শুরু করেছে। মায়ের জরায়ুর গহ্বর থেকে নবজাতককে বাইরে আনতে হবে। ডক্টর উইলসন চেষ্টা করছেন। ব্র্যাৎ–প্রবর্তিত পন্থায় নবজাতকের শরীর ঘোরাচ্ছেন ডক্টর। বাচ্চার কাধ যেন মায়ের যোনিগহ্বরের বাইরে আসে। বৃথা চেষ্টা।

জীবনের প্রথম ডেলিভারী দেখতে দেখতে অসুস্থ হয়ে পড়লো একজন স্টুডেন্ট নার্স! ও তাড়াতাড়ি অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গেল।

অপারেশন থিয়েটারের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল মিঃ কার্ল জিনস্কি। নার্ভাস। স্নায়ুবিক উত্তেজনার বশে মাথার টুপি খুলে ও কড়া ওঠা হাতে ঘোরাচ্ছে। এই দিনটা তার জীবনের সবথেকে সুখের দিন। লোকটা পেশায় ছুতোরমিস্ত্রী, সরল সাদাসিধে মানুষ, অল্পবয়সে বিয়ে করেছে। অনেক সন্তান চায়। এই তাদের প্রথম সন্তান। কার্ল উত্তেজনা চাপতে পারছে না। সে বউকে ভালোবাসে। বউ নইলে সে বাঁচবে না। এখন সে বউয়ের কথাই ভাবছে। ডেলিভারী রুম থেকে ছুটে বের হয়ে এল অসুস্থ স্টুডেন্ট নার্স।

ও কেমন আছে? কার্ল জানতে চাইল।

তরুণী স্টুডেন্ট নার্স বাচ্চাটার কথা ভাবছিল, সে চেঁচিয়ে উঠলো–ও মরে যাবে। সে বমি করতে ছুটলো।

মিস্টার কার্ল জিনস্কির মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে নিজের বুক চেপে ধরে হাঁফালো। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার আগেই লোকটা মরে গেল।

ডেলিভারী রুমে ঘড়ির কাটার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন ডাক্তার উইলসন। বাচ্চার নাড়ী ছোঁয়া। যাচ্ছে কিন্তু আলগা করা যাচ্ছে না। ডাক্তার হিসেবে তার অভিজ্ঞতা বলছে, ওভাবে বাচ্চা বের করলে ফলটা ভালো হবে না।

কোৎ দিন, মিসেস জিনস্কি। জোরে!

কোন লাভ নেই। ঘড়ির দিকে তাকালেন ডাক্তার। মূল্যবান দুটো মিনিট কেটে গেছে। বাচ্চাটার মস্তিষ্কে রক্ত পৌঁছয়নি। চার মিনিট পেরিয়ে গেলে কি হবে, সেটাই সমস্যা। বাচ্চাটাকে মরতে দেওয়া হবে, না, আজীবন জড়বুদ্ধি হয়ে বাঁচতে দেওয়া হবে? সমস্যার কথা মন থেকে দূরে সরিয়ে, চোখ বন্ধ করে, প্রসূতির শরীরের ভেতর যা ঘটছে তার দিকে মন দেন ডাক্তর।

মরি–স্মেইলী–ফেইৎ ম্যানুবর।

বাচ্চার শরীর মায়ের শরীর থেকে আলগা করার জটিল প্রক্রিয়া।

হঠাৎ বাচ্চার শরীর নড়ে ওঠে।

পাইপার ফরসেপস!

মেটারনিটি নার্স যন্ত্রটা বাড়িয়ে দেয়। বেবীর মাথার দুপাশে ফরসেপ লাগিয়ে টান দিলেন ডাক্তার। এক মিনিট পরে মাথা দেখা গেল।

ডেলিভারী শেষ।

এই মুহূর্তটা আনন্দের। নবজীবনের বিস্ময়। জরায়ুর অন্ধকার প্রশান্তি থেকে আলো ও হিমের মধ্যে টেনে নিয়ে আসার প্রতিবাদে নবজাতকের কান্নার মুহূর্ত।

কিন্তু এই বাচ্চাটা কাঁদে না।

এই বাচ্চাটা নিথর, তার রং নীলচে-সাদা। মেয়ে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার। আর দেড় মিনিট। বছরের পর বছর অজ্ঞিতায় পরিশীলিত আঙুল গজ দিয়ে বাচ্চার গলার ভেতরটা সাফ করছে।

বাচ্চাটাকে চিৎ করে শুইয়েছেন ডাক্তার। মেটারনিটি নার্স তার হাতে তুলে দেয় ছোট্ট বিদ্যুৎচালিত সাকশন যন্ত্র-সমেত ছোট্ট ল্যারিন-গোস্কোপ মেশিন, চালু হয়। আবার ঘড়ির দিকে তাকান ডাক্তার।

আর কুড়ি সেকেন্ড।

হৃৎস্পন্দন শোনা যায় না।

পনেরো সেকেন্ড।

চোদ্দ সেকেন্ড।

বাচ্চার হৃৎত্যন্ত্র এখনও কাজ করছে না।

আর একটা পথ বেছে নিতে হবে। হয়তো এর মধ্যেই বাচ্চার মগজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। কে বলতে পারে?

হাসপাতাল–ওয়ার্ডে অনেক জড়বুদ্ধি রোগী দেখেছেন ডাক্তার। বয়স্কের শরীর, শিশুর মন।

দশ সেকেন্ড। এখনও ধমনীতেও স্পন্দন নেই।

পাঁচ সেকেন্ড।

ডাক্তার মন স্থির করলেন।

যন্ত্রটা উনি বন্ধ করে দেবেন। প্লাগ থেকে খুলে দেবেন যন্ত্রটা। বলবেন, বাচ্চাটাকে বাঁচানো যাবে না। তাঁর বক্তব্যে কেউ কোন প্রশ্ন তুলবে না। বাচ্চার চামড়া ছুঁয়ে দেখলেন ডাক্তার। ঠান্ডা, ভিজে।

তিন সেকেন্ড।

বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে ডাক্তারের চোখে জল আসে। এই শিশু একদিন সুন্দরী রমণী হতো। কেমন হতে পারতো তার জীবন? বিয়ে করতো, সন্তানের জননী হত, শিল্পী হতো, কিম্বা শিক্ষিকা। ধনী হত কিম্বা গরীব। সুখী হতে কিম্বা অসুখী।

এক সেকেন্ড।

নব জাতিকার হৃৎপিন্ড কথা বলে না।

সুইচের দিকে হাত বাড়ালেন ডাক্তার।

ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করে লাভ নেই।

সেই মুহূর্তে... ।

বাচ্চাটার হৃৎপিন্ড কাজ শুরু করলো। প্রথমে অনিয়মিত তারপর নিয়মিত। ঘরের মধ্যে আনন্দ, অভিনন্দন জানাচ্ছে আর সবাই।

ডাক্তার শুনছেন না।

ওঁর চোখ দেয়াল-ঘড়ির কাঁটার দিকে।

ওর মা ওর নাম রাখল জোসেফাইন। ওর দিদিমার নামে নাম।

ডাক্তার উইলসন বললেন, প্রত্যেক দুহপ্তা অন্তর বাচ্চাকে হাসপাতালে আনতে হবে। কারণটা উনি কিন্তু বললেন না।

প্রত্যেকবারের পরীক্ষার একই ফল।

আপাতদৃষ্টিতে মেয়েটা স্বাভাবিক।

ভবিষ্যতে কি হবে, সময়ই তা বলতে পারে।

.

০৩.

লেবার ডে, ১৯৩৯, ক্যাটস্কিলে গ্রীষ্ম শেষ। গ্রেট মার্লিনের কাজ খতম। সঙ্গে সঙ্গে টবিরও। সে স্বাধীন। কিন্তু সে কোথায় যেতে পারে? ঘর নেই চাকরী নেই, পয়সা নেই। হোটেলের এক মহিলা বললেন, টবি যদি তাকে ও তার তিনটে বাচ্চাকে গাড়ীতে তুলে গাড়ী ড্রাইভ করে শিকাগো নিয়ে যায়, টবি পঁচিশ ডলার পাবে। গ্রেট মার্লিন ও তার। পোষা দুর্গন্ধযুক্ত জানোয়ারগুলোকে বিদায় জানানোর দরকার মনে হল টবির।

শিকাগো, ১৯৩৯। পয়সা সেখানে হাওয়ায় ওড়ে। পয়সা দিলে সব কেনা যায় সেখানে। মেয়েমানুষ, নেশার ওষুধ, পেশাদার রাজনীতিবিদ। নানাজনের রুচিমাফিক শত শত নাইটক্লাব। শেজ পারীর মস্ত ক্লাব। রাশ স্ট্রীটের ছোট্ট বার। সব জায়গায় গেছে টবি। সব জায়গায় একই জবাব পায় টবি। তার মত অচেনা কমেডিয়ানকে কেউ চায় না।

সময় দ্রুত সরে যাচ্ছে। টবির মায়ের স্বপ্ন ছিল, টবি তারকা হবে। সেই স্বপ্ন সত্যি হওয়ার সময় এসেছে। এখন তার বয়স উনিশ বছর।

নী-হাই ক্লাব, শিকাগো। ক্লান্ত অর্কেষ্ট্রায় তিনটে মোট বাজনা। মাঝবয়সী মাতাল কমেডিয়ান। মেরি ও জেরি ও দুই পেরী বোন পোষাক খুলে নগ্ননৃত্য দেখায়। বারে বসে ছিল টবি। তার পাশে এসে বসলো জেরি। টবি হেসে ভদ্রতা দেখিয়ে বললো–আপনার নাচ আমার ভালো লাগে।

জেরি ঘুরে তাকিয়ে দেখলো, বাচ্চা ছেলে, পোষাক দেখলে মনে হয়, মালদার নয়। ও মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। টবি উঠে দাঁড়ালো। জেরি হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার টাইট : প্যান্টের দিকে। প্যান্টের ভেতরে জেরির বিশাল পুরুষাঙ্গের আদল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। টবির নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকালো জেরি। বললো

জেসাস্ ক্রাইস্ট। তোমার জিনিসটা সত্যিই অতো বড়?

টবি হেসে বলে– সেটা জানার একটাই উপায় আছে।

...সেই রাতে তিনটে নাগাদ দেখা গেল, মেরি ও জেরি–দুই বোনের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে আছে টবি।

সব কিছু নিখুঁতভাবে প্ল্যান করা হয়েছিল। শো শুরু হবার ঠিক এক ঘন্টা আগে ক্লাবের কমেডিয়ানকে ডাইভারসী এভিনিউয়ের এক ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল জেরি। কমেডিয়ান

লোকটির জুয়া খেলার নেশা আছে, ওই ফ্ল্যাটে পাশার জুয়াখেলা চলছে। লোকটা জিভে ঠোঁট চেপে বললো–এক মিনিট খেলা যাক।

আধঘন্টা পরে জেরি যখন সরে পড়লো, তখনো সেই জুয়াড়ী কমেডিয়ান জুয়াখেলায় মত্ত। কুত্তার বাচ্চা, আমার আট..., ও চেঁচাচ্ছে। ওর কল্পনার জগতে সাফল্য, তারকা হওয়া, বড়লোক হওয়া : সব কিছু নির্ভর করে পাশার একটা দানের ওপর।

ওদিকে নী-হাই ক্লাবের বারে সেজেগুজে অপেক্ষা করছে, টবি।

শো-য়ের সময় হল। অথচ কমেডিয়ানের পাত্তা নেই। ক্লাবের মালিক চেঁচাচ্ছে, মুখখিস্তি করছে-বেজন্মা কমেডিয়ানকে আর ক্লাবে ঢুকতে দেব না।

মেরি বললো–তোমায় দোষ দেওয়া যায় না। তবে নিউইয়র্কের নতুন এক কমেডিয়ান, ওই তো বারে বসে আছে।

কে? কোথায়? ও তো বাচ্চা ছেলে ওর আয়া কোথায়?

জেরি বললো–লোকটা দারুন।

বিছানায় দারুন সত্যি কথাই বলেছে জেরি।

মেরি বললো–ওকেই নাও না, তোমার ক্ষতি কিসের?

কাস্টমাররা পালাবে। শোনো হে, তুমি নাকি, কমেডিয়ান?

টবি কিছুটা উদাসীনভাবে বলে–হ্যাঁ, আমি ক্যাটস্কিলের হোটেলে শো দেখানো শেষ করে এখানে এসেছি।

বয়স কত?

বাইশ।

ফালতু বাতেলা। শো ভালো না হলে তুমি বাইশ বছরে পা রাখবে না, বুঝেছো।

...এবং টবি টেম্পলের স্বপ্ন এতোদিনে সত্য হল। সে স্পটলাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্য ব্যান্ড বাজছে। শ্রোতার দল প্রতীক্ষা করছে। ওদর জন্যে তার বুকে ভালোবাসা জেগে ওঠে। শ্রোতারা আর সে নিজে যেন অবিচ্ছেদ্য এক সূত্রে বাঁধা। মা, তুমি যেখানেই থাকো, আমাকে দ্যাখো। ব্যান্ডের বাজনা থেমে যায়। টবি শো শুরু করে।

গুড ইভনিং, তোমরা সৌভাগ্যবান। আমার নাম টবি টেম্পল। আশা করি তোমরা নিজেদের নাম জানো।

....শ্রোতারা নীরব।

শিকাগোর মাফিয়াদের নতুন সর্দার পাগল। এখন মৃত্যুর চুম্বন মানে নাচ অর ডিনার।

..শ্রোতারা এখনও নীরব। ওরা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। টবি ঘামছে। শ্রোতাদের সঙ্গে কল্পনার যোগসূত্র ছিঁড়ে গেছে।

মেইনের এক থিয়েটারে শো দেখিয়েছি। জঙ্গলে থিয়েটার, থিয়েটারের ম্যানেজার এক ভালুক।

...শ্রোতারা তবুও নীরব। ওরা টবিকে ঘেন্না করছে।

কেউ তো আমায় বলেনি যে, আমি যোবা কালাদের শো দেখাচ্ছি।

টাইটানিক জাহাজ জলে ডুবেছিল। তার সোস্যাল ডিরেক্টরের মত আমার অবস্থা। গ্যাংপ্ল্যাংকে, হাঁটছি, অথচ জাহাজ নেই।

...শ্রোতারা বিদ্রূপধ্বনি শুরু করে। ম্যানেজারের নির্দেশে ব্যান্ডে জোরে বাজনা বাজে। টবির চোখে জল। মুখে হাসি।

তার চীৎকার করতে ইচ্ছে হয়।

.

...বাচ্চার চীৎকারে ঘুম ভাঙে মায়ের। খুব জোরে অদ্ভুত আতঙ্ক জাগানো গলায় রাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে চেঁচাচ্ছে মিসেস জিনস্কির ছোট্ট মেয়ে জোসেফাইন। নার্সারীতে ঢুকে মিসেস জিনস্কি দেখে, জোসেফাইনের খিচুনি হচ্ছে, সে এপাশ-ওপাশ গড়াচ্ছে বাচ্চার মুখ নীল হয়ে গেছে।

হাসপাতালে ইনটানী ছোট্ট মেয়ের শিরায় ঘুমের ওষুধ ইনজেকসন দিতে ও ঘুমিয়ে পড়ে। ডক্টর উইলসন খুব ভালোভাবে জোসেফাইনকে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু গলদ কিছু খুঁজে পেলেন না ডক্টর।

তবুও ওঁর দুশ্চিন্তা কাটলো না।

কেননা জোসেফাইনের জন্মের সময় অপারেশন থিয়েটারের দেওয়ালে যে বিদ্যুৎচালিত ঘড়ি চালু করা হয়েছিল, সেটার কথা ভুলতে পারছিলেন না ডক্টর উইলসন।

.

০৪.

তরুণ কমেডিয়ান এবং বিদ্রূপমুখর শ্রোতা। কিন্তু কোন কোন কমেডিয়ান খ্যাতির শিখরে ওঠে। এডি ক্যানটর এবং ডবলিউ. সি. ফিলডস, জোনাসন এবং বেনী, অ্যাবট ও কসটেলো। জোসেল ও বারনস, মার্কস্ ব্রাদার্স। আরও অনেকে। বিখ্যাত যারা, তারা থিয়েটারে শো দেখায়, রেডিওর পোগাম করে। টবির মত উঠতি কমেডিয়ানদের জন্যে সস্তা নাইটক্লাবের টয়লেট সারকিট। নোংরা সালোয় বীয়ার গেলে নোংরা মানুষেরা, যে মেয়েগুলো স্ট্রিপনিজ দেখাচ্ছে তাদের খিস্তি করে, স্রেফ মজা পাবার জন্য কমেডিয়ানদের বিদ্রূপ করে বসিয়ে দেয়। নোংরা টয়লেটে ড্রেসিং রুম, যেখানে পচা খাবার, প্রস্রাব ও সস্তা সেন্টের গন্ধ। এবং ঘামের গন্ধ। ভয় পেলে যে ধরনের ঘাম হয়। ব্যর্থতার ভয়। শ্রোতার ধিক্কারের ভয়। বদলে কি পায় তরুণ উঠতি কমেডিয়ান? একবেলার খাবার,

তাও অখাদ্য, কখনও বা পাঁচ, দশ বা পনেরো ডলার। শ্রোতার মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে, কমেডিয়ান কত পাবে।

টবি টেম্পল এইসব নাইটক্লাবে প্রোগ্রাম দেখায়। কথা বলে মানুষকে হাসায়। কেউ হাসে কেউ হাসে না। যারা হাসে না, যারা তাকে পছন্দ করে না তারা টবির কথার মধ্যে শিস দেয়, টবিকে বিদ্রূপ করে, টবির দিকে বীয়ারের বোতল ছোঁড়ে। টবি লড়তে এবং বাঁচতে শেখে। মাতাল ট্যুরিস্ট এবং গুন্ডা : দুয়ের তফাৎ শিখেছে টবি। যারা বিদ্রূপ করতে পারে, তাদের কাছে এক চুমুক মদ খেতে চাইলে বা কপালের ঘাম মোছর জন্য ন্যাপকিন চাইলে তারা আর বিদ্রূপ করবে না : টবি জেনেছে।

লেক কিয়ামেশা, শাওনগা, লজ, অ্যাভন, ওয়াইল্ডউড, নিউজারসী, ব্যানাই ব্রিথ, সন্স অফ ইটালী, মুস হল।

কমেডিয়ান টবি টেম্পলের স্কুল। কমেডিয়ানের পেশা শিখছে টবি টেম্পেল।

জনপ্রিয় গানের প্যারডী, ক্লার্ক গেবল, কারী গ্র্যান্ট, হামফ্রে বোগার্ট ও ক্যাগনীর মত নামজাদা ফিল্মস্টারের কণ্ঠস্বরের নিখুঁত ও অদ্ভুত অনুকরণ, নামজাদা কমেডিয়ানদের বিখ্যাত লেখকরা যে স্ক্রিপ্ট লিখে দেয়, তা হুবহু চুরি করে তোক হাসানো।

টবি সবরকম চেষ্টা করে। উদাসীন শ্রোতার মুখোমুখি হয়ে সে স্বপ্নিল নীল চোখে তাকায়, বলে-এসকিমো কিভাবে প্রস্রাব করে দেখেছো? সে প্যান্টের বোতামে হাত রাখে। অমনি বরফের টুকরো চারপাশে ছিটকে যায়।

সে মাথায় পাগড়ী বেঁধে আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে বলে–আমি, আবদুল, সাপ খেলাই। সে বাঁশী বাজায়। বাক্স থেকে মাথা তোলে...সাপ নয়, সাপের মত..., শরীরটা ডুশ-ব্যাগ, মাথাটা ডুশ-ব্যাগের নকল। শ্রোতাদের কেউ না কেউ হাসে।

বাসে দেশ ঘোরে টবি, সব থেকে সস্তা হোটেলে থাকে। লন্ড্রির পয়সা বাঁচাতে শার্টের কলারে চক ঘসে, নতুন জুতো না কিনে পুরোনো জুতোর সোলে কার্ডবোর্ড ভরে দেয়। বিশ্রী শহর, বিশ্রী খাবার। টবি টেম্পল বেঁচে আছে না মরে গেছে, তাতে কারো কিছু এসে যায় না। তার স্বপ্নের অংশ নেবারও কেউ নেই।

নামজাদা কমেডিয়ানদের দামী গাড়ী, সুন্দরী সঙ্গিনীদের ঈর্ষার চোখে দেখে টবি।

সে ভাবে, একদিন আমারও দিন আসবে।

মাঝে মাঝে, তার শোর মাঝখানে লোকে ঝামেলা করে। শো বন্ধ হয়ে যায়। পাবলিককে খুন করতে ইচ্ছা হয় তার। ঈশ্বর আমার অভিনেতা হওয়ার এই ইচ্ছেটা তুমি কেড়ে নাও, আমাকে হতে দাও জুতোর দোকানের সেলসম্যান, মাংস কাটা কসাই অফিসের কেরানী, আমাকে সাধারণ মানুষের মত বাঁচতে দাও...

অথচ পরের দিনে সন্ধ্যাবেলা আবার তাকে স্টেজে দেখা দেয়।

‘এক যে ছিল আজব মানুষ।’

–সে হেসে বলে-

‘সে হাঁস পুষতত। হাঁসটাকে বড্ড ভালোবাসতো। ওটাকে নিয়েই সিনেমা গেল। ক্যাশিয়ার বললো, হাঁস নিয়ে সিনেমায়, ঢাকা চলবে না। লোকটা এককোণে গিয়ে ছোট্ট হাঁসটাকে প্যান্টের সামনের দিকে ভরে নিল, টিকিটও কাটলো, ভেতরে ঢুকে সীটে বসে অন্ধকারে প্যান্টের বোম খুলে বসলো, যেন হাঁসটা ঠোঁট বার করতে পারে। ওর পাশে বসেছিল এক মহিলা। মহিলার পাশে ছিল তার স্বামী।

খনিকক্ষণ করে মহিলা স্বামীকে বললো

‘র‍্যালফ, আমার পাশের লোকটা প্যান্ট খুলে ওই জিনিসটা বার করে বসে আছে।’

‘ও তোমায় বিরক্ত করেনি তো?’

‘না।’

‘ও, কে, ওদিকে তাকিও না।’

কিন্তু ওর ওই জিনিসটা যে আমার হাতের প্যাকেট থেকে ভুট্টাদানা খাচ্ছে।

সানফ্রান্সিসকোর থ্রি সিক্স ফাইভ, নিউইয়র্কের রুডিজ রেল, টলেডোর কিন ওয়ালো। জেম, অডিওন, এমপায়ার ও স্টার-এর মত ছোট ছোট থিয়েটারে দিনে চার পাঁচটা শো। এইভাবেই কেটে যেত তার জীবন। সে অচেনা, অনাবিষ্কৃতই থেকে যেত। কিন্তু একটা ঘা বদলে দিল।

১৯৪১-এর ডিসেম্বরের শুরুতে এক ঠান্ডা বিকেলে টবি টেম্পল নিউইয়র্কের পাঁচটা শো দেখাচ্ছে। প্রত্যেক শোয়ে আটটা দৃশ্য দেখানো হয়। টবির কাজ বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্রীদের পরিচয় দেওয়া। দ্বিতীয় দৃশ্যে জাপানী অ্যাক্রোব্যাটদের ফ্লাইং ক্যানাজাওয়া নামের একটা দলকে জনতার সামনে টবি পেশ করতেই বিদ্রূপধ্বনি ভেসে এল।

টবি স্টেজের পেছনে ফিরে জানতে চাইলো– কি হয়েছে?

জেসাস, তুমি জানো না? কয়েক ঘন্টা আগে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করেছে।

তাতে কি হল? এই জাপানীরা কি দোষ করলো? ওরা তো ভালোই খেলা দেখাচ্ছে।

পরের শোয়ে টবি স্টেজে দাঁড়িয়ে বললো– লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন, ম্যানিলা থেকে সদ্য আসা ফ্লাইং ফিলিপিনোদের খেলা দেখুন।

কিন্তু জাপানী অ্যাক্রোব্যাটরা স্টেজে দেখা দিতেই দর্শকেরা ঝামেলা শুরু করলো।

পরবর্তী শোগুলোতে ওদের সুখী হাওয়াইয়ান, পাগল মঙ্গোলিয়ান বা এসকিমো ফ্লায়ার বানিয়েও বাঁচাতে পারলো না টবি।

এবং সেই সন্ধ্যায় বাবাকে ফোন করে টবি জানালো, আর্মিতে নাম লেখানোর জন্য চিঠি এসেছে তার নামে।

সুতরাং আর্মিতে যোগ দিল কমেডিয়ান টবি টেম্পল। তখন তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা...

...ছোট জোসেফাইনের মাথায় অসহ্য ব্যথা হয়। মনে হয় কে যেন প্রকাণ্ড হাতে তার মাথা চেপে ধরেছে। মাকে বিরক্ত করার ভয়ে কাঁদে না জোসেফাইন।

তার মা মিসেস জিনস্কি আজকাল ধর্মকর্মে মন দিয়েছে। তার ধারণা, স্বামীর মৃত্যুর । জন্য সে ও তার মেয়ে কোনভাবে দায়ী।

এক বিকেলে রিভাইভ্যালিস্ট মীটিং-এ সে শুনল-ধর্ম প্রচারক পাদ্রী বক্তৃতা দিচ্ছে–

তোমরা পাপে ডুবে আছো। কুৎসিত পতঙ্গকে যেমন আগুনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, ঈশ্বর তেমনিভাবে তোমাদের নরক কূপের ওপর ধরে রেখেছেন। একটা সূক্ষ্ম সূত্র তোমাদের ধরে রেখেছে। ওটা ছিঁড়ে গেলে ঈশ্বরের ক্রোধের আগুন তোমাদের পোড়াবে। তোমরা এখনও অনুতাপ করো। নইলে জ্বলে মরবে।

মিসেস জিনস্কির মনে হল, সে যেন ঈশ্বরের বাণী শুনছে।

জোসেফাইনকে সে বলল–আমরা তোমার বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাই ঈশ্বর তোমায় শাস্তি দিচ্ছেন।

ছোট্ট জোসেফাইন সবকিছু বুঝলো না।

কিন্তু তার মনে হল...সে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু করেছে, সেই জন্যেই সে শাস্তি পাচ্ছে। কোন খারাপ কাজ সে করেছে, জানলে ভালো হত।

তাহলে অন্তত মাকে বলা যেত..অমুক খারাপ কাজটা করেছি বলে আমি দুঃখিত।

.

০৫.

শুরুতে টবি টেম্পলের যুদ্ধ ছিল এক দুঃস্বপ্ন।

আর্মিতে তার কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নেই। লক্ষ লক্ষ সৈনিকের মত সে একটা নম্বর, ইউনিফর্মপরা নামহীন, অপরিচিত অনেকের একজন।

ভার্জিনিয়ায় বেসিক ট্রেনিং ক্যাম্প। তারপর সাসেক্সের ক্যাম্প। আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ড।

কম্যানডিং জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল টবি। তার বদলে দেখা হল ক্যাপ্টেন স্যাম উইনটার্স-এর সঙ্গে। শ্যামল রং, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, বয়স তিরিশের কোটার প্রথম দিকে।

তোমার সমস্যাটা কি?

আমি কমেডিয়ান, লোক হাসাই, প্যারডি, নকল করা–এইসব।

কোথায় অভিনয় করেছো?

বড় কোথাও নয়।

দেখি কি করতে পারি।

ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।

মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগে এই স্যাম উইনটার্স ছিল হলিউডের ফিল্ম প্রোডিউসার। প্যান প্যাসিফিক স্টুডিওতে টবির মত অনেক আশাবাদী যুবককে একটা সুযোগের আসায় আসতে দেখেছে স্যাম। ওদের সুযোগ দেওয়া উচিত, সে বিশ্বাস করে।

সে কর্নেল বীচকে বললো– ছোকরা হয়তো কমেডিয়ান হিসেবে ভালো হবে, সৈন্যদের আমোদ-প্রমোদেরও দরকার। টবির ব্যাপারে স্পেশ্যাল সারভিস যদি সুযোগ দেয়–

–ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন, মেমো পাঠাও।

কর্নেল বীচ পেশাদার সৈনিক, পেশাদার সৈনিকের ছেলে। সিভিলিয়ানদের সে ঘেন্না করে। ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম পরলেই কেউ সৈনিক হয় না। ক্যাপ্টেন উইনটার্সও পেশাদার সৈনিক নয়। মেমোর ওপর কর্নেল লিখলোঅনুরোধ অগ্রাহ্য করা হল।

দর্শক নেই, শ্রোতা নেই। কখনও নিঃসঙ্গ রণক্ষেত্রে দুজন প্রহরারত সৈনিক। কখনও বাসভর্তি সৈনিক। কখনও বা ডিশধোয়ার কাজটা যে করে, সেই। ওদেরই হাসাতে চেষ্টা করে টবি। ওরা হাসে খুশী হয়।

ক্যাপ্টেন উইনটার্স বলে–তোমাকে স্পেশ্যাল সারভিসে ট্রান্সফার করা গেল না বলে আমি দুঃখিত, টেম্পল। আমর মনে হয়, তোমার প্রতিভা আছে, যুদ্ধ শেষ হলে তুমি হলিউডে আমার সঙ্গে দেখা করো। অবশ্য যদি তখনও আমার চাকরীটা থাকে...

যুদ্ধের স্মৃতি। না, যুদ্ধ নয়, মানুষের মুখে হাসি ফোঁটানোর স্মৃতি। সাঁ-লো-তে বিং ক্রসবীর নকল করে লোক হাসানো। আর্শে হাসপাতালে ঢুকে রোগীদের মুখে হাসি ফোঁটানো। একজন সৈনিক এতো জোরে হেসেছিল সে তার হাতের সেলাই ছিঁড়ে গিয়েছিল। মেৎসে কেউ হাসেনি, কেন না নাৎসী প্লেন আকাশে উড়ছিল।

...জার্মান কম্যান্ড পোস্ট দখল করার জন্যে বীরত্বের পুরস্কার পেয়েছিল টবি। আসলে জন্ ওয়ে-এর নকল করতে করতে তার ভয় পাবার মত হুঁশ ছিল না।

...শ্যেরবুর্গে এক বেশ্যাবাড়ীতে বাড়ীউলী ও তার দুই মেয়েকে এমনই হাসালো টবি, ওরা তার কাছে পয়সা নিলো না।

....এই হল টবির যুদ্ধ।

...১৯৪৫-এ যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল, টবির বয়স পঁচিশ বছর। অথচ মুখে শিশুর সারল্য, আকর্ষণীয় দুটো নীল চোখ, যেন বয়স বাড়েনি।

এখন সবারই ঘরে ফেরার দিন।

কারও জন্যে ক্যানসাস শহরে নববধূ অপেক্ষা করছে।

কোন সৈনিকের জন্যে তার মা-বাবা অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে বেয়নের নগরীতে

কারো জন্যে সেন্ট লুইসের ব্যবসাটা অপেক্ষা করছে।

শুধু টবি টেম্পলের জন্যে কেউ প্রতীক্ষায় নেই। শুধু খ্যাতি ছাড়া।

টবি টেম্পল হলিউডে যাবে।

ঈশ্বর, তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় এসেছে।

.

....এবং তখনই—

তুমি কি ঈশ্বরকে চেনো? তুমি কি যীশুর মুখ দেখেছো? ভাই-বোনেরা, আমি তাকে দেখেছি, তার কণ্ঠস্বর শুনেছি। যারা নতজানু হয়ে পাপ স্বীকার করে অনুতাপ জানায়, শুধুমাত্র তাদের সঙ্গেই তিনি কথা বলেন। যারা অনুতপ্ত নয়, ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন। ঈশ্বরের ক্রোধের জ্বলন্ত তীর এই মুহূর্তে তোমার পাপী হৃদয়ের দিকে ছুটে যেতে পারে। তার প্রতিশোধের তীর তোমার হৃদয়কে দীর্ণবিদীর্ণ করতে পারে। এখনও সময় আছে, এখনও অনুতাপ করো...

... জোসেফাইন জিনস্কি তাঁবুর ছাদের দিকে তাকায়। হয়তো দেখবে, ঈশ্বরের ক্রোধ ও প্রতিশোধের জ্বলন্ত তীর তার দিকে ছুটে আসছে। সে ভয়ে মায়ের হাত ধরে। কিন্তু তার মায়ের সেদিকে খেয়াল নেই। ধর্ম-উন্মাদনায় তার মায়ের চোখদুটো জ্বল জ্বল করছে।

যীশুর প্রশংসা করো।

সবাই চেঁচিয়ে ওঠে।

...অডেসা শহরের শহরতলী এলাকায় মস্ত বড় তাবুতে ধর্ম-উন্মাদনা জাগানোর জন্য মিটিং করে পাদ্রীরা। সেখানে ছোট্ট জোসেফাইনকে নিয়ে যায় তার মা। উঁচু কাঠের তৈরী মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাজক বক্তৃতা দেয়। তার সামনে পাপীরা আসে অনুতাপ জানাতে। সারি সারি কাঠের বেঞ্চে বসে থাকে মুক্তিকামী অর্ধ-উন্মাদ মানুষ। নরক ও অভিশাপের ভয়ে তারা আতংকিত। দু বছরের মেয়ের পক্ষে এই পরিবেশ সুস্থ নয়। ফানডামেনট্যালিস্ট; হোলি, রোলার, পেনটেকসট্যালিস্ট, মেথডিস্ট, অ্যাডভেনটিস্ট পাদ্রীরা বক্তৃতা দেয়। সবাই নরক ও অভিশাপের ভয় দেখায়।

পাদ্রী বলে–

পাপীরা, শোনো! হাঁটু গেড়ে বসো! মহান জেহোভার ভয়ে কাঁপো! তোমাদের অশুভ মতিগতিতে ঈশ্বরপুত্র যীশুর হৃদয় ভেঙেছে। তাই যীশুর পিতা ঈশ্বর তোমাদের শাস্তি দেবেন। চারপাশে তাকাও। পাপে যাদের জন্ম, পাপে যাদের হৃদয় ভরা–সেই শিশুদের মুখ দেখো।

...এবং ছোট্ট জোসেফাইন লজ্জা পায়। সবাই যেন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মাথার যন্ত্রণা হলে সে জানে ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। মাথার যন্ত্রণা সেরে গেলে সে জানবে, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেছেন। কি পাপ সে করেছে, তাই শুধু সে জানে না। পাদ্রী বলে

মদ খেও না। মদ হল শয়তানের রক্ত। সিগারেট খেও না। তামাক হল শয়তানের নিঃশ্বাস। যুবতী নারীর সঙ্গে সহবাস করো না। কেন না ওটাও শয়তানের আনন্দ। যারা শয়তানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তারা চির-অভিশপ্ত। তারা নরকের আগুন পুড়বে। শয়তান তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

কাঠের বেঞ্চ শক্ত করে ধরে ভয়ে কাঁপছে, চারপাশে তাকাচ্ছে জোসেফাইন। শয়তান যেন তাকে ধরে নিয়ে না যায়।

এবং শ্রোতারা গান গাইছে–

আমরা যেতে চাই স্বর্গে,
আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার বিরামপুরীতে।

জোসেফাইন ভুল শোনে, বলে–

আমরা যেতে চাই স্বর্গে।
আমার দীঘল-খাটো পোষাক সমেত।

বজ্রগর্জনের মত ধর্মোপদেশের পর অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখানো হয়। যাজক হাত দিয়ে ছুঁলেই হুইলচেয়ারে বসা পঙ্গু মানুষ, লাঠি-নিয়ে-হাঁটা খোঁড়া মানুষ, খাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে হিস্টিরিয়ার ঝোঁকে অদ্ভুত সব কথা বলে।

জোসেফাইনের মুখে আতঙ্কের ছাপ।

মিটিং-এর পর চাদা দেওয়ার পালা। চাঁদা কম হলে চলবে না।

যীশু সব দেখছেন। উনি কঞ্জুসদের ঘেন্না করেন।

তারপর সব শেষ।

কিন্তু জোসেফাইনের মুখে চোখে ভয় ভাঙে না।

১৯৪৬-এ টেক্সাসের অডেসায় গাঢ় বাদামী–কালোলা খনিজ, তেলের স্বাদ।

অডেসার মানুষ দুটো শ্রেণীর। একদল খনিজ তেলের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। অন্য শ্রেণীর জন্য তাদের করুণা। ঈশ্বর চেয়েছিলেন, টেক্সাসে সবার প্রাইভেট প্লেন, ক্যাডিল্যাক মোটর গাড়ী, সুইমিংপুল, একশোটা মানুষকে শ্যাম্পেন খাওয়ানোর ক্ষমতা থাকবে। তাই উনি টেক্সাসের মাটির নীচে রেখেছিলেন খনিজ তেল।

জোসেফাইন জিনস্কি সেই শ্রেণীর মানুষ, তেলের সঙ্গে যাদের ভাগ্য জড়ানো হয়।

তবে সে সুন্দরী, মাথায় চকচকে কালো চুল, চোখের রং গাঢ় বাদামী, সুন্দর ডিমছাদ মুখ। তার মা সেলাই জানে। তেলের খনির মালিকদের বউদের জন্যে সে সুন্দর ইভনিং গাউন সেলাই করে। ওরা জোসেফাইনকে পছন্দ করে। কারণ মেয়েটা ভদ্র, ভালো ব্যবহার করে। তাই গণতন্ত্রের খাতিরে তারা নিজেদের মেয়েদের সঙ্গে জোসেফাইনকে মিশতে দেয়। জোসেফাইন বড় লোকেদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলে, তাদের বাইসাইকেল বা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে। অথচ তার বাড়ী ক্ল্যাপবোর্ডের কুঁড়েঘর, তোবড়ানো আসবাব,

দরজার ছিটকিনি আলগা, জানলাগুলো ঝুলছে। অথচ বড়লোকের মেয়ে সিসি টপিং বা লিনডি ফারগুসনের বাড়ী রাত কাটালে মস্ত বড় এক বেডরুম তাকে একাই ছেড়ে দেওয়া হয়। ঝি ও খানসামা ব্রেকফাস্ট এনে দেয়। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে বড়লোকের বাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখে জোসেফাইন। সুন্দর আসবাব, সুন্দর পেন্টিং, রুপোর বাসনপত্রে মনোগ্রামের ছাপ, ইতিহাসের স্মৃতিজড়ানো পুরোনো জিনিসপত্র। ও দেখে হাত বোলায়, স্বপ্ন দেখে : ও-ও এমনি সুন্দর বাড়ীতে সুন্দর সব জিনিসের মাঝখানে একদিন রানীর মত থাকবে।

জোসেফাইন দুই পৃথিবীর মানুষ। একটা বড়লোকের, একটা গরীবের। এই দুই পৃথিবীতেই সে কিন্তু নিঃসঙ্গ একা। তার মাথার যন্ত্রণা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তার ভয়ের কথা সে মাকে বলে না। কেননা তার মা এক-ধর্মীয় উন্মাদনায় পাগল, ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তির কথা ভাবে, হয়তো বা শাস্তি পেতে চায়। ওসব কথা তেলের খনির মালিকদের মেয়েদের কাছেও বলা চলবে না। কেন না তারা তো চায়, জোসেফাইন তাদের মত সবসময় হাসিখুশী থাকে। নিজের ভয় নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে জোসেফাইন।

জোসেফাইনের যখন সাত বছর বয়স, ব্র্যবকার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর অডেসার সবচেয়ে সুন্দরী ছোট্ট মেয়ে নির্বাচনের জন্যে ফটোগ্রাফের প্রতিযোগিতার আয়োজন করলো। ফটো তুলতে হবে ওদের দোকানে, বিজয়িনীর নাম-লেখা সোনার কাপ পুরস্কার দেওয়া হবে। দোকানের জানলায় রাখা সোনার কাপটা বারবার দেখেও আশ মেটে না জোসেফাইনের। জীবনে কোন কিছু সে অমন করে চায়নি। তার মা প্রতিযোগিতায় তাকে যোগ দিতে দেবে না। রূপের গর্ব মানেই, শয়তানের আয়না-মা বলে। কিন্তু তেলের বনির এক মালিকের বউ জোসেফাইনকে ভালোবাসে। সে ওর ফটো তোলার টাকা দিল। সেই মুহূর্ত

থেকে জোসেফাইন জানলো, সোনার কাপটা তার। সে স্বপ্ন দেখে, সোনার কাপটা তার ঘরে ড্রেসারের ওপর বসানো রয়েছে। যেদিন প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠলো জোসেফাইন, সেদিন সে পেট খারাপ করে বিছানায় শুয়ে রইলো। এতো সুখ তার সইছিল না। এই প্রথম সে সুন্দর কিছু পাবে।

পরের দিন জোসেফাইন শুনলো, প্রতিযোগিতায় জিতেছে তেলের খনির এক মালিকের মেয়ে টিনা হাডসন। টিনা জোসেফাইনের মত সুন্দরী নয়। কিন্তু টিনার বাবা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের সদস্য।

খবরটা শোনা অবধি জোসেফাইনের মাথার প্রচণ্ড যন্ত্রণা। সোনার কাপটা তার কতো ভাল লেগেছিল, সে ঈশ্বরকে জানতে দিতে চায় না। কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয়ই জানে। কেননা মাথার যন্ত্রণা থামছে না। রাতে মাকে লুকিয়ে বালিসে মুখ গুঁজে কাঁদে জোসেফাইন।

কদিন পরে সপ্তাহ শেষের ছুটিতে টিনার বাড়ীতে নেমতন্ন করা হল জোসেফাইনকে। টিনার ঘরে সোনার কাপ। জোসেফাইন এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

যখন সে নিজের বাড়ী ফিরলো, সোনার কাপটা তার সুটকেসে লুকানো। পরে টিনার মা এসে ওটা নিয়ে গেল।

কাপ চুরি করার জন্যে মেয়েকে চাবকালো মা। মেয়ে কি মায়ের ওপর রাগ করলো না।

কয়েকটা মুহূর্ত সে সোনার সুন্দর কাপটা ছুঁয়েছে। সেই সুখ সব দুঃখের চেয়ে বড়।

সিনেমা জগতের রাজধানী

০৬.

হলিউড, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৪৬। পৃথিবীর সিনেমা জগতের রাজধানী। এখানে আসে প্রতিভাবান ও লোভী, সুন্দর ও আশাবাদী এবং মনের দিক থেকে অস্বাভাবিক বহু মানুষ। এখানে পাম গাছ হাওয়ায় দোলে, রিটা হেওয়ার্থের নগ্ন যৌবন কাছে ডাকে। এখানে তুমি রাতারাতি তারকা হতে পারো। লোক-ঠকানোর খেলাঘর, বেশ্যালয়, কমলার বাগান, মন্দির। এখানে নানা রঙের খেলা। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের পছন্দমত রং দেখে।

হলিউডে আসার জন্যেই পৃথিবীতে এসেছে টবি টেম্পল। আর্মির ব্যাগ কাঁধে, পকেটে তিনশো ডলার। থাকে কাহুয়েংগা বুলভার্দ-এর সস্তা বোর্ডিং হাউসে। পয়সা ফুরানোর আগেই কাজ চাই, হলিউডে ভালো পোষাক ছাড়া চলে না। পোষাক কিনে বাকী রইল, কুড়ি ডলার। হলিউডে ব্রাউন ডারবী নামের রেস্তোরাঁয় চিত্রতারকারা ডিনার খায়। দেয়ালে বিখ্যাত সব নায়ক-নায়িকার কার্টুন। এখানে ঢুকে টবি চিত্রজগতের আবহাওয়াটা অনুভব করতে পারে। বছর কুড়ি বয়সের সুন্দরী হোসটেসের মাথায় লাল চুল। সে এগিয়ে এসে বলে–আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

আত্মসংবরণ করতে পারলো না টবি। সে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে সুন্দরী যুবতীর তরমুজ-স্তন মুঠোয় চেপে ধরে। মেয়েটির মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। সে চীৎকার করতে যাচ্ছিল। কিন্তু টবি বললো

কিছু মনে করবেন না, মিস, আমি অন্ধ...।

–ওহ! আমি দুঃখিত।

ভুল ভেবেছিল বুঝে যুবতী লজ্জিত। সে টবির হাত ধরে টেবিলে নিয়ে যায়, বসতে। সাহায্য করে, অর্ডার নেয়। একটু পরে ফিরে এসে সে দেখে, টবি দেয়ালের ছবিগুলো দেখছে। যুবতীর দিকে তাকিয়ে টবি বলে–

অলৌকিক ব্যাপার! আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি?

এমন নিষ্পাপ মুখ, এমনই মজা ওর কথা বলার ভঙ্গীতে, যুবতী হাসি চাপতে পারলো না। ডিনারের সময় সে হাসলো। রাতেও হাসলো, যখন যুবতীর শরীরে শরীর মেলাতে মেলাতে কমেডিয়ান টবি মজার মজার কথা বলছিল।

...হলিউডে অনেক বিচিত্র ধরনের কাজ করছে টবি। কেননা এই ফিল্মী দুনিয়ার হাওয়াটা সে বুঝে নিতে চায়। সিরো-য় সে পার্কিং বয়ের কাজ করে। সে গাড়ীর দরজা খোলে, বিখ্যাত চিত্রতারকারা তার হাসিমুখের দিকে ক্রুক্ষেপ না করে যে যার নিজের কাজে চলে যায়। দামী, আঁটসাঁট পোষাক পরা, তাদের সুন্দরী বান্ধবীদের দেখে টবি ভাবে? তোমরা যদি জানতে আমি ভবিষ্যতে কতো বড় স্টার হব... ।

বাধ্য হয়ে টবি একের পর এক এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। কিন্তু সে জানে এতে কোনো লাভ নেই। এজেন্টরা স্টারের কাছে যায়। স্টার কি কখনও এজেন্টের পায়ে

ধরে? যদি তুমি স্টার না হও, এজেন্টের কাছে গিয়ে কী হবে? সব থেকে নামকরা হলিউড এজেন্টের নাম হল ক্লিফটন লরেন্স। টবি ভাবল, ক্লিফটন লরেন্স আমার এজেন্ট হলে কেমন হয়।

ফিল্মি দুনিয়াতে দুটি বইকে সবাই বাইবেল বলে গণ্য করে। একটির নাম ডেলি ভ্যারাইটি, অন্যটি হলিউড রিপোর্টার। টবি দুটো পত্রিকা নিয়মিত পড়ছে। টেয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স ফর এভার অ্যামবার-এর চিত্রসত্ত্ব কিনে নিয়েছেন। অটো প্রেমিংগার এই বইটার পরিচালনা করবেন। হুইসল স্টপ বইতে অভিনয় করছেন আভা গার্ডনার, জর্জ র‍্যাফট এবং জরজা কার্টরাইটের মতো বিখ্যাত স্টারেরা। লাইফ উইথ ফাদার-এর চিত্রসত্ত্ব কিনেছেন ওয়ার্নার ব্রাদার্স এবং...

থমকে থামতে বাধ্য হয় টবি। তার হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত হয়েছে। সে পড়ল–প্রযোজক স্যাম উইনটার্স প্যান প্যাসিফিক স্টুডিওর ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

যুদ্ধ ফেরত স্যাম উইনটার্স প্যান প্যাসিফিক স্টুডিওর চাকরিতে ফিরে আসেন। ছমাস পরে স্টুডিওর প্রধান অধিকর্তা ছাঁটাই হয়ে যান। প্রোডাকশন-ইন-চার্জ হিসেবে সাময়িকভাবে স্যাম উইনটার্সকে কাজ করতে বলা হয়। তিনি এত ভালো কাজ দেখালেন যে, নতুন লোক খোঁজা বন্ধ করে দেওয়া হল। তাকেই ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রোডাকশন ইন-চার্জ করা হল। এই কাজটা করতে হলে মনের ওপর চাপ পড়ে। এতে আলসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবু স্যাম উইনটার্স এই কাজটাকেই সব থেকে বেশী ভালোবাসেন।

হলিউড এক তিন রিংওলা সার্কাসের মতো। কিছু চরিত্র উন্মাদ হয়ে নেচে চলেছে। যে কোনো সময় বিস্ফোরণ হতে পারে। অধিকাংশ অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালক এবং প্রযোজক অসম্ভব আত্মকেন্দ্রিক। তারা অহঙ্কারী, অকৃতজ্ঞ, শয়তান এবং অন্যের ক্ষতি করতে ভালোবাসেন। কিন্তু স্যাম, এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁর কাছে একটাই বিষয়, লোকটার প্রতিভা আছে কিনা। তিনি জানেন, প্রতিভা হল সেই জাদুকরের অদৃশ্য চাবি, যা দিয়ে যে কোনো সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

স্যামের সেক্রেটারী লুসিল এলকনস কাজের মেয়ে। বস বদলালেও সেক্রেটারী কখনও বদলে যাবে না।

–ক্লিফটন লরেন্স দেখা করতে চাইছেন।

–ওকে পাঠিয়ে দাও।

স্যাম লরেন্সকে পছন্দ করেন। লোকটার স্টাইল আছে। ফ্রেড অ্যালেন বলেছিলেন হলিউডে যতটা আন্তরিকতা আছে, তা একটা পোকার নাভিতে লুকোনো যায়। তারপরেও সেখানে একজন এজেন্টের লুকোনোর মতো জায়গা থাকে। অবশ্য তার পুরো শরীরটা নয়, তার হৃদয়।

ক্লিফটন লরেন্সের ক্ষেত্রে অবশ্য একথাটা বলা যায় না। হলিউডে তার নাম এখন গাথায় পরিণত হয়েছে। চিত্রজগতের অধিকাংশ খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে সে এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। চলচ্চিত্র জগতের এইসব নামকরা স্টারদের কাজের প্রয়োজনে তাকে প্রায়ই লন্ডন, রোম, সুইজারল্যান্ড আর নিউইয়র্ক যেতে হয়। প্রতি

সপ্তাহে সে হলিউডের তিনটে স্টুডিওর প্রোডাকশন-ইন-চার্জদের সঙ্গে তাস খেলে। বছরে দুবার সে প্রমোদ তরণী ভাড়া করে। আধডজন সুন্দরী মডেল জোগাড় করে সেরা স্টুডিওগুলোর বড়ো কর্তাদের পাঠায় মাছ ধরতে। সাতদিন ধরে চলে সেই মাছ ধরাধরির খেলা। মালিবুর সমুদ্র সৈকতে তার একটা চমৎকার সুন্দর বাংলো আছে। বন্ধুরা চাইলে সে বাংলো ব্যবহার করতে পারে। দেয়া-নেয়ার ভিত্তিতে এভাবেই ক্লিফটন হলিউডের সঙ্গে একটা ইস্পাতকঠিন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এতে দুপক্ষেরই লাভ।

চমৎকার স্যুট তার পরনে। ভেতরে এসে নিখুঁত ম্যানিকিওর করা হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে সে বলল–ডিয়ার বয়, কেমন চলছে সব?

দিনগুলো জাহাজ হলে আজকের দিনটা ডুবন্ত টাইটানিক জাহাজ। কালরাতে প্রিভিউ কেমন লাগল?

-প্রথম কুড়ি মিনিটের দৃশ্যগুলো কাটছাঁট হল। সমাপ্তির অংশটা বদলে দাও। ফিল্মটার অনেক কিছু হিট আছে। কিন্তু...

–বুলস-আই, আমরা ঠিক তাই করেছি। আমার জন্য কোনো নতুন ক্লায়েন্ট আসে কি?

–দুঃখিত। সবাই এখন ব্যস্ত। শুক্রবার ডিনারে দেখা হবে। এখন চলি কেমন?

ক্লিফটন চলে গেল।

ইন্টারকম টেলিফোনে লুসিল জানাল ড্যালাস বার্ক দেখা করতে চাইছেন। মেল ফসও বসে আছেন। মেল বলছেন ব্যাপারটা খুবই জরুরী।

মেল ফস প্যান প্যাসিফিক স্টুডিওর টেলিভিশন বিভাগের ইন-চার্জ।

স্যাম ডেস্ক ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল–মেলকে কাল সকাল আটটায় পোলো গ্রাউন্ডে ব্রেকফাস্টের সময় দেখা করতে বলল।

লুসিলের টেলিফোন বাজল। –হ্যালো মিস্টার উইনটার্সের অফিস থেকে বলছি।

আমার নাম টবি টেম্পল। আমি আর্মিতে ওনার সঙ্গে ছিলাম, হলিউডে এলে উনি আমাকে ওনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

মিস্টার উইনটার্স মিটিং করছেন। আপনাকে পরে ফোন করব।

নিজের টেলিফোন নম্বর বলল টবি। কাগজটা ওয়েস্ট পেপার বাক্সেতে ফেলে দিল লুসিল। আর্মিতে পুরোনো বন্ধু হলে দেখা করার এই কৌশলটা সেও জেনে গেছে। মানুষ যে কত রকম ছুতো খোঁজে।

হলিউডের চলচ্চিত্র জগতের এক খ্যাতিমান পরিচালক ড্যালাস বার্ক। যে সমস্ত কলেজে সিনেমা নির্মাণ সেখানে হয়, সেখানে ড্যালাস বার্কের তৈরি ফিল্ম দেখানো হয়। তার অন্তত ছটা ফিল্মকে চলচ্চিত্র সমালোচকরা চিরন্তন ক্লাসিকের মর্যাদা দিয়েছেন। প্রত্যেকটা ফিল্মে নতুনত্বের ছাপ ছিল, ছিল প্রতিভার অসাধারণ বিচ্ছুরণ। সে ড্যালাস

বার্কের বয়স এখন সত্তরের কোঠায়। একদা চেহারা ছিল বিশাল। এখন শুকিয়ে গেছে। পোশাকগুলো পাল্টানো হয়নি বলে সেগুলোকে ঢিলেঢালা বলে মনে হয়।

–ড্যালাস, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল বলে আনন্দিত।

-তোমাকে দেখে খুশী হলাম ছোকরা, আমার এজেন্টকে তুমি চেনো?

–নিশ্চয়ই। কেমন আছো পিটার?

সবাই বসল।

স্যাম বলল–ড্যালাস তোমার কাহিনীটা বলো।

খুব সুন্দর গল্প।

–বলল ড্যালাস, আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

–শোনো পৃথিবীতে সবাই কী পেতে সব থেকে বেশী আগ্রহী বলল তো? না-না, টাকা পয়সা, গাড়ি-বাড়ি, ধন-দৌলত, ঐশর্য-সম্পত্তি কিছুই নয়। ভালোবাসা এবং কোন ভালোবাসা সব থেকে পবিত্র? না-না আমি জানি তোমরা এখানেও ভুল উত্তর দেবে। নারী এবং পুরুষের তীব্র শারীরিক আকর্ষণ নয়, সন্তানের জন্য মায়ের ভালোবাসা। কাহিনীর শুরুতে একটি উনিশ বছরের মেয়ে ধনী পরিবারের সেক্রেটারীর কাজ করছে। হাই সোসাইটির পরিবেশ দেখানোর সুযোগ পাওয়া যাবে। শেষ অব্দি এমন এক অভিজাত বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে তার বিয়ে হল যার শরীরে নীল রক্তের ধারা বইছে।

মনোযোগ দিয়ে স্যাম শুনছে না। সে জানে, এই গল্পটা কারোর নকল কিন্তু কোন্ সিনেমার? ব্যাক স্ট্রিট অফ লাইফ? যাই হোক, গল্পটা স্যাম কিনবে। গত কুড়ি বছর কেউ তার সামনে এত বড়ো সুযোগ এনে দেয়নি। অনেক দিন ধরে তার ইচ্ছে, ড্যালাস বার্ককে কোনো ফিল্ম পরিচালনার সুযোগ দেবে। অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। ড্যালাস বার্কের শেষ তিনটে ছবি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। পুরোনো ধরনের ফিল্ম, অনেক পয়সা খরচ হয়েছিল। সকলে বলে থাকে, চিত্রনির্মাতা হিসেবে ড্যালাস বার্কের দিন শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু মানুষটা বেঁচে আছে। ওর পয়সা চাই, ওকে মোশন পিকচার রিলিফ হোমে ঠাঁই দেবার প্রস্তাবে চটে গিয়েছিল। বলেছিল তোমাদের করুণা চাই না, কার সঙ্গে কথা বলছো জানো? যে এক সময় ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস, জ্যাক ব্যারিমোর, মিলটন সিলস আর বিল ফারনাসের মতো তারকাদের পরিচালনা করেছে। আমার কাছে তোমরা অনেক ছোটো।

একথা সত্যি। তার প্রতিভা আজ উপকথায় পরিণত, কিন্তু বাঁচতে গেলে দুবেলা দুমুঠো খাবার দরকার। প্রতিভা ভেঙে তো আর বাঁচা যায় না।

যেদিন থেকে ফিল্ম প্রোডিউসার হয়েছে স্যাম, এই ড্যালাস বার্কের এজেন্টকে সে খবর দিয়েছে। ফিল্মের গল্পের সম্পর্কে ড্যালাস বার্ক আগ্রহ প্রকাশ করলে স্যাম কিনবে। আধুনিক-ফিল্মে ব্যবহারের অযোগ্য আইডিয়া কোনো কাজে আসবে না। তবু প্রত্যেক

বছর গল্প কিনবে এবং পয়সা দেবে স্যাম। এমন পয়সা যাতে ড্যালাস বার্কের সারা বছর চলে যায়। স্যাম যখন আর্মিতে ছিল তখনও ওর নির্দেশে এই নিয়ম চলেছে।

ড্যালাস বলছে মাকে চেনে না মেয়ে। মেয়ে বড়ো হচ্ছে। মা গোপনে মেয়ের খোঁজ নেয়। মেয়ের বড়োলোকের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। মা লুকিয়ে চার্চের পেছনে বসে বিয়েটা দেখছে। মুখের ওপর ওড়না চাপা দিয়েছে, যাতে কেউ তাকে দেখে না ফেলে। কী বলো, এই দৃশ্য দেখে সবার চোখে উপছে পড়ে জল আসবে, তাই নয় কি?

–স্টেলা ড্যালাসের গল্প, এজেন্টের দিকে আড়চোখে তাকাল স্যাম। সে লজ্জা পেয়ে জুতোর দিকে তাকিয়ে আছে।

দারুণ গল্প।

স্যাম বলল–খুব ভালো ফিল্ম হবে। স্টুডিও এ ধরনের ফিল্ম চায়। পিটার, টাকা পয়সার ব্যাপারে বিজনেস সেকশনের সঙ্গে কথা বলল।

এজেন্ট ঘাড় নাড়ল।

ড্যালাস বার্ক বলল–ওদের বলো, বেশ টাকা চাই। না হলে গল্পটা আমি ওয়ার্নার ব্রাদার্সের কাছে বেচব। বন্ধু বলে তোমার কাছে আগে এসেছি।

স্যাম বলল আমি জানি।

ওরা অফিস ছেড়ে চলে গেল। স্যাম ভাবল, কোম্পানির পয়সা এ ভাবে দাতব্য করার অধিকার তার নেই। আবেগের খাতিরে সে একাজ করতেই পারবে না। তবে ড্যালাস বার্কের মতো মানুষের কাছে কিছু ঋণ আছে। তার একার নয়, গোটা হলিউড ফিল্ম ইনড্রাস্ট্রির। এইসব মানুষ না থাকলে হলিউড কখনও আজকের হলিউড হতে পারত না।

.

০৭.

ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ আর ককটেলের আসরে বড়ো বড়ো প্ল্যান নিয়ে আলোচনা হয়। এটাই হলিউডের চিরন্তন রেওয়াজ। বেভারলি হিলস হোটেলের পোলো লাউঞ্জে মেলা ফস অপেক্ষা করছিল। আটমাস আগে প্যান প্যাসিফিক স্টুডিওতে টি. ভি শাখার বড়কর্তা হয়েছে সে। তবে এখন এই টি. ভি প্রমোদের জগতে এক পা-এক পা করে হাঁটতে থাকা এক দুধের শিশু। কিন্তু শিশুটা দ্রুত বাড়ছে।

–মেল, কোনো ভালো খবর আছে?

–ভালো খবর নয়, ঝঞ্ঝাট।

–দ্য রেডার্স নিয়ে ভালো ঝামেলা চলছে। টি. ভি. নেটওয়ার্ক ওটা ক্যানসেল করবে কেন?

-শোটা চলছে কিনা সেটা বড় কথা নয়।

–ঝঞ্ঝাটটা কোথায়?

জ্যাক নোলানকে নিয়ে। এ সপ্তাহের পিক ম্যাগাজিন পড়েছো?

–না, ওসব কেচ্ছা কাহিনী ভরা ম্যাগাজিন আমি পড়ি না।

–সন অফ এ বীচ-জ্যাক নোলান লেসের মেয়েলী পোশাক পরে পার্টিতে গেছে ফটো তুলতে। নেটওয়ার্ক ওকে চায় না।

–সমকামী? স্যাম জানতে চাইল।

নিউ ইয়র্কে আগামী মাসের বোর্ড মিটিং-এ খুব ভালো রিপোর্ট দেওয়া যাবে টেলিভিশন শাখা সম্পর্কে, স্যাম আশা করেছিল। তোর মনটা হতাশ হয়ে গেল। তার মানে দ্য রেডার্স চলবে না।

***

অফিসে ফিরে ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানির প্রধান উইলিয়াম হান্টকে ফোন করল স্যাম। হান্ট পেশায় ছিল এক আইনজীবী। এখন টি. ভি. নেটওয়ার্কের বড়োকর্তা হয়ে বসেছে। টি. ভি.-র ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি বলে স্যাম ওর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পায়নি।

–মর্নিং বিল।

–স্যাম, অনেক দিন পরে।

–এই ব্যবসার এটাই খারাপ। দেখা সাক্ষাৎ করার সময় থাকে না।

–সত্যি ।

–পিক পত্রিকার লেখাটা পড়েছো?

–হ্যাঁ, তুমি তা জানোও। আমি শো-টা ক্যানসেল করেছি।

–না, জ্যাক নোলানকে ফাঁসানো হয়েছে।

–তুমি গল্প লেখক হবার চেষ্টা করছো?

না, গার্লফ্রেন্ডের জন্মদিনে স্রেফ ইয়ার্কি মারতে ওই মেয়েলী পোশাক পরেছিল জ্যাক।

–আমি কিন্তু

–তুমি কি জানো, আগামী বছরে আমাদের স্টুডিওর লোরোডো নামের এক ওয়েস্টার্ন ফিল্মের নায়ক হবে এই জ্যাক নোলান।

–সত্যি বলছো?

–হ্যাঁ, আমি অকারণে মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন? তিরিশ লাখ ডলার খরচ করে ফিল্ম তোলা হবে। জ্যাক নোলান সমকামী উদ্ভট চরিত্রের নোক, এই খবরটা সবাই জানলে তার ফিল্ম কোনো প্রদর্শক কিনবে কি? ফিল্মটা ফ্লপ হবে। এই ঝুঁকি আমি নিতে পারব না।

–কিন্তু

দ্যাখো বিল, পিক-এর মতো কেচ্ছা ম্যাগাজিন কী বলল না বলল, তার জন্য তুমি একজন প্রতিভাবান অভিনেতার ভবিষ্যত নষ্ট করবে? শো-টা তোমার ভালো লাগে কিনা, বুকে হাত দিয়ে বলো তো।

-খুব ভালো লাগে। খুব ভালো শো। কিন্তু স্পনসর ছাড়া...

–এটা তোমার নেটওয়ার্ক। আমি তোমাকে হিট শো উপহার দেব। সাফল্য নিয়ে খেলা করো না।

–বেশ।

–মেল ফস দ্য রেডার্স সম্বন্ধে পরের বছরের প্ল্যান, তোমাকে বলেছে?

–না।

–ও তোমায় অবাক করতে চেয়েছিল। পরের বছর দ্য রেডার্স টিভির সেরা শো হবে। অতিথি তারকারা যোগ দেবে। নামজাদা ওয়েস্টার্ন লেখকের হাত থেকে বেরিয়ে আসবে চোখাচোখা সংলাপ। আউটডোরে হবে লোকেশন শুযটিং।

একটু আমতা আমতা করে বিল হান্ট বলল–মেল ফসকে ফোন করতে বলো। আমরা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

-ও ফোন করবে।

–স্যাম, আমার অবস্থাটা বোঝো। আমি কারো ক্ষতি করতে চাইনি।

আমি জানি। তাই সত্যি কথাটা তোমাকে বললাম।

–ধন্যবাদ।

–আগামী সপ্তাহে একসঙ্গে লাড্ডু খাওয়া যাবে।

–বেশ সোমবার তোমায় ফোন করব।

ক্লান্ত স্যাম ফোন রেখে দিল। জ্যাক নোলান পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। অনেক আগেই ওকে পাগলা গারদে ভর্তি করা উচিত ছিল। কিন্তু, এইসব পাগলগুলোর ওপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ। স্টুডিও চালানো আর ঝড়ের মধ্যে নায়গ্রা জলপ্রপাতের উঁচুতে তারের মধ্যে দিয়ে হাঁটা দুটোর মধ্যে কোনো তফাত নেই। পাগল ছাড়া এই কাজ কেউ সাধ করে করে?

ফোনে মেল ফসের সঙ্গে কথা বলল স্যাম

দ্য রেডার্স টিভি ও রেডিওতে চালু রইল।

–সে কী?

হ্যাঁ, তুমি নিজে জ্যাক নোলানের সঙ্গে কথা বলো। বলো, এরপর যদি ও আর পাগলামি করে, তাহলে ওকে আমি শহর থেকে তাড়িয়ে দেব।

ফোন রেখে স্যাম ভাবল, ফসকে প্রোগ্রামের পরিবর্তনের কথাটা বলা হয়নি। লোয়োডো নামের ওয়েস্টার্ন ফিল্মের চিত্রনাট্য লেখক জোগাড় করতে হবে।

ঠিক তখন দরজা খুলে ভেতরে এল লুসিল। তার মুখ ফ্যাকাশে। বোঝা গেল কোথাও একটা দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে। সে বলল স্টেঞ্জ ট্রেনে আগুন ধরেছে। এক্ষুনি ওখানে যেতে হবে।

.

০৮.

ছবার চেষ্টা করেও স্যাম উইনটার্সের সঙ্গে টবি যোগাযোগ করতে পারল না। নাইট, ক্লাব আর স্টুডিওতে ঘুরে ঘুরে কোনো লাভ হচ্ছে না। টবি এখন রিয়েল এস্টেট আর

ইনসিওরেন্স এজেন্টের কাজ করছে। বারে অখ্যাত নাইট ক্লাবে শো দেখাচ্ছে। স্টুডিওর দরজা বোধহয় তার মুখের ওপর চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

এক সহৃদয় বন্ধু বলল ভুল করছে, এভাবে হয় না। ওরা তোমার কাছে আসবে। ব্যাপারটা অনেক সম্মানজনক হবে।

–তা কি আর হবে?

–অ্যাক্টারস ওয়েস্ট-এ যোগ দাও না।

–অ্যাকটিং স্কুল?

–তার থেকে বেশী, এরা নাটক প্রযোজনা করলে সব স্টুডিওর লোক দেখতে আসে।

***

অ্যাক্টারস ওয়েস্টকে দেখলেই মনে হয় এটা পেশাদারদের জন্য একটা আদর্শ জায়গা। দেওয়ালে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের ফটো ঝুলছে। তাদের অনেকেই আজ সফল চলচ্চিত্র তারকা।

সোনালী চুলের সুন্দরী রিসেপসনিস্ট এক গাল হেসে বলল আমি কোনো সাহায্য করতে পারি?

আমি টবি টেম্পল। ছাত্র হতে চাই।

অভিনয়ের অভিজ্ঞতা আছে?

–না, মানে–

–আমি দুঃখিত। মিসেস ট্যানার বলে দিয়েছেন, অভিজ্ঞতা না থাকলে কাউকে না। নিতে।

-ঠাট্টা করছেন?

না, এটাই নিয়ম।

–সে কথা বলছি না। আপনি সত্যি আমায় চিনতে পারছেন না?

না তো।

–হ্যায় জেসাস। লেল্যান্ড হাওয়ার্ড ঠিকই বলেছে। ইংল্যান্ডের মঞ্চ অভিনেতাদের হলিউড চেনে না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি আমায় চেনেন।

–আপনি পেশাদার অভিনেতা?

–হ্যাঁ।

–কোথায় অভিনয় করেছেন? কোন ভূমিকায়?

–এখানে নয়, ইংল্যান্ডে রেপারটরিতে।

–ঠিক আছে। মিসেস ট্যানারের সঙ্গে কথা বলছি।

রিসেপসনিস্ট ভেতরে চলে গেল। একটু পরে এসে বলল মিসেস ট্যানার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। গুড লাক।

ওকে চোখ মেরে টবি টেম্পল মিসেস ট্যানারের অফিসে ঢুকল। মিসেস ট্যানারের মাথায় কালো চুল। সুন্দর মুখে আভিজাত্যের ছাপ। মিসেস ট্যানার উঠে দাঁড়ালেন।

–তুমি আমাদের ছাত্র হতে চাও?

–হ্যাঁ।

–কেন জানতে পারি কি?

–যেখানে যাই, এই স্কুল আর আপনাদের প্রযোজিত নাটকের আলোচনা হয়। আপনাদের এত সুনাম, তাই।

-আমি তা জানি। তাই আমি আজেবাজে লোকদের কখনও ঠাই দিই না।

–অনেকে নিশ্চয়ই চেষ্টা করে।

–অনেকে করে। তোমার নাম টবি টেম্পল?

নামটা হয়তো আপনি শোনেন নি। গত কয়েক বছর ধরে আমি ইংল্যান্ডে

রেপারটারিতে অভিনয় করেছে। তাই তো? ব্রিটিশ অভিনেতাদের ইউনিয়ন ওখানে আমেরিকানদের অভিনয় করতে দেয় না। আমরাও এখানে তাদের ঠাই দিই না। আমি দুঃখিত। পেশাদার অভিনেতা ছাড়া কাউকে নেব না।

অ্যালিস ট্যানারের বাঁ পা-টা ধাতুর ভারী ব্রেসে মোড়া। টবি ভাবল, হয়তো পোলিও।

থামুন।

টবির স্বর চাবুকের মতো।

মহিলা চমকে থামলেন। টবির সামনে সাফল্যের সিঁড়ি। যা কিছু সে চেয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত করায়ত্ত করেছে। আজও সে সার্থক হবে।

লেডি, প্রতিভাকে কোনো নিয়ম দিয়ে বিচার করা যায় না। ও. কে, আমি কেন অভিনয় করি না? কেননা আপনার মতো লোকেরা আমাকে সুযোগ দেয়নি।

বিখ্যাত অভিনেতা ডবলিউ. সি. ফিলটনের কণ্ঠস্বরে টবি কথা বলছে।

–অ্যালিস ওকে থামাতে চায়। টবি থামে না। সে একের পর এক অভিনেতার গলা নকল করছে।

জিমি ক্যাগনি বলছে, বেচারাকে একটা সুযোগ দাও।

হলিউডের জনপ্রিয় তারকা জেমস স্টুয়ার্ট বলছে, আমি এক মত।

হলিউডের আর এক প্রসিদ্ধ নায়ক ক্লার্ক গেবল বলছে, এর সঙ্গে অভিনয় করতে পারলে কত ভালো হত।

চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক ক্যারি গ্রান্ট বলছে ছেলেটা সত্যি দারুণ অভিনেতা।

টবি টেম্পলের মুখ থেকে শব্দের স্রোত ছুটে আসছে। অসাধারণ রসিকতা। নৈরাশ্যের সীমানা সে ছুঁয়েছে। নিজের অপরিচিতির অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে এখন যা কিছু একটা আঁকড়ে তাকে ভেসে উঠতেই হবে। একটা ডিঙি নৌকা তার চাই। শব্দের নৌকা, শুধু মাত্র শব্দ, শব্দ দিয়ে সে তার স্বপ্নের সিঁড়ি সাজাতে পারে। না হলে আবার তাকে অপরিচিতির অন্ধকারে ডুবতে হবে। ঘামে ভিজে গেছে তার সমস্ত শরীর। সে সারা ঘর ছুটে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকটি চিত্রতারকার শরীরের অভিব্যক্তি নিখুঁতভাবে তুলে ধরছে। গতির ভঙ্গিগুলো অনুসরণ করছে। সে উন্মাদ, সে ভুলে গেছে কেন এখানে এসেছে।

অ্যালিস ট্যানার হঠাৎ বলে থামো-থামো।

হাসতে হাসতে ট্যানারের চোখে জল এসে গেছে।

–তুমি উন্মাদ, তুমি কি তা জানো?

–ভালো লাগল?

না, বিশেষ ভালো লাগেনি।

তবে হাসছেন কেন?

–তোমাকে দেখে, এইসব চিত্র তারকার ভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে কী লাভ? তুমি এক প্রতিভাবান তরুণ। অন্যদের অনুকরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই তোমার। তুমি কমেডিয়ান। তুমি এমনিতেই মানুষের মুখে হাসি ফোঁটাবে। যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো, তা হলে একদিন মস্ত বড়ো অভিনেতা হবে। সেদিন হয়তো আমাকে আর মনে থাকবে না। পরিশ্রম করতে রাজী তো?

টবি মৃদু হেসে বলল– শার্টের হাতা গুটিয়ে কাজ করা যাক।

.

০৯.

অ্যাক্টারস ওয়েস্টের দুটো বিভাগ।

শো-কেস গ্রুপে অভিজ্ঞ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা থাকে। তারা নাটক করলে স্টুডিওর স্কাউটরা প্রতিভার সন্ধানে নাটক দেখতে আসে।

যারা নতুন তারা ঠাঁই পায় ওয়ার্কশপ গ্রুপে। টবি অনভিজ্ঞদের এই ওয়ার্কশপে ঠাই পেয়েছে। ছমাস বা এক বছর পর সেও শো-কেস গ্রুপে চলে যাবে।

ক্লাসগুলোতে তার আগ্রহ আছে কিন্তু শ্রোতা নেই। শ্রোতার প্রশংসা নেই।

অ্যালিস ট্যানার এক অভিজাত এবং সুন্দরী মহিলা। পলিওর দরুন পঙ্গু, কিন্তু টবির কাছে এই মহিলার একটা আলাদা যৌন আকর্ষণ আছে। মহিলা এখনও তাকে শো-কেস গ্রুপের নাটকে ঠাই দিতে রাজী হচ্ছে না। সুতরাং টবির সাফল্য এবং কিন্তুর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ওই মহিলা।

শো-কেস গ্রুপের নাটক দেখেছে টবি। পাশে তার গ্রুপের ক্যারন নামে একটা মোটা মেয়ে টবির সঙ্গে সহবাস করতে চায়। কিন্তু ওর শরীর ছোঁওয়া আর গরম চর্বির বালতিতে ঢোকা একই ব্যাপার।

পর্দা ওঠার আগে ক্যারেন দেখতে পেল, নাটক দেখতে এসেছে লস এঞ্জেলস টাইমস এবং হেরাল্ড এক্সপ্রেসের সমালোচকরা। এসেছে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফকস, এম. জি. এম, আর ওয়ানার ব্রাদার্সের স্কাউটরা। সুযোগ পেলে টবি ওদের সামনে তার প্রতিভা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু সেজন্য ছমাস কেন? মাত্র ছ সপ্তাহ অপেক্ষা করতে সে রাজী নয়।

***

পরের দিন সকালে অ্যালিসের কাছে গেল টবি।

নাটক কেমন লাগল?

–আমি এখনও তৈরি হইনি। আমি বুঝতে পেরেছি। হয়তো আমার অভিনয়ের ধান্দা ছেড়ে ইনসিওরেন্স এজেন্ট হওয়া উচিত। হয়তো আমি যা ভাবছি, সেটা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যি সত্যি আমার কোনো প্রতিভা নেই।

আছে টবি। এভাবে কথা বলো না।

–এ শহরে আমি একা, কথা বলার মতো কেউ নেই।

–আমি আছি। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই।

নীল চোখে মহিলার দিকে টবি তাকাল। এক পা-এক পা করে এগিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফেরত চলে এল। হাঁটু গেড়ে বসল। মহিলার কোলে মাথা রাখল। অ্যালিস তার চুলে আঙুল দিয়ে বিলি কাটল। সে অ্যালিসের স্কার্ট তুলল। ইস্পাতের ব্রেস খুলে রোগা উরুতে চুমু খেল। ভালোবাসার কথা বলতে বলতে সে অ্যালিসের পোশাক খুলল। তার চুম্বন ঠোঁটের থেকে গোপন অঙ্গে নেমে এল। নগ্ন রমণীকে চামড়ায় মোড়া কোচে শুইয়ে শরীরে শরীর মিলিয়ে দিল টবি টেম্পল।

সেই সন্ধ্যায় অ্যালিস ট্যানারের ঘরে জায়গা পেল সে।

সেই রাতে অ্যালিস ট্যানারের প্রেমের শয্যায় শুয়ে টবি টেম্পল টের পেল, মনের দিক থেকে অ্যালিস এক নিঃসঙ্গ রমণী। তার মনের কথা শোনার মতো কেউ নেই। তাই হয়তো মুখের ওপর সে কাঠিন্যের একটা মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। বোস্টনে তার জন্ম হয়েছিল। বাবা ছিল ধনী, মেয়েকে টাকা ছাড়া সে কিছুই দেয়নি। ছোট্টবেলা থেকে

অ্যালিসের স্বপ্ন ছিল সে একজন অভিনেত্রী হবে। কলেজে পড়ার সময় তার পলিও রোগ হয়। স্বপ্ন সেখানেই শেষ। যে ছেলেটি তাকে ভালোবাসত, রোগের খবর শুনে সেও চলে গেল। এক সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তারকে বিয়ে করেছিল অ্যালিস। সেও দুমাস পরে আত্মহত্যা করল। যে অনুভূতিগুলো এতদিন তার মনের ভেতর গুমরে একা কাদত আজ তা স্রোতের মতো ঝরছে। আজ সে সুখী।

কিন্তু টবি চাইছে, পরের শো-কেস গ্রুপে অভিনয় করতে, তাহলে স্টুডিওর স্কাউটদের নজরে আসবে।

অ্যালিস বলল–ডার্লিং, তাড়াতাড়ি বড়ো হতে চেয়ো না। তাতে ক্ষতি হবে। প্রথম দেখায়, যদি তোমাকে ওরা ভালো না বাসতে পারে তাহলে দ্বিতীয়বার আর আসবে না। ঠিকমতো তৈরি হও। এটাই জীবনের সব থেকে বড় সিদ্ধান্ত।

সেই মুহূর্তে শয্যা সঙ্গিনীকে শত্রু বলে ভাবল টবি। তবে রাগ চেপে হেসে বলল–নিশ্চয়ই, আমার ধৈর্য নেই, আমি সফল হতে চাই। শুধু আমার জন্য নয়, তোমার জন্যও।

–সত্যি টবি! আমি তোমায় ভালোবাসি।

–আমিও।

টবি জানে, তার স্বপ্ন এবং অস্তিত্বের মাঝে দেওয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওই কুত্তিটা। তাকে এড়িয়ে যেতে হবে। তাকে শাস্তি দিতে হবে।

রাতে বিছানায় শুয়ে নানা বিচিত্র কাজ করল টবি। অ্যালিসকে দিয়ে সে এমন কাজ করাল যা বেশ্যা ছাড়া আর কাউকে বলা যায় না। জঘন্যভাবে নগ্নিকাকে ব্যবহার করল টবি। কুকুরকে যেমন করে তার মালিক ট্রেনিং দেয়, সেইভাবে টবি অ্যালিসকে ট্রেনিং দিচ্ছে। যত নীচে অ্যালিস নামছে, টবির মনে হচ্ছে সেও তত নীচে নামছে। এই পথের শেষ কোথায়?

টবির মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছিল। সেটা কাজে লাগানোর সুযোগ এসেছে।

অ্যালিস ট্যানার জানাল, ওয়ার্কশপের ছাত্রছাত্রীদের একটা শো হবে। উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রী এবং অতিথিরা সেই শো দেখবে। প্রত্যেক ছাত্রকে একক প্রোগ্রাম করার সুযোগ দেওয়া হবে।

শো-এর দিন সকালে ক্লাস শেষ হবার পর টবি তার সহপাঠিনী ক্যারেনকে বলল আমার একটা উপকার করবে?

নিশ্চয়ই টবি। ক্যারনের স্বরে আগ্রহ এবং বিস্ময় একসঙ্গে ঝরছে।

কিন্তু ওর মুখে দুর্গন্ধ কাছে গিয়ে কথা বললে গা গুলিয়ে ওঠে। একটু সরে দাঁড়িয়ে টবি বলল–পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে মজা করব। এজেন্ট ক্লিফটন লরেন্সের সেক্রেটারীকে ফোন করে বলো, তুমি স্যাম উইন্টার্সের সেক্রেটারী। স্যাম উইন্টার্স চাইছেন, ক্লিফটন লরেন্স যেন আজকের শো-এ নতুন একটা প্রতিভাবান কমেডিয়ানের অভিনয় দেখেন। বক্স অফিসে ওনার জন্য টিকিট থাকবে।

এই কথা শুনে ক্যারনের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেল। সে বলল জেসাস, তুমি বলছো কী? লেডি ট্যানারের কানে এ খবর গেলে কী হবে, জানো কি? ওয়ার্কশপ গ্রুপের থিয়েটারে বাইরের কাউকে ডাকার অনুমতি তিনি দেন না।

–কোনো গন্ডগোল হবে না।

ক্যারনের হাত ধরে টবি বলল আজ বিকেলে কোনো কাজ নেই তো?

সে বুঝতে পারছে, ক্যারনের নিঃশ্বাস ক্রমশ দ্রুত না, তুমি যদি কিছু করতে চাও।

–আমি কিছু করতেই চাই।

তিন ঘণ্টা পরে সঙ্গমে তৃপ্তি এবং অভিভূত হয়ে ক্যারন ক্লিফটন লরেন্সকে ফোন করল।

হলে বিভিন্ন ক্লাসের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বসেছে। সঙ্গে তাদের অতিথি। টবির নজর পড়ল, তৃতীয় সারিতে বসা ক্লিফটন লরেন্সের দিকে। ব্যাপারটা লরেন্স বুঝতে পারেনি। সে নিজেই চলে এসেছে।

দ্য সীসাল-এর একটা দৃশ্য অভিনয় করছে দুজন ছাত্রছাত্রী। টবির ভয়, লরেন্স উঠে না যায়। ওদের অভিনয় শেষ হল। এবার টবির পালা। এই প্রথম এত বড়ো একটা সুযোগ পাচ্ছে সে। বুকের ধুকপুকানি শব্দটা শুনতে পেল।

অ্যালিস কানে কানে বলল–গুড লাক, ডার্লিং।

সে জানে না, টবির নিয়তি ক্লিফটন লরেন্সের রূপ ধরে এখন অপেক্ষা করছে। নিঃশব্দে ঈশ্বরের কাছে সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করল টবি। বলল–হ্যালো, আমার নাম টবি টেম্পল। নামটা কেন হল? বাবা-মা বাচ্চার নাম যেভাবে পছন্দ করে। শুধু আমার চেহারা দেখে মা নাম দিয়েছিল টবি।

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল। নিষ্পাপ মুখ, স্বপ্নিল চোখ। রসিকতাগুলো বাজে, কিন্তু শ্রোতারা তাকে ভালোবাসে, আহা বেচারা, ওরা হাসে, প্রশংসা করে।

বিখ্যাত ফিল্মস্টার জিমি ক্যাগনির কণ্ঠস্বরে সে বলে–ইউ ডার্টি ব্যাট, কাকে অর্ডার দিচ্ছিস?

এডওয়ার্ড জি. রবিনসন নামে এক খ্যাতিমান অভিনেতার কণ্ঠস্বর নকল করে টবি জবাব দিল–তোকে অর্ডার দিচ্ছি। ইউ. পাংক, আমি ছোট্ট সিজার, আমি বস। তুই ফালতু, কিচ্ছু না।

শ্রোতারা এই কাল্পনিক সংলাপ শুনে হো-হো করে হেসে উঠল।

চলচ্চিত্রের মহান নায়ক হামফ্রে বোগার্টের কথন ভঙ্গী নকল করে টবি বলল–পাংক, তোর চোখে থুথু ছুঁড়ে দেব। আমার ঠোঁট যদি দাঁতের সাথে লেপটে যায়, তবুও।

আবার হাসির শব্দ, সত্যি সত্যি শ্রোতারা টবিকে ভালোবাসে। টবি বুঝতে পারছে, তার পায়ের নীচের জমি আরও শক্ত হয়ে উঠছে। সামনে বসে থাকা দর্শকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছে।

বিখ্যাত তারকা পিটার লোরের কণ্ঠস্বর নকল করে টবি বলল ছোট্ট মেয়ে তার ঘরে খেলা করছিল। দেখে আমার উত্তেজনা হল। কী যে হল আমার। আমি ওর ঘরে ঢুকলাম। দড়ির ফাঁসটা শক্ত করে ওর গলায় এঁটে দিলাম। মেয়েটা মরে গেল।

আবার হাসির উতরোল।

এবার লরেল হার্ডির গলা নকল করে লোক হাসাবার চেষ্টা করল টবি। সেই মুহূর্তে থিয়েটার ছেড়ে চলে গেল এজেন্ট ক্লিফটন লরেন্স।

সন্ধ্যার বাকি সময়টা টবির কাছে অস্পষ্ট ছায়ার মতো কেটে গেল।

শো শেষ হল। অ্যালিস ট্যানার বলল–ডার্লিং। খুব ভালো হয়েছে তোমার শো।

অ্যালিসের দিকে তাকাতে পারছে না টবি। সে তখন ব্যর্থতার যন্ত্রণায় মরছে। তার স্বপ্নের পৃথিবী ভেঙে গেছে। জীবনে একটা সুযোগ সে পেয়েছিল। সুযোগটা কাজে লাগাতে পারল না। ক্লিফটন লরেন্স তার শো-এর মাঝখানে উঠে গেল। কিন্তু কেন? তার শো কি সত্যি ভালো হয়নি? লোকগুলো এমনি এমনি হাততালি দিচ্ছিল। হলিউডের সেরা এজেন্ট ক্লিফটন লরেন্স। লোকে বলে সে প্রতিভার সেরা জহুরি। তার দৃঢ় বিশ্বাস টবি টেম্পলের মধ্যে কোনো প্রতিভা নেই।

ক্লিফটন লরেন্স যদি এই কথা ভেবে থাকে, তাহলে সেটাই চূড়ান্ত?

–আমি বাইরে যাচ্ছি। টবি অ্যালিসকে বলল।

ভাইন স্ট্রিট। কলোম্বিয়া পিকচার্স, আর. কে. ও প্যারামাউন্ট স্টুডিওর পাশ দিয়ে টবি হাঁটছে, সব দরজায় তালা ঝুলছে। হলিউড বুলেভার্দ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখল, নোটিশ বোর্ডে লেখা আছে, হলিউড ল্যান্ড। আসলে হলিউড ল্যান্ড বলে কিছুই নেই। মনের একটা তাড়নার মধ্যে মানুষ এখানে আসে। স্বপ্নের ঘোরে ঘুরতে থাকে। তারকা হবার স্বপ্ন। হলিউড মানেই তাদের কাছে অলৌকিক কিছু একটা। হলিউড মানে আশ্চর্য এবং অলৌকিক মিথ্যে প্রতিশ্রুতির আসর। মায়াবিনী কুহকিনী রমণীরা একসময় দ্বীপের বুকে ঘুরে ঘুরে ভালোবাসার গান গাইত। ইউলিসিসের সহযাত্রী গ্রিক নাবিকদের কাছে ডাকত। তাদের সাথে গোপন সঙ্গমে মিলিত হত। সঙ্গম শেষে তাদের ধ্বংস করত।

টবি জানে না, ভবিষ্যতে কী লেখা আছে। তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে গেছে। সে শুধু চেয়েছিল, মানুষের মুখে হাসি ফোঁটাতে, মানুষকে আনন্দ দিতে। এ জীবনে আর কোনো কাজ সে জানে না। এখন একঘেয়ে কাজ করে দিন গত পাপক্ষয় করতে হবে। সারা জীবন সে অজ্ঞাত অপরিচিত হয়েই বেঁচে থাকবে। নিয়তি তাকে খাঁচার মধ্যে বন্দী করেছে। ভবিষ্যৎ? এক হাজারটা অনামী শহরে তিক্ত এবং নিঃসঙ্গ জীবন। যাদের মুখে সে হাসি ফুটিয়েছিল সেইসব মানুষগুলো আজ কোথায়? যারা তাকে দেখে খুশী হয়েছিল তারা কি কেউ বেঁচে নেই? টবি ভাবল, তার বিবর্ণ অতীত তাকে তাড়া করছে, অস্পষ্ট আততায়ীর মতো তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে।

সে কাঁদল। সে জানে, সে মরে গেছে।

অ্যালিসের বাংলোয় ফিরে এল টবি টেম্পল। তখন পুবাকাশে সূর্য উঠেছে। একদিন সে ভেবেছিল, এই মহিলা তার সামনে একটা জাদু জগতের দরজা খুলে দেবে। আজ সে জানে, জাদুর দুনিয়ার অস্তিত্ব নেই। অন্তত টবির জন্য তা তো নেই-ই। সাতাশ বছর বয়স হয়েছে তার। সে এখন কোথায় যাবে, কী করবে, কিছুই জানে না। তার কোনো ভবিষ্যত নেই, এটা নিশ্চিত।

ক্লান্ত টবি চোখ বুজে কোচে শুয়ে আছে। নগরী এবার জেগে উঠবে। নিজের মায়ের। কথা মনে পড়ে গেল টবির। মা মাখনে আপেল ভাজছে রান্না ঘরে। রান্নার গন্ধের সঙ্গে মিশেছে তার মায়ের শরীরের গন্ধ। মা বলছে, ঈশ্বর চান একদিন তুই বড়ো হবি টবি। লোকের মুখে মুখে তোর নাম প্রচারিত হবে।

...প্রকাণ্ড স্টেজে ফ্লাডলাইটের আলোয় টবি একা দাঁড়িয়ে আছে। কী বলার কথা সে ভাবতে চেষ্টা করছে। সংলাপ ভুলে গেছে। গলায় স্বর ফুটছে না। মনে আতঙ্ক জেগেছে। শ্রোতারা তাকে মারবে বলে স্টেজের দিকে ছুটে আসছে। শ্রোতারা তাকে ঘিরে চিৎকার। করছে–টবি! টবি! টবি!

টবির মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। হঠাৎ জেগে উঠল সে। দেখল, অ্যালিস ট্যানার তাকে ধাক্কা দিচ্ছে।

অ্যালিস বলল উবি, ওঠো, ফোন ধরো। ক্লিফটন লরেন্স ফোন করেছেন।

***

সাজানো গোছানো ছোট্ট বাড়ি। উইলশায়ার-এর দক্ষিণে। বেভারলি ড্রাইভের ধারে। এটাই ক্লিফটন লরেন্সের অফিস। ফরাসি ইমপ্রেসনিস্ট আর্টিস্টদের আঁকা পেন্টিং। দেখলে মন ভরে যায়। চোখ জুড়িয়ে যায়। গাঢ় সবুজ মার্বেলের চুল্লি, দামী সোফা সেট, পুরোনো চেয়ার। মেয়েটির একমাথা লাল চুল। দেখতে সুন্দরী, বলল মিস্টার টেম্পল, চা?

–এক চামচ চিনি প্লীজ।

টবি জানে না, ফর্টনাম ও ম্যাসনের আমদানি করা স্পেশ্যাল ব্রেন্ডের, এই চায়ের দাম কত। এ সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে এই চা পান করতে তার খুবই ভালো লাগছে। ভালো লাগছে এই ঘরের সবকিছু। এখানে এলে মনে হয়, পৃথিবীর কোথাও এক টুকরো দুঃখ নেই। ছোটো খাটো চেহারার ক্লিফটন লরেন্সকেও খুব ভালো লাগছে তার।

মিস্টার লরেন্স, আপনার সঙ্গে দেখা হল বলে আনন্দিত। আপনাকে ভুল খবর দিয়ে চালাকি করেছি বলে আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

চালাকি? আমি কাল গোল্ডউইনের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছি। তোমার চালাকিটা আমি আগেই ধরে ফেলেছিলাম। কিন্তু তবু কেন গেলাম বলো তো? আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তোমার সাহস যতটা প্রতিভা ততটা আছে কিনা। দেখলাম তোমার প্রতিভা আছে। তা কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

–কিন্তু আপনি শো ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কেন?

-খাবারটা ভালো কিনা তা দেখার জন্য আমরা কী করি? এক চামচ খেলেই তো বুঝতে পারা যায়, তাই নয় কি? আমি এক মিনিটে বুঝে গেছি।

টবির মনের ভেতর আশার আগুন আবার জ্বলে উঠেছে। গত রাতে সে হতাশার অন্ধকারে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এখন আবার জীবনের সজীব সবুজ উপত্যকায় পা রাখতে পেরেছে।

ক্লিফটন লরেন্স বলল–তরুণ এবং অনভিক্ষ কোনো অভিনেতাকে সাফল্যের চূড়ায় ধাপে ধাপে ওঠাবার মধ্যে একটা আলাদা উত্তেজনা লুকিয়ে আছে তা তুমি স্বীকার করো টবি? আমি তোমাকে ক্লায়েন্ট হিসেবে নিলাম। তবে শর্ত একটা। কখনও আমার মুখের ওপর কথা বলবে না। আমাকে মেজাজ দেখানো চলবে না। তাহলেই কিন্তু আমি আর ক্লায়েন্ট হিসেবে কাজ করব না।

–হ্যাঁ স্যার, আমি বুঝেছি।

–সত্যের মুখোমুখি হওয়া ভালো। তোমার শো-টা জঘন্য, এটা স্বীকার করতেই হবে। একেবারে নীচু স্তরের।

টবির মনে হল, ক্লিফটন লরেন্স তার পেটে একটা লাথি মেরেছেন। কিন্তু এখানে তাকে ডেকে আনা হল কেন? তবে কি শেষ অব্দি উনি তাকে নেবেন না?

–ক্লিফটন বলতে থাকে–গতরাতে অ্যামেচারদের শো ছিল। তুমিও অ্যামেচার। তারকা হবার জন্য কী কী করতে হবে, আমি তোমাকে তাও বলব। তোমার রসিকতাগুলো আমাকে মোটেই আনন্দ দিতে পারেনি।

-হ্যাঁ, স্যার। হয়তো তেমন সুবিধের নয়।

–তোমার কোনো স্টাইল নেই। এমন স্টাইল যা তোমার একান্ত নিজস্ব।

–কিন্তু শ্রোতারা

স্টেজে কীভাবে চলাফেরা করতে হয়, তুমি তা জানোনা।

টবি চুপ করে থাকল।

–কিন্তু এতো খারাপ পারফরম্যান্স হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে ডাকা হল কেন বলোতো? যেহেতু তোমার এমন কিছু আছে, যা পয়সা দিয়ে কিনতে পারা যায় না।

–সেটা কী?

–তোমায় সেটা বুঝতে হবে। ঠিক মতো তালিম পেলে আর তোমার জন্য ভালো প্রোগ্রাম লেখা হলে, তুমিও একদিন মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতে নামকরা অভিনেতা হবে। তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

টবির মনে হল, সে বুঝি তারকা হয়ে গেছে। মায়ের কথা মনে পড়ে গেল তার। মা বলেছিল, তুই একদিন মস্ত বড়ো আর্টিস্ট হবি।

–যে আর্টিস্ট জনতাকে আনন্দ দেবে, মানুষের মুখে হাসি ফোঁটাবে, তার সাফল্যের অন্তরালে কী আছে বলো তো? আছে তার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বকে আমরা পয়সা দিয়ে কিনতে পারি না। ডিয়ার বয়, তুমি সেই সৌভাগ্যজনদের একজন। তুমি কি জানো, কালকে হলিউডের সেরা কমেডি লেখক ও. হ্যানলন ও রেইনজারের সঙ্গে তোমার অ্যাপয়ন্টমেন্ট আছে?

–কিন্তু আমার তো টাকা নেই?

–তাতে কিছু আসে যায় না। পরে শোধ করবে।

টবি টেম্পল চলে গেল। ক্লিফটন লরেন্স চোখ বন্ধ করল। তার চোখে জেগে থাকে টবির নিষ্পাপ মুখ নীল চোখে বিশ্বস্ত চাউনি। অনেক বছর ধরে ক্লিফটন এই কাজ আর করতে চায়নি। অপরিচিত কাউকে বিখ্যাত করতে হলে, মনে ভেতর একটা শিহরণ আসে সত্যি, কিন্তু তার জন্য অনেক রাতের ঘুম বিসর্জন দিতে হয়। এই বয়েসে সেটা সহ্য করতে পারে না ক্লিফটন। তার ক্লায়েন্টরা প্রত্যেকেই বিখ্যাত। তারকা স্টুডিওগুলো তাদের ফিল্মে নামানোর জন্য লাফালাফি করে। তবে এতে মনে কোনো উত্তেজনা জাগে না।

***

ওয়েস্ট লস এঞ্জেলসের পিকো বুলেভার্দের ধারে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স স্টুডিওর ভেতর আছে কাঠের একটা ছোট্ট বাংলো। সেখানে কমেডি লেখক ও. হ্যানলন এবং রেইনজারের অফিস। ক্লিফটন লরেন্সের অফিসের মতো জাঁকজমক নেই। মাঝবয়সী একজন সেক্রেটারী, জানলার কাঁচ ভেঙে গেছে। সেখান দিয়ে হু-হু করে হাওয়া এবং রোদ্দুর দুটোই ঢুকছে। দেওয়ালে নোংরা সবুজ রং। অনেক দিন রং করানো হয়নি। মেঝেতে নোংরা বাদামি কার্পেট। দুটো ডেস্কে কাগজ পেনসিল এদিক ওদিক ছড়ানো। কফির পেয়ালা দেখলে বোঝা যায়, ভালো কোনো পিওন এখানে নেই।

হাই টবি। সব আগোছালো কেন? জানো তো ঝি ছুটি নিয়েছে। আমি ও. হ্যানলন এ—

রেইনজার।

–হ্যাঁ, রেইনজার।

ও. হ্যানলন মোটাসোটা। ভুড়ি আছে, চোখে চশমা। রেইনজার আবার রোগা আর বেঁটে। গত দশ বছর ধরে ওরা একসঙ্গে কমেডি লিখছে। এখন ওরা হলিউডের সেরা পেশাদার কমেডি লেখক। দুজনের বয়স তিরিশের কোঠায়।

–তোমরা নাকি আমার জন্য কমেডি লিখবে?

টবি, ক্লিফটন লরেন্সের ধারণা, তুমি আমেরিকার নতুন সেক্স সিমব। তুমি নাকি যখন তখন অভিনয় করে দেখাতে পারো। এখানেও দেখাবে?

–সিওর, কিন্তু এখানে? এভাবে?

–কী চাই এক্সট্রা? ও. স্যানলন ফোনে মিউজিক ডিপার্টমেন্টকে একবার ডাকো তো।

টবি ভাবল, ওরা আমাকে ডোবাতে চাইছে। পরে ক্লিফটন লরেন্সকে বলবে, এই লোকটাকে দিয়ে কিছু হবে না। নাঃ, সেই সুযোগ আমি তোমাদের দেব না। নকল হাসি ফুটিয়ে টবি অ্যাবট আর কসটেলোর কমেডি নকল করল।

-হাই ল্যু, লজ্জা করো না! তুমি ভবঘুরে হচ্ছে কেন? চাকরি করো না কেন?

করি।

–কী চাকরি?

চাকরি খোঁজার চাকরি। সারাদিন ওতেই ব্যস্ত থাকি। রাতে ঠিক সময়ে ফিরে ডিনার খাই।

টবির কথার মধ্যে দুই কমেডি লেখক নীচু স্বরে কথা বলছে। তাদের সংলাপ শুনে মনে হচ্ছে টবি টেম্পল এই ঘরে নেই।

-টবি স্টেজে দাঁড়াতে শেখেনি।

–হাত দুটো এমনভাবে নাড়াচ্ছে যেন কাঠ কাটছে।

বড় বাড়াবাড়ি করছে।

কমেডির কথাগুলো ফালতু।

টবি চটে উঠল।

ইউ বাস্টার্ডস। আমি চললাম, আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।

রেইনজার অবাক হয়ে বলল–হাই। তোমার কী হল?

-হোয়াট দ্য ফাক– হ্যানলনকে বলল।

আমরা কি ওর মনে আঘাত দিয়েছি?

–দেখো, তোমরা আমায় পছন্দ করো না।

–আমরা তোমায় ভালোবাসি।

–তাহলে একথা বললে কেন?

–টবি, তোমার আসল ঝামেলাটা কী, তুমি কি তা জানো? তোমার আত্মবিশ্বাস নেই। মেজাজ ঠান্ডা করে বসো। তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। তুমি যদি বব হোপ হতে তাহলে এখান আসতে কেন?

ও. হ্যানলন বলল–বব হোপ এখন কারমেলে গলফ খেলছে। তুমি গলফ খেলো?

-না।

গলফ খেলার সম্বন্ধে রসিকতাগুলো মাঠে মারা গেল। সিসা, কফি আনো। টবি, তুমি কি জানো, এ দেশে কত জন কমিক অভিতে আছে? তিরিশ কোটির বেশি। উঁচুদরের অভিতো বলতে মাত্র দুজন। কমেডি সব থেকে বড়ো শক্ত কাজ। মানুষকে হাসানো খুব সহজ নয়। তুমি কমিক অভিনেতা হও আর কমেডিয়ান হও।

তফাতটা কী?

অনেক তফাত। কমিক অভিনেতা হাসির দরজা খুলে দেয়। কমেডিয়ান দরজা খুললে তবে হাসি আসে।

কমেডিয়ানরা কেউ সফল আর কেউ কেন ব্যর্থ বলতে পারো?

রেইনজার হঠাৎ টবিকে প্রশ্ন করল।

কমেডিটা কেমন লেখা হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে।

বাজে কথা। শেষ নতুন রসিকতা কে লিখে গেছেন বলোতো? প্রাচীন গ্রিক কমেডি রচয়িতা নাট্যকার অ্যারিসটোফেনিস। একই রসিকতা একজন বললে লোকে যত হাসবে, বিখ্যাত অভিনেতা জর্জ বার্নস বললে লোকে বেশি হাসবে। কেন বলো তো? আসলে এর অন্তরালে আছে কমেডিয়ানের ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব না থাকলে তুমি কিছু নও। ব্যক্তিত্ব

থেকেই একজন কমেডিয়ানের আসল চরিত্র সৃষ্টি হয়। বব হোপের কথা ধরো। ম্যাক বেনীর রসিকতাগুলো বব হোপ বললে আমরা হাসব কি? কারণ ব হোপের ব্যক্তিত্ব স্মার্ট এবং শহুরে। সে দ্রুত রসিকতাগুলোকে উচ্চারণ করবে। আবার বব হোপের রসিকতাগুলো ম্যাক বেনী বললেও আমরা হাসব না। ম্যাক বেনী কথা বলতে বলতে বিশেষ জায়গায় থামলে আমরা হেসে উঠি। মার্কস ব্রাদার্সের প্রত্যেকের দায়িত্ব আলাদা ধরনের। ফ্রেড অ্যালেনের তুলনা নেই। তুমি ওদের নকল করছে কেন? নকল করে কখনও বড়ো হওয়া যায় না। তোমাকে বড়ো হতে হলে নিজস্ব একটা চরিত্র সৃষ্টি করতেই হবে। তুমি স্টেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলে বুঝতে পারবে, তুমি টবি টেম্পল, বুঝেছো?

-হ্যাঁ, মাথা নীচু করে টবি দাঁড়িয়ে থাকল।

–তোমার মুখ দেখলে তোমাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। এটাই তোমার সবথেকে বড়ো সম্পদ। ক্লার্ক গেবলেরও তোমার মতো সরল নিষ্পাপ মুখ আছে। তোমার মুখটাকে ঠিক মতো ব্যবহার করলে সৌভাগ্যের দরজা একদিন খুলে যাবে।

রেইনজার বলল–তাছাড়া সুন্দরী মেয়েদের শরীরে দরজার তোমার কাছে খুলে যাবে।

-তোমার মুখটা এমন নিষ্পাপ, তুমি খারাপ কথা বললে, কিংবা খিস্তি করলেও সেটা মজার বলে মনে হবে। লোকরা এসব কথার মানে বোঝে না। তোমার জন্য আমরা রসিকতা লিখব না আমরা তোমার জন্য একটা আলাদা টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করব কেমন?

টবি হেসে বলল–জামার হাত গুটিয়ে কাছে নামা যাক।

তার মনে হল, অনেকক্ষণ বৃষ্টির পরে শেষ বিকেলে আকাশে একটুকরো রোদ্দুর উঠেছে।

.

ও. হ্যানলন এবং রেইনজারের সঙ্গে স্টুডিওয় এসে লাঞ্চ খাচ্ছে টবি। সেখানে বিখ্যাত চিত্র-তারকারা লাঞ্চ খায়। টাইরোন পাওয়ার, লরেটা ইয়ং, বেটি গ্র্যাবল, ডন, অ্যামেচে, অ্যালিস ফে, রিচার্ড উইডমার্ক, ভিক্টর ম্যাচিওর। আর কত নাম বলব। টবি ওদের দেখে খুশী হয়। সে জানে, একদিন সে ওদের ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাবে।

অ্যালিস ট্যানারও খুশি হয়েছে টবির এই সাফল্যে–টবি ডার্লিং, তুমি বড় হবে। আমার কী আনন্দ।

টবি শুধু হাসল।

টবি, ও. হ্যানলন আর রেইনজার নতুন কমেডিয়ান চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছে।

ও. হ্যানলন বলল–লোকটার ধারণা সে বাস্তববাদী অভিজ্ঞ মানুষ। কিন্তু মুখ খুলতেই তার বোকামি বোঝা যায়।

–লোকটা কী করে? কথা বলতে গেলেই সব গুলিয়ে ফেলে?

–লোকটা তার মায়ের সঙ্গে থাকে। সে একটা মেয়েকে ভালোবাসে। কিন্তু ভালোবাসার কথাটা মুখে বলতে সাহস করছে না। পাঁচ বছর ধরে ভালোবেসে বিয়ে করার সুযোগ পাচ্ছে না।

–ওটা দশ বছর করা যাক।

-হ্যাঁ, দশ বছর, বিয়ে করার কথা উঠলেই মায়ের নতুন একটা রোগ হয়। টাইম ম্যাগাজিন প্রত্যেক সপ্তাহে ফোন করে নতুন রোগের নাম জেনে নেয়।

সত্যিকার পেশাদারদের সঙ্গে আগে কখনও কাজ করেনি টবি। সে মুগ্ধ। তিন সপ্তাহ সময় লাগল স্ক্রিপ্ট লিখতে। দু-একটা কথা বদলাতে হল। এবার এজেন্ট ক্লিফটন লরেন্স টবিকে ডেকে পাঠাল।

–টবি, শনিবার রাতে তোমার প্রোগ্রাম রোলিং বল-এ।

–সেটা কোথায়?

–ওয়েস্টার্ন এভিনিউর একটা ছোট্ট ক্লাব।

নাম শুনিনি।

–ওরাও তোমার নাম শোনেনি। প্রোগ্রামটা ফ্লপ হলে কেউ জানবে না।

শুধুমাত্র ক্লিফটন লরেন্স ছাড়া।

.

রোলিং বল একটা ছোট্ট এর আগে এই ধরনের হাজারটা বারে শো দেখিয়েছে টবি। এখানে মাঝ বয়সী পুরুষ আড্ডা দিতে আসে। ওয়েট্রেসরা টাইট স্কার্ট আর লোকাট ব্লাউজ পরে। মাতাল পুরুষদের সঙ্গে নোংরা রসিকতা করে আনন্দ পায়। এখানে সস্তার হুইস্কি পাওয়া যায়। এক গ্লাস বিয়ার। অর্কেস্ট্রার তিনজন মিউজিসিয়ানকে দেখে মনে হল সমস্ত পৃথিবীর বোঝা যেন তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই এল এক সমকামী গাইয়ে। তারপর টাইট প্যান্ট পরা মেয়েরা। এক অ্যাক্রোবেটিক নর্তকীকে দেখা গেল। ঘুমন্ত কেউটে সাপ নিয়ে স্ট্রিপনিজ নর্তনী ছলাকলা দেখাল।

একটা টেবিল ঘিরে বসেছে ক্লিফটন লরেন্স, ও, হ্যানলন, রেইনজার এবং টবি টেম্পল।

শ্রোতাদের বিদ্রূপ করে টবি বলল–বিয়ার ড্রিঙ্কারস।

ক্লিফটন বলল–এদের এত ছোটো করে না টবি। যারা শ্যাম্পেন খায়, তাদের হাসানো। সব থেকে শক্ত। কেন বলো তো? সারা দিন খেটে রাতে এখানে আসে বিনোদনের জন্য। পয়সার বদলে এরা সত্যিকারের মজা চায়। এদের হাসাতে পারলে তুমি জগতের সবাইকে হাসাতে পারবে।

মাস্টার অফ সেরিমনিজ টবির নাম ঘোষণা করল।

ও. হ্যানলন বলল–টাইগার, তোমার খেলা দেখাও।

টবি উঠে দাঁড়াল।

.

স্টেজে টবি টেম্পল যেন অরণ্যের আঁধারে বিপন্ন এক প্রাণী। অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে।

-ভালোবাসো, আমাকে ভালোবাসো

শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে নীরব প্রার্থনা জানাল টবি।

সে শো শুরু করল। তার রসিকতাগুলো কেউ শুনছে না। কেউ হাসছে না। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ওরা নগ্নিকা নর্তকীদের দেখতে চায়। অনেক শনিবার রাতে অপদার্থ কমেডিয়ানরা একইভাবে স্টেজে এসেছে। কমেডিয়ানদের ব্যাপারে ওদের কোনো আগ্রহ নেই। তবু রসিকতাগুলো বলে যাচ্ছে টবি, যন্ত্রের মতো। আর কী-ই বা করতে পারে সে।

ক্লিফটন লরেন্স এবং তার দুই লেখক সঙ্গীর কপালে দুশ্চিন্তার রেখা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

শ্রোতারা শুনছে না, শ্রোতারা হাসছে না। তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। ব্যান্ড স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ম্যানেজার। টবির প্রোগ্রাম এবার শেষ হবে। বাজনা শুরু

হবে। সকলে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে। সব শেষ হচ্ছে। টবির হাত ঘামে ভিজে গেছে। সে প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলেছে। টবি কথা বলে যাচ্ছে।

সামনের টেবিলে এক মাঝবয়সী মহিলা হঠাৎ টবির মুখ থেকে ছুটে আসা একটা রসিকতা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। তার সঙ্গীরা এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কথাবার্তা বলছিল। তারাও শুনল, হাসল। পরের টেবিলের লোকেরাও শুনছে হাসছে। কথাবার্তা বন্ধ হয়েছে। ওরা শুনছে, ওরা হাসছে, হাসির শব্দ চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। এতক্ষণ ওরা ছিল সামান্য জনতা। এখন পরিচিতি পাল্টে হয়ে গেছে শ্রোতা। সস্তার বার, বিয়ার গেলা পাবলিক। তাতে কিছু এসে যায় না। ওরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। ওরা আরও-আরও রসিকতা শুনতে চাইছে। ওরা টবিকে ভালোবেসেছে। এই জঘন্য বারে কত কমেডিয়ান এর আগে এসেছে। যান্ত্রিক শব্দ উচ্চারণ করেছে। কিন্তু কেউ টবির মতো ওদের মন জয় করতে পারেনি। ওরা হাততালি দিচ্ছে। ওরা টবিকে উৎসাহ দিচ্ছে। ওদের উল্লাসে বারটা যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

ওরা দেখছে, এক নতুন তারকার জন্ম।

ওরা জানে না, ওরা কি জানে? হা, ক্লিফটন লরেন্স জানে, ও, হ্যানলন এবং রেইনজার জানে, টবি টিম্পল জানে।

ঈশ্বর শেষ অব্দি কথা রেখেছেন এবং এখনই।

.

১০.

ক্লিফটন লরেন্স বলল–লাস ভেগাসে তোমার প্রোগ্রাম বুকিং হয়ে গেছে। ডিক ল্যানড্রি সব ব্যবস্থা করবে। তার নাম শুনেছো? সে নাইটক্লাব ডিরেক্টদের মধ্যে সবার সেরা।

টবি জানতে চাইল–কোন হোটেল? ফ্লেমিংগো নাকি থান্ডার বার্ড?

দ্য ওয়েসিস।

দ্য ওয়েসিস, টবি বুঝতে চাইল, ক্লিফ রসিকতা করছে কিনা।

আমি কখনও ওই হোটেলের নাম শুনিনি।

–আমি জানি, তুমি ওই হোটেলের নাম কখনও শোনেন নি। ওরাও তোমার নাম শোনেনি। ওরা তোমাকে নয়, আমাকে বুকড করেছে। আমি বলেছি তোমার কথা।

–টবি বলল তুমি একদম চিন্তা করো না। আমি কথা দিচ্ছি, প্রোগ্রামটা ভালো হবে।

শয্যাসঙ্গিনী এবং একদা শিক্ষয়ত্রী অ্যালিস ট্যানারের কাছে খবরটা পৌঁছে দিল টবি টেম্পল। অ্যালিস খুশী হয়ে বলল–আমি জানতাম, তুমি মস্ত বড়ো তারকা হবে। ডার্লিং, ওরা তোমাকে ভালোবাসে। আমি কখন যাব? তোমার প্রোগ্রামের প্রথমরাতে আমি কোন্ পোশাক পরব বলল তো?

-তোমাকে নিতে পারলে ভালোই হত। কিন্তু তাতো হবে না। ওখানে রিহার্সাল নিয়ে দিনরাত আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে।

বুঝেছি, কতদিন পরে ফিরবে?

বলতে পারব না। ওপেন বুকিং।

যত তাড়াতাড়ি পারো খবর দিও কিন্তু, কেমন?

অ্যালিসকে একটা যান্ত্রিক চুমু খেয়ে দ্রুত বিদায় নিল টবি।

টবি টেম্পলের আনন্দের জন্যই কি সৃষ্টির হয়েছিল নেভাদার লাস ভেগাস? প্লেনে তার সঙ্গে ছিল প্রতিভাবান কমেডি লেখক ও. হ্যানলন এবং রেইনজার। এয়ারপোর্টে ওয়েসিস হোটেলের মস্ত বড়ো লিমুজিন গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

ড্রাইভার বলল–মিস্টার টেম্পল, ফ্লাইটে কেমন কাটল?

কে সফল হবে, সাধারণ মানুষ আগে থেকে কি টের পায়? টবি ভাবল। উদাসীনতার চিহ্ন মাখা মুখে সে জবাব দিল–যেমন সচরাচর কাটে, সেই একঘেয়ে।

ও. হ্যানলন এবং রেইনজার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। ওদের দিকে তাকাল টবি, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। ওদের আন্তরিকতা বেড়েছে, শো বিজনেসে ওরা এখন সেরা টিম।

ওয়েসিস মস্তবড়ো হোটেল নয়। তবে তার সামনে প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপনে জ্বল জ্বল করছে টবি টেম্পলের নাম। লেখা হয়েছে-৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে প্রোগ্রাম শুরু। লিলি ওয়ালেস আর টবি টেম্পল।

ও, হ্যানলন বলল–ইয়া, লিলি ওয়ালেস, একদম ঘাবড়ে যেও না টবি। প্রোগ্রাম শুরু হলে তুমি ওর ওপর উঠবে।

ওয়েসিসের ম্যানেজার পার্কার নিজে টবি টেম্পলকে তার ঘরে নিয়ে গেল। সে বলল আপনি এখানে আসাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি মিস্টার টেম্পল। কোনো দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবেন। এতটুকুও কিন্তু কিন্তু করবেন না।

–টবি জানে, এই ভদ্রতা বিখ্যাত হলিউড এজেন্ট ক্লিফটন লরেন্সের খাতিরে। ক্লিফ এই প্রথম তার কোনো ক্লায়েন্টকে শো দেখাবার জন্য পাঠিয়েছে। ম্যানেজারের আশা, পরে ক্লিফ হয়তো সত্যিকারের বড়ো তারকাদের পাঠাবে।

তিনটি বেডরুম, মস্ত বড়ো লিভিং রুম। বার আছে, আছে ঝুলবারান্দা। সবই টবির একার জন্য। টেবিলের ওপর দামী পানীয়। ফুল, ফল, পনির–সব কিছু ঠিক জায়গায় সাজানো।

–আশা করি আপনার কোনো অসুবিধা হবে না মিস্টার টেম্পল।

টবি চারপাশে তাকাল। মনে হল, সে বুঝি স্বপ্নের পৃথিবীর নায়ক হয়ে গেছে। সেইসব হোটেলের কথা মনে পড়ল। যেখানে এতদিন সে শো দেখিয়ে বেরিয়েছে। আরশোলা এবং ছারপোকায় ভর্তি জঘন্য ঘরে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে।

মিস্টার টেম্পল, তিনটের সময় মিস্টার ল্যানড্রি আসবেন। তখন রিহার্সাল হবে।

ধন্যবাদ।

–কোনো কিছুর দরকার হলে বলবেন।

অভিবাদন জানিয়ে ম্যানেজার বিদায় নিল।

চারপাশে তাকাতে তাকাতে টবি ভাবল, এখন থেকে এমন জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত হবে সে। তার জন্য থাকবে অগুনতি সুন্দরী, সীমাহীন প্রশংসা এবং গুনতে পারা যাবে না এমন টাকা। হাততালি–শুধু হাততালির শব্দ শুনবে সে। মানুষ হাসবে এবং খুশী হবে। টবিকে ভালোবাসবে। শ্রোতার প্রশংসা এবং দর্শকের ভালোবাসাই একজন অভিনেতার কাছে সেরা খাদ্য ও পানীয়। এই জীবনে বাঁচতে গেলে আর কিছুর প্রয়োজন নেই তার।

.

ডিক ল্যানড্রির বয়স কত হবে? তিরিশের কাছাকাছি। রোগা, মাথায় অল্প অল্প টাক পড়েছে। পা দুটো দীঘল এবং সুন্দর। একসময় ব্রডওয়েতে জিপসির ভূমিকায় অভিনয় করত। কোরাস থেকে সেরা ড্যান্সার হয়েছিল। তারপর নৃত্য পরিচালক। নাট্য

পরিচালক। কতগুলো পরিচয় তার। রুচিবোধ আছে। দর্শক কী চায়, সে জানে। খারাপ নাটককে ভালো করতে সে পারে না। কিন্তু ডিক ল্যানড্রির পরিচালনার গুণে যে কোনো নাটক আপাত দৃষ্টিতে ভালো বলে মনে হয়। টবি টেম্পলের নাম সে শোনেনি। সমস্ত কাজ ফেলে সে কেন নেভাদার লাস ভেগাসে ছুটে এসেছে? ক্লিফটন লরেন্স তাকে অনুরোধ করেছে, টবির .. প্রোগ্রামটা দেখতে। একদিন ক্লিফটন তাকে বড়ো হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। ল্যানড্রি সেই । সুযোগের কথা ভোলেনি, অধিকাংশ অভিনেতারা পরবর্তীকালে এসব ভুলে যায়। কিন্তু ল্যানড্রি এখনও ক্লিফটনের প্রতি তার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানায়।

টবি টেম্পলের সঙ্গে দেখা হল। মিনিট পনেরোর মধ্যে ধুরন্ধর পরিচালক ডিক ল্যানড্রি। বুঝতে পারল, কমেডিয়ান হিসেবে টবির প্রতিভা আছে। ওর রসিকতায় ল্যানড্রি নিজে হেসে উঠেছে। সাধারণতঃ সে হাসে না। মুখ গোমড়া-গোগামড়া করে রাখে। রসিকতাগুলো বড়ো নয়, কীভাবে টবি বলছে, সেটা ভাবতে হবে। যেন কত নিষ্পাপ এবং অসহায়, যেন ওর মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়বে। দর্শকদের ইচ্ছে হবে ওকে ভালোবাসতে। শ্রোতাদের ইচ্ছে হবে ওকে ভরসা দিতে।

ল্যানড্রি বলল–তুমি ভালো, সত্যি ভালো। আমি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছি না।

ধন্যবাদ। ক্লিফ বলেছে, ভালো হওয়াটা যথেষ্ট নয়, বড়ো হতে হবে। তুমি আমাকে শেখাবে, কীভাবে আমি বড়ো হব?

–চেষ্টা করব, কমেডিয়ান হিসেবে তোমার প্রতিভা বহুমুখী, শুধু স্টেজে দাঁড়িয়ে সংলাপ বললে হবে না, গান গাইতে হবে। আরও এমন কিছু করতে হবে, যা দর্শকদের কাছে বাড়তি পাওনা হিসেবে থাকবে। তুমি কি গান গাইতে পারো?

–ক্যানারি পাখি ভাড়া করো, অমন গান আমি জানি না। একটা ক্যানারি পাখি যা জানে।

চেষ্টা করো।

টবি চেষ্টা করে। ল্যানড্রি খুশী হয়।

–গলা ভালো নয়। কিন্তু গান শোনার কান আছে। ঠিকমতো গান লেখা হলে সেই গান তুমি গাইতে পারবে। পাবলিক ভাববে, ফ্রাংক সিনাত্রার চেয়ে টবি টেম্পল কম নয়। গীতিকারদের আমি বলব, তোমার গলার উপযোগী গান লিখতে। তুমি নাচতে পারো?

টবি চেষ্টা করে।

–চলবে। তুমি ড্যান্সার নও, তবে লোকের মনে একটা ভুল ধারণার জন্ম দেওয়া যাবে যে তুমি নাচ জানো।

–কেন নাচিয়ে গাইয়ের তো অভাব নেই।

কমেডিয়ানেরও অভাব নেই। মানুষকে কীভাবে সত্যিকারের আনন্দ দিতে হয়, সে ব্যাপারটা আমি তোমাকে শেখাব।

টবি আবার হেসে বলল–তা হলে? জামার হাতা গুটিয়ে কাজ শুরু করা যাক।

.

কাজ শুরু হল।

প্রত্যেকটা রিহার্সালে ও, হ্যানলন এবং রেইনজার উপস্থিত থাকে। দরকার মতো তারা কথা বদলায়। নাচ, গান এবং কথা এক সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

টবির শরীরের প্রত্যেকটা পেশীতে অসহ্য যন্ত্রণা। ঘুমের মধ্যে সে গান গাইছে। ঘুমের মধ্যে তার মাথা ঘুরছে। চোখের সামনে অসংখ্য মানুষের মুখের মিছিল দেখতে পাচ্ছে সে।

এবং রোজ অ্যালিস ট্যানারের ফোন পাচ্ছে। টবি ভোলেনি কোনো কিছুই। সে ভোলে না। ওই মহিলা তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তাকে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখতে চেয়েছিল। সে বলেছিল–টবি, তুমি এখনও তৈরি হওনি।

হ্যাঁ, টবি টেম্পল আজ তৈরী হয়েছে। অ্যালিস ট্যানারের সমস্ত বাধা সে দূরে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়েছে। ট্যানার কী চায়, সেটা টবি জেনে গেছে। ট্যানার চায়, শুধু শরীরের উষ্ণতা।

জাহান্নামে যাক অ্যালিস। ফোনের জবাব দেয় না টবি। এক সময় আর ফোনে আসে না। কিন্তু রিহার্সাল চলতে থাকে।

তারপরে? তারপর আরকী? ওপেনিং নাইট!

নতুন মঞ্চ বা চিত্রতারকার অভ্যুদয়ের ঘটনাটা আকাশে হঠাৎ জাগা তারার মতো। পৃথিবীর সর্বত্র অদৃশ্য টেলিপ্যাথিতে তার সংবাদ পৌঁছে যায়। লন্ডন থেকে প্যারিস, নিউইয়র্ক থেকে হলিউড অথবা সিডনি যেখানে মঞ্চ আছে, যেখানে চলচ্চিত্র তৈরী হয়, যেখানে হাজার হাজার উৎসুক মানুষ আছে, তাদের সকলের কানে কানে।

ওয়েসিস হোটেলের স্টেজে টবি টেম্পল নামল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাই জেনে গেল, দিগন্তে এক নতুন তারকার জন্ম হয়েছে।

টবির ওপেনিং নাইটে ক্লিফটন লরেন্স প্লেনে এল। অন্য ক্লায়েন্টদের অবহেলা করে সে টবির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে। শো শেষ হল। অল নাইট কফিশপে বসে টবি আর ক্লিফ।

টবি বলল–বিখ্যাত তারকারা আমার সঙ্গে ড্রেসিং রুমে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

ক্লিফ হাসল। টবির কাছে সাফল্য সব থেকে বড়ো ব্যাপার। এটাই স্বাভাবিক। ক্লিফ বলল–প্রতিভা সবাই চিনতে পারে। ওয়েসিস হোটেলে তোমাকে সপ্তাহে ছশো পঞ্চাশ থেকে এক হাজার ডলার দেবে।

টবির মাথা ঘুরছে–সপ্তাহে এক হাজার? ফ্যানটাসটিক!

–থান্ডার বার্ড আর এল. র‍্যানবো হোটেল কথা বলছে। টবি আমার মনে হয়, তুমি সংবাদপত্রের হেডলাইন হতে পারো। যারা হেডলাইনে পরিণত হয়, তাদের মধ্যে আর বেশী কী আছে? আজ রাতে আমি প্লেনে নিউইয়র্ক যাব। কাল লন্ডন। কয়েক সপ্তাহ পরে ফিরব। তুমি দ-হপ্তা এখানে প্রোগ্রাম করবে। মনে করো, এটা তোমার স্কুল। রোজ রাতে তোমাকে নতুন কিছু দেখাতে হবে। নতুন কিছু শিখতে হবে। দেখতে হবে, তোমার শো শ্রোতাদের মনের ভেতর সত্যি কী ধরনের আবেদন সৃষ্টি করছে। প্রত্যেক সপ্তাহে ল্যানড্রি একবার প্রোগ্রাম দেখতে আসবে। ও. হ্যানলন আর রেইনজার এখানে থাববে। ওরা সবসময় তোমাকে সাহায্য করবে।

ধন্যবাদ, ক্লিফ।

ওহো ভুলেই গিয়েছিলাম।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা প্যাকেট বের করে টবির হাতে তুলে দিল হলিউডের সেরা এজেন্ট ক্লিফটন লরেন্স।

টবি প্যাকেটটা খুলল। হীরের তৈরী একজোড়া কাফলিং।

টবির হঠাৎ মনে হল আকাশের দুটি উজ্জ্বল তারকা যেন।

.

যখন কাজ থাকে না তখন কমেডিয়ান টবি টেম্পল সুইমিং পুলের ধারে বিশ্রাম করে। স্নানের পোশাক পরা মেয়েরা রোদ পোহায়। টবি টেম্পল এখন এক তারকা। সব মেয়ে তার সঙ্গে শুতে চায়। টবির হঠাৎ মনে হয় তার বিছানাতে ঠাই পাবার জন্য ওই সুন্দরী মেয়েরা বুঝি একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

.

দু-দুটো সপ্তাহ কেটে গেল স্বপ্নের এক ঘোরের মধ্যে দিয়ে।

ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সকাল গড়িয়ে দুপুর। তারপর অসময়ে ব্রেকফাস্ট। অটোগ্রাফ খাতায় যন্ত্রের মতো সই করা। বিকেল হতে না হতেই রিহার্সাল। সুইমিংপুল থেকে মেয়ে। জোগাড় করে আবার শরীর নিয়ে খেলা।

যে মেয়েরা নাচের প্রোগ্রামে অংশ নেয়, তারা খুব টাইট কস্টিউম পরে। নাভির নীচের সমস্ত জায়গাটা কামিয়ে ফেলে। কিন্তু এমনভাবে কামায়, যেন গোপন গভীরের চারপাশের এক গুচ্ছ কেশ সহজে দেখতে পাওয়া যায়। ওই কেশগুচ্ছ মাতাল পুরুষ দর্শককে আকর্ষণ করে। বলে, হে প্রিয়তম, আমি এখানে সযত্নে তোমার জন্য এক টুকরো উর্বর জমি সাজিয়ে রেখেছি।

একটি মেয়ে টবির বিছানার শুয়ে ওকে বলেছিল, এটা কামনা বাড়ায়। কোনো মেয়েকে টাইট প্যান্ট পরে আসতে দেখলে পুরুষ চিত্রে ঝড় ওঠে। আসঙ্গ লিপ্সায় সে অধীর হয়ে। ওঠে।

উদীয়মান কমেডিয়ান তারকা টবি টেম্পল যে সব মেয়েদের সাথে রাত কাটায়, তাদের অধিকাংশের নাম সে জানে না। নাম জানতে সে মোটেই আগ্রহী নয়। কাউকে সে আদর করে হনি বলে ডাকে। কাউকে ডাকে বেবি বলে। এইসব মেয়েরা তার কাছে কামনার অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো। উঁচু ঠোঁট আর আসঙ্গ লিপ্সায় উন্মাদ রমণীর এক-একটি শরীর।

.

প্রোগ্রামের শেষ সপ্তাহে একদিন টবি শো শেষ করে মেকআপ তুলছিল। ডাইনিং রুম ক্যাপ্টেন দরজা খুলে চাপা গলায় বলল মিস্টার আল ক্যারুসো আপনাকে ওর সঙ্গে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন।

ভদ্রলোক লাস ভেগাসের এক নামজাদা মানুষ। হোটেলের মালিক। দু-তিনটে হোটলে শেয়ার আছে। লোকে বলে, ওনার সঙ্গে মাফিয়াদের গোপন যোগাযোগ আছে। তাতে টবির কিছুই যায় আসে না।

আল ক্যারুসো তাকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা যে কত দামী, টবি সেটা জানে। লাস ভেগাসে সারা জীবন ধরে সে শো দেখাতে পারবে। আর মাতাল দর্শকদের কাছে লাস ভেগাস হল এক টুকরো স্বর্গ। টবি তাড়াতাড়ি পোশাক বদল করল ডাইনিং রুমে চলে গেল।

আল ক্যারুসোর বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে সবেমাত্র। চেহারায় খুব একটা উঁচু নয়। মাথায় ধূসর চুল। চোখের বাদামী তারা প্রতি মুহূর্তে ঝিলিক দিচ্ছে। সামান্য একটু উঁড়ি আছে। চট করে দেখলে তাকে রূপকথার সান্তাক্লজ বলে মনে হয়।

টবি টেবিলের কাছে হেঁটে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে হেসে বলল–আমি আল ক্যারুসো। বস টবি, তোমার সম্পর্কে আমি কী ভেবে রেখেছি, সেটা বলার জন্যই তোমাকে এই অসময়ে ডাকলাম।

টেবিলের ধারে আরও দুজন লোক বসে আছে। মোটাসোটা, পরনে কালো সুট। ওরা কোকা-কোলা খাচ্ছে। ওরা কোনো কথা বলছে না।

টবিরও খিদে পেয়েছে কিন্তু ওদের ডিনার শেষ হয়ে গেছে। এখন হ্যাংলার মতো খাবার চাওয়া উচিত হবে না।

কিড, তোমার প্রোগ্রাম সত্যি আমার ভালো লেগেছে। হাসতে হাসতে আমি প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছিলাম। তোমার মধ্যে একটা লুকোনো প্রতিভা আছে একথা স্বীকার করতেই হবে।

ধন্যবাদ মিস্টার ক্যারুসো।

–আমায় শুধু আল বলে ডেকো।

স্যার আল।

ক্যারুসো হয়তো ব্যবসায়িক প্রসঙ্গ তুলবে। ক্লিফকে না বলে টবি একাই সব ঠিক করবে।

–তোমার সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছি জানো?

–আমি শুনছি আল।

মিলি তোমাকে ভালোবাসে?

–মিলি? সে আবার কে? এক মুহূর্ত টবি চিন্তা করল। ক্যারুসোর বউ, নাকি তার মেয়ে?

–মিলি খুব ভালো মেয়ে। সে আমার রক্ষিতা। গত তিন-চার বছর ধরে তাকে আমি পুষেছি। না, বোধহয় পাঁচ বছর হবে। তাই না?

সঙ্গীরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

–মিলি আর নিজের বউ ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের ডাকে আমি সাড়া দিই না। মিলিও অন্য কারো সঙ্গে শুলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় তা বলে দেয়। একমাত্র তোমার ক্ষেত্র ছাড়া সে কখনও আমাকে ঠকায়নি।

টবি কেঁপে উঠল। পা থেকে মাথা অব্দি থরথর করে কাঁপছে তার। হয় ঈশ্বর, এ কোন জালে আমি জড়িয়ে পড়লাম।

ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি জানতাম না যে, মিলি আপনার গার্লফেন্ড। জানলে আমি কখনও ওর শরীর ছুঁতাম না। আমি কথা দিচ্ছি, এখন থেকে আমি আর ওকে স্পর্শ করব না, মিস্টার ক্যারুসো।

আল বলো।

–আল, আমি কথা দিচ্ছি।

হায়! মিলি তোমাকে ভালোবাসে। ও তোমাকে চায় ও তোমাকে পাবে। আমি কেন বাধার প্রাচীর তুলে দাঁড়াব। আমি যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমরা চাই তোমরা দুজন সুখী হও, বুঝেছো?

পরের দিন টবি টেম্পলের ভয় কেটে গেল। এটা দস্যু সর্দার আল ক্যাপোনের যুগ নয়। কেউ ইচ্ছে করে কাউকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে না। তাছাড়া আল ক্যারুসো তো এক গুডা নয়। হোটেলের মালিক। ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর।

পরে এই নিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করবে টবি। গরিলাদের নিয়ে টেবিলে বসে ছিল ক্যারুসো। পিস্তলের দরুন প্যান্ট ফুলে উঠছিল। গুছিয়ে বলতে পারলে লোকে হাততালি দেবে।

টবি আর সুইমিং পুলের ধারে যায় না। আধা ন্যাংটো মেয়েগুলোকে দেখলে ভীষণ ভয় লাগে তার। ভাবল রবিবার দুপুরের প্লেনে সে পালিয়ে যাবে। শনিবার রাতে হোটেলের পেছনে পার্কিং প্লেসে গাড়ি অপেক্ষা করবে। জিনিসপত্র সব প্যাক করে রাখা আছে। কিছুদিন সে আর লাস ভেগাসে আসবে না। বেশী সমস্যা হলে ক্লিফটন লরেন্স সব সামলে নেবেন।

শেষ রাতের শোতে শ্রোতাদের সোচ্চার অভিনন্দন পেল সে। হাততালির ঝড় বুঝি থামতেই চায় না। জীবনের শ্রেষ্ঠ তিনটি সপ্তাহ সে এখানে কাটিয়ে গেল। যখন এসেছিল, তখন সে ছিল নেহাতই এক অপরিচিত অখ্যাত। সে তখন ওয়েট্রেসদের সঙ্গে আর পোলিও রোগে পঙ্গু মহিলার সঙ্গে শুয়েছে।

এখন সে তারকা। এখন আল ক্যারুসোর রক্ষিতা পর্যন্ত তাকে পেতে উদগ্রীব। সুন্দরী মেয়েরা তার সঙ্গ পাওয়ার জন্য লাইন দিয়ে বসে থাকে। দর্শকেরা তাকে ভালোবেসে। শ্রোতারা তার কথা শুনতে চায়। বড়ো বড়ো হোটেল তাকে আমন্ত্রণ জানায়। সে সাফল্যের সিঁড়িতে পা রেখেছে। এই তো সবে শুরু। একটা একটা করে সোপান তাকে পার হতেই হবে। উপরতলার ঘরের দরজাটা চাবি দিয়ে খুলল টবি।

ভেতর থেকে পরিচিত এক কণ্ঠস্বর ভেসে এল–ভেতরে এসো।

আল ক্যারুসো এবং তার দুই পুরোনো সঙ্গী, টবির মেরুদন্ডে শীতল শিহরণ। ক্যারুসো হাসছে এবং বলছে–টবি, আজকের শো দারুন হয়েছে।

–এখানকার দর্শকেরা খুবই ভালো। তারা গুণের সমঝদার।

–তুমি ওদের ভালো বোকা বানিয়েছ। আমি আবার বলছি, তোমার মধ্যে একটা লুকনো প্রতিভা আছে।

ধন্যবাদ আল।

–তুমি খুব পরিশ্রম করো, তাই না?

ক্যারুসো দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল। এটা বোধহয় তার এক বদভ্যাস। ওরা ঘাড় নাড়ল।

–হাই টবি, মিলি রাগ করছিল, তুমি ফোন কররানি কেন? আমি বললাম, খুব পরিশ্রম হচ্ছে তাই বোধহয়, সময় পাওনি।

ধন্যবাদ আল।

–কিন্তু টবি বিয়েটা কটার সময় হবে তা জানার জন্য তুমি তো একবার ফোন করতে পারতে।

কাল সকালে ফোন করতাম।

লস এঞ্জেলস থেকে?

তার মানে?

আরও একবার চমকে গেল টবি।

-তোমার জিনিসপত্র প্যাক করা হয়ে গেছে। দেখো টবি, তোমার সঙ্গে এভাবে হেসে হেসে কথা বলছি বলে ভেবো না, আমি মানুষটা এইরকম। মিলির যে ক্ষতি করবে, তাকে আমি খুন করবই।

বিশ্বাস করুন ঈশ্বরের দোহাই।

–তুমি ভালো ছেলে কিন্তু বোকা। আমি অনেক প্রতিভাবান লোককে জানি, তোমার মতোই গর্দভ। আমি তোমার বন্ধু। তোমার কোনো ক্ষতি হোক তা আমি চাই না। মিলির খাতিরেই চাই না। কিন্তু তুমি আমার কথা না শুনলে কী করব বলো? খচ্চরকে কী ভাবে হুকুম করতে হয়, তা আমার ভালোভাবেই জানা আছে।

টবি ঘাড় নাড়ল।

–খচ্চরের মাথায় মারতে হয়। কোন্ হাতটা তুমি বেশী ব্যবহার করো টবি?

–ডান হাত।

দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ক্যারুসো বলল–টবির ডান হাতটা ভেঙে দাও।

টবি টেম্পলের মাথা ঘুরছে আমতা আমতা করতে থাকে সে।

প্রথমে ও ভেবেছিল, প্রবঞ্চিত প্রেমিক বোধহয় প্রতিশোধ চাইছে। এখন দেখা যাচ্ছে, আল ক্যারুসো তার নিজের রক্ষিতাকে টবির হাতে তুলে দিতে চাইছে। টবি বেগড়বাই করলেই সর্বনাশ।

আশ্বস্ত হয়ে টবি হাসল। বলল–জেসাস্। আল, তুমি যা চাও, তাই হবে।

মিলি যা চায়–

ইয়া, মিলি যা চায়।

–আমি জানতাম, তুমি খুব ভালো মানুষ। কী হে, আমি বলিনি, টবি টেম্পল ভালো লোক?

দুই সঙ্গী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

আল ক্যারুসো এবং তার সঙ্গীরা উঠে দাঁড়াল।

বিয়ের ব্যবস্থা আমিই করব। ক্যারুসো বলতে থাকে, মরক্কো হোটেলের বড়ো ব্যানকোয়েট হল ভাড়া করা হবে। সব ব্যবস্থা আমি করব। তোমায় কোনো চিন্তা করতে হবে না।

অনেক দূর থেকে কে যেন কথা বলছে, টবি টেম্পলের কানে সেই শব্দ ভেসে আসছে। বিয়ে? টবি টেম্পলের বিয়ে? লোকটার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এখন বিয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ার মানে কী? মানে কেরিয়ারের দফ-রফা।

–এক মিনিট দাঁড়ান। আমার পক্ষে...।

–তোমার ভাগ্য ভালো টবি। মিলি যদি আমাকে না বোঝাতত যে, সত্যি সত্যি তুমিও ওকে ভালোবাসো, তাহলে আমি ভাবতাম, মিলিকে বেশ্যা ভেবে তুমি তার শরীর ভোগ করেছে। তাহলে কী যে হত তোমার, তা ভাবতে আমার আপশোস হচ্ছে, কী বলল হে?

মাফিয়া-সর্দারের দুই-সঙ্গী ঘাড় নাড়ল।

টবি, শনিবার, তোমার এখানকার প্রোগ্রাম শেষ, রবিবার বিয়ে হবে।

–কিন্তু আমার অন্য বুকিং আছে।

–ওসব পরে হবে। মিলির বিয়ের গাউন আমি নিজে কিনব, গুডনাইট টবি।

তিনজনে চলে গেল।

মিলি মেয়েটা যে কে, টবি তা বুঝতেই পারছে না।

যীশুর দোহাই

পরমুহূর্তেই কে যেন টবির পেটে লাথি লাগয়ে দিল। অন্য একজনের হাতের লোহা টবির ডান হাতের হাড় ভেঙে দিয়েছে। টবির দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসছে। বেচারী চিৎকার পর্যন্ত করতে পারছে না।

হাসতে হাসতে ক্যারুসো বলল–কী হে, এবার আমার কথায় মন দেবে তো?

যন্ত্রণার মধ্যে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল টবি।

ও হে, ওর প্যান্টের বোতামটা খোলো তো। বাঃ, ভাগ্যবান পুরুষ তুমি। তোমার যন্ত্রটা তো বেশ বড়।

–ওহ্ গড প্লীজ...।

না, তোমার কোনো ক্ষতি করব না। যতক্ষণ তুমি এটা দিয়ে মিলিকে খুশী করবে। ততক্ষণ তুমি আমার বন্ধু। কিন্তু খারাপ ব্যবহার করলে তোমার এটা কেটে...তাহলে কাল দুপুর একটায় মিলির সঙ্গে তোমার বিয়ে।

–আমি পারব না। আমার হাত

ডাক্তার আসবে। প্লাস্টার করবে। ব্যথা কমানোর ওষুধ দেবে তুমি এত ভাবছো, কেন, খোকা? ঠিক সময়ে তৈরী থেকো কেমন?

ওরা দাঁড়িয়ে রইল।

ক্যারুসোর পা আবার টবির হাতের দিকে উঠেছে।

–হ্যাঁ, তৈরী থাকব। টবি বলল। এরপর সে আর কিছু বলতে পারেনি। অজ্ঞান হয়ে গেল।

টবি টেম্পলের বিয়ে

১১.

দারুণ জাঁকজমক হল টবি টেম্পলের বিয়েতে। মরক্কো হোটেলের বলরুম। লাস ভেগাসের অর্ধেক লোক হাজির হয়েছে। কমেডিয়ান হোটেল মালিক থেকে শো-গার্ল, আল ক্যারুসো এবং তার নির্বাচিত কয়েকজন মাফিয়া বন্ধু। গ্যাংস্টাররা রক্ষণশীল রুচির পোশাক পরে এসেছে। ওরা মদ ছোঁয় না। চারপাশে ফুল আর ফুলের সীমাহীন বাহার। অর্কেস্ট্রা বাজছে। শ্যাম্পেনের ফোয়ারা। সব ব্যবস্থা ক্যারুসো নিজের হাতে করেছে।

সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে বরের হাত ভেঙেছে। সবাই শুনেছে, জিভে চুকচুক শব্দ তুলেছে। বর-বউকে কী সুন্দর মানিয়েছে–সবাই বলাবলি করছে।

ডাক্তার মরফিন ইনজেকশন দিয়েছে। টবি এখনো ঘোরের মধ্যে রয়েছে। ওষুধের ঘোর কাটলে আবার প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়। যন্ত্রণার সঙ্গে চাপা ক্রোধ আর ঘৃণা। যে ভাবে তাকে অপমান করা হচ্ছে, টবির ইচ্ছা সবাইকে সে খবর শুনিয়ে দেয়।

হবু কনের দিকে তাকায় টবি। এই বুঝি মিলি?

এত কেলেঙ্কারির পর মিলিকে সে চিনতে পারে। কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়সের এক সুন্দরী যুবতী। অন্য মেয়েদের চেয়ে বেশী হেসেছিল মিলি। অন্য মেয়েরা টবির সঙ্গে শেয়ার জন্য হুড়োহুড়ি করে। কিন্তু মিলির মধ্যে কোনো ব্যস্ততা ছিল না। তাতেই উৎসাহ জেগেছিল টবির মনে।

টবি বলেছিল–আমি তোমার জন্য পাগল। তুমি আমাকে পছন্দ করো না?

করি বৈকি টবি। কিন্তু আমার একজন পুরুষ বন্ধু আছে।

মেয়েটার কথায় টবি কান দেয়নি। জোর করে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিল। মদ খেতে খেতে টবি মজার মজার কথা বলছিল। হাসতে হাসতে মেয়েটার অজ্ঞান হবার জোগাড়। টবি যখন তার পোশাক খুলে তাকে বিছানায় তুলল, মেয়েটা বুঝতেই পারেনি, টবি তার কী করতে চলেছে।

ও বলল প্লিজ টবি, এসব করো না। আমার বয়ফ্রেন্ড চটে যাবে।

–ওর কথা ভুলে যাও। পরে ওর কথা ভাবা যাবে। এখন আমার কথা ভাবো। সমস্ত রাত ধরে বিছানাতে শরীরে শরীর মিশে গিয়েছিল। বন্য উন্মাদনা জেগেছিল দুজনের মনে। তবে মিলিকে দেখে টবির মনে হয়েছিল, মিলির দেহটা এখানে আছে সত্যি, কিন্তু মন অন্য কোথাও পড়ে আছে। সব শেষ হলে ক্লান্তিতে টবি ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে সে দেখে মিলি কাঁদছে।

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য টবি বলে–হাই বেবি, ব্যাপারটা কী? এসব কি তোমার ভালো লাগেনি?

–লেগেছে। তুমি তা জানো। কিন্তু–

ওসব কথা ভুলে যাও। আমি তোমায় ভালোবাসি।

–সত্যি টবি, তুমি সত্যি বলছো?

হ্যাঁ, সত্যি ।

মেয়েদের শরীরে শরীর মেশানোর আগে পুরুষ এমন কত কথা বানিয়ে বলে। এসব কথার কোনো মানে নেই।

সাওয়ারে স্নান করে ফিরে তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে গানের সুর ভাবছিল টবি।

মিলি বলল–টবি, তোমাকে দেখার পর থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসেছি।

ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগছে, তাই না মিলি? এসো, ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেওয়া যাক।

ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। টবি নিয়ম মতো মিলিকে ভুলে যায়। কিন্তু আজ?

একটা রাত সে ওই মেয়েটার সঙ্গে শুয়েছিল, এই অপরাধে তার বাকি জীবনটা লন্ড ভন্ড হয়ে গেল।

এখন টবি দেখল...দীঘল সাদা ওয়েডিং গাউন পরা মিলি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

মিলিকে সে অভিশাপ দিল। অভিশাপ দিল তার দীর্ঘ পুরুষাঙ্গটাকে। এমন কী যেদিন সে পৃথিবীর আলো দেখেছিল, সেই দিনটাকেও অভিশাপ দিল।

.

লিমুজিনের সামনের সিটে বসেছিল মাফিয়া সঙ্গীটি, সে বলল–তোমার জবাব নেই। ব, বেজন্মাটা জানল না, কী ভাবে ও ফাঁদে পড়েছে।

ক্যারুসো হাসল। প্ল্যানটা দারুণ কাজে লেগেছে।

ক্যারুসোর বউ দারুণ দজ্জাল। সে জেনে গেছে রূপসী যুবতীর সঙ্গে ক্যারুসো ফস্টি নস্টি করে। তাই বউ চটে গেছে। বাঁচতে হলে...মাফিয়া সর্দার ক্যারুসোর রক্ষিতা এবং শয্যাসঙ্গিনী সোনালী চুল এই শো-গালের কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার ছিল।

টবি মিলিকে বিয়ে করল। সব ঝামেলা শেষ হয়ে গেল। এখন আর কেউ মিলি আর ক্যারুসোকে নিয়ে সন্দেহ করতে পারবে না।

নরম গলায় ক্যারুসো বলল–ও যেন মিলির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, সেটা দেখতে হবে।

.

বেনেডিক্ট ক্যানিয়নের একটা ছোট্ট বাড়িতে টবি আর মিলি উঠল। প্রথম প্রথম টবি প্ল্যান করত, কীভাবে এই বিয়েটা শেষ করা যায়। মিলির সঙ্গে সে খুব খারাপ ব্যবহার করবে। তখন মিলি রেগে গিয়ে ডির্ভোস করবে। অথবা মিলির সঙ্গে অন্য কোনো পুরুষের নাম

জুড়ে দিয়ে সে ডিভোর্স সুট ফাইল করবে অথবা মিলি ও ক্যারুসোকে ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়বে।

কিন্তু পরিচালক ডিক ল্যানড্রির সঙ্গে আলোচনার পর মত বদলাতে বাধ্য হল টবি টেম্পল।

বিয়ের কয়েক হপ্তা কেটে গেছে। বেল এয়ার হোটেলে সে ডিক ল্যানড্রির সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছিল।

ডিক বলল–আল ক্যারুসোকে তুমি কতটা চেনো?

-কেন?

-ওর সঙ্গে জড়িও না, লোকটা খুনী, একটা ঘটনার কথা জানি। ক্যারুসোর ছোটো। ভাই উনিশ বছরের একটা কচি মেয়েকে বিয়ে করে। পরে সে একদিন নিজের চোখে দেখে, তার বউ প্রেমিকের সঙ্গে বিছানাতে শুয়ে আছে। খবরটা সে দাদাকে জানায়।

তারপর কী হল?

ক্যারুসোর মাফিয়া গুন্ডারা সেই প্রেমিককে হাতেনাতে ধরল। মাংস কাটার ছুরি দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ কেটে দেওয়া হল। লোকটার চোখের সামনের সেটা পেট্রলে পোড়ানো হল। গুন্ডারা চলে গেল। রক্তপাতের দরুণ বেচারী মারা গেল।

টবির মনে পড়ল, ক্যারুসো বলেছিল, ওর প্যান্টের বোতামটা খোলো।

টবি ঘেমে ওঠে। ঠান্ডা ঘাম। ওর ভয় লাগে।

ও বুঝতে পারে, নিশ্চিত বুঝতে পারে, এই বিবাহিত জীবন থেকে ওর পরিত্রাণ নেই।

এবং তখনই...

.

১২.

এক-একদিন ফিল্ম প্রযোজক স্যাম উইনটার্সের মনে হয়, হলিউড কোনো ফিল্ম স্টুডিও নয়, এটা নেহাতই একটা পাগলা গারদ। সব কটা উন্মাদ তার পেছনে লেগেছে। সমস্যাগুলো পাহাড় ছুঁয়েছে। আগের রাতে স্টুডিওতে আবার আগুন লেগেছিল। এই নিয়ে মোট চারবার। মাই ম্যান ফ্রাইডে টিভি সিরিজের নায়ক টনি এই টিভি সিরিজের স্পনসরকে মুখ খিস্তি করেছিল। ওরা শো ক্যানসেল করতে চায়। বার্ট ফায়ারস্টোন কিন্তু এক অসাধারণ প্রতিভাবান ফিল্ম ডাইরেক্টর। পঞ্চাশ লাখ ডলার বাজেটের ফিল্মের শুটিং মাঝপথে বন্ধ করে দিয়েছে। কদিন বাদে আর একটা ফিল্মের শুটিং-ও বন্ধ করে দেওয়ার কথা। নায়িকা টেসি ব্র্যান্ড অভিনয় করতে রাজী হচ্ছে না।

প্রথমে আগুনের ব্যাপারটা বলা যাক। স্টুডিও কনট্রোলার জানিয়েছিল, পনেরো নম্বর স্টেজটা একেবারে পুড়ে গেছে। স্টেজ ষোলো নম্বরের যা ক্ষতি হয়েছে, সেটা সারাতে তিনমাস সময় লাগবে। স্যাম ওকে গোল্ডউইনের স্টুডিওতে জায়গা ভাড়া নিয়ে নতুন

করে স্টেজ তৈরী করতে বলল। ফায়ার মার্শাল রেইলি দেখতে ঠিক ফিল্মস্টার জর্জ ক্যানক্রফটের মতো। সে বলল, কোনো একটা বদমাইস লোক এই স্টুডিওর নানা জায়গাতে আগুন লাগাচ্ছে। টাইমিং সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। লোকটা নিশ্চয়ই একজন ইলেট্রিসিয়ান অথবা মেকানিক, ইলেকট্রিকের ব্যাপার-স্যাপারগুলো যার ভালোই জানা।

স্যাম বলল–ধন্যবাদ, খবরটা শুনে খুশী হলাম।

-এবার মাই ম্যান ফ্রাইডে।

তাহিতি থেকে টিভি প্রোডিউসার রজার ট্যাপ ফোন করছে–যে কোম্পানি টিভি সিরিজ স্পনসর করছে, তারই বোর্ডের চেয়ারম্যান ফিলিপ হেলার-বউকে নিয়ে সেটে এসেছে। আমাদের নায়ক টনি ফ্লেচার তাকে গালাগাল দিয়েছিল।

–জেসাস, তুমি এখুনি হেলারের কাছে ক্ষমা চাও, ফুল পাঠাও ওর বউকে। ওদের দুজনকে ডিনারে নেমতন্ন করো। টনির মাথায় গোলমাল হয়েছে। আমি নিজেই টনিকে ফোন করছি।

টনিকে গালগাল দিল স্যাম। আধঘন্টা বাদে সে বললটনি, আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি। ঈশ্বরের দোহাই, মিসেস হেলারের সঙ্গে শোওয়ার চেষ্টা করো না।

এরপর সমস্যা হল বার্ট ফায়ারস্টোনকে নিয়ে। বার্ট এক প্রতিভাবান ফিল্ম ডাইরেক্টর। স্যাম উইন্টার্সের প্যানপ্যাসিফিক স্টুডিও উঠে যাবার জোগাড় এই বার্টের জ্বালায়। ফায়ার

স্টোন দেয়ার ইজ অলওয়েজ টুমরো নামে একটি ফিল্ম শুটিং করছে একশো দশ দিন ধরে। বাজেটের ওপর দশ লক্ষ ডলার খরচ হয়ে গেছে। হঠাৎ শুটিং বন্ধ করে দিয়েছে ফায়ারস্টোন। অভিনেতা-অভিনেত্রী আর দেড়শো জন এক্সট্রা চুপ করে বসে আছে।

বার্ট ফায়ারস্টোনের বয়স বছর তিরিশ। শিকাগোয় একটা টিভি শো পরিচালনা করে পুরস্কার পেয়েছিল। তার নাম চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ে। হলিউডে এসে, সে তিনটে ছবি পরিচালনা করে। তিনটেই মোটামুটি ভালো চলে। চার নম্বর ছবিটা হিট হয়। সব স্টুডিও এখন ওকে নিতে চাইছে।

স্যাম দেখেছিল, লোকটা রোগা, লাজুক আর চোখে চশমা। দেয়ার ইজ অলওয়েজ টুমরো ছবিটা নিয়ে স্যামের সঙ্গে তার অনেক আলোচনা হয়। সে স্যামকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিল। বলেছিল, স্যামের অজ্ঞিতার ওপর সে নির্ভর করবে।

কনট্রাক্ট সই হবার পর দেখা গেল, ফায়ারস্টোন হিটলারের মতো স্বৈরাচারী।

অভিনয়ের জন্য যাদের নেওয়া হবে সে ব্যাপারে স্যামের বক্তব্য পাত্তাই পেল না। স্যামের তৈরী করা চিত্রনাট্য বাতিল করা হল। ফিল্মের লোকেশনও বদলে গেল।

তখনই স্যাম উইনটার্স চেয়েছিল, ফায়ারস্টোনকে ছাঁটাই করতে, কিন্তু কোম্পানির প্রেসিডেন্ট বুডলফ হেরগারশন রাজী হয়নি। সে ফায়ারস্টোনের একটা ফিল্ম দেখে খুবই খুশী হয়েছিল। বলা হল, স্যামকে এখন ধৈর্য ধরতে হবে।

–প্রোডাকসন মিটিং-এ তার বক্তব্য তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল ফায়ারস্টোন। স্যাম দাঁতে দাঁত চেপে সব কিছু সহ্য করতে বাধ্য হল। এছাড়া সে বেচারী করবে কী?

এখন আবার ফিল্মের শুটিং বন্ধ করে দিচ্ছে পরিচালক ফায়ারস্টোন। আর্ট ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ডেভলিন শেলিকে ফায়ারস্টোন ফোন করল।

কী হয়েছে, তাড়াতাড়ি বলো।

–কিড প্রিক অর্ডার দিন।

–কাট দ্যাট আউট। উনি মিস্টার ফায়ারস্টোন।

-সরি, মিস্টার ফায়ারস্টোন অর্ডার দিলেন দুর্গের সেট তৈরী করতে হবে। উনি স্কেচ আঁকলেন। ওগুলো পছন্দ হল।

স্কেচগুলো ভালোই ছিল। তারপর কী হল?

–ওনার কথা মতো আমরা দুর্গের সেট তৈরী করলাম। উনি কাল হঠাৎ বললেন, এই সেট চলবে না। ভেবে দেখুন, পাঁচ লাখ ডলারের সেট বাতিল হল।

–আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলছি।

.

ফায়ারস্টোন বাস্কেট বল খেলছিল। স্টেজ টোয়েন্টি থ্রিতে টেকনিক্যাল কর্মীদের সঙ্গে।

স্যাম দেখল। ভাবল, এই খেলার জন্য ঘন্টায় দু-হাজার ডলার জলে যাচ্ছে।

–বার্ট। বার্ট হাসল। হাত নাড়ল। ড্রিবল করল। বল বাস্কেটে ফেলে নিশ্চিন্ত মেজাজে খেলা ছেড়ে এল।

-কেমন চলছে স্যাম?

ছোকরার হাসি খুশী মুখের দিকে তাকিয়ে–স্যামের মনে হল, ছোকরা পাগল, প্রতিভাবান হতে পারে। কিন্তু উন্মাদ। ওকে পাগলা গারদে ভরা উচিত। কোম্পানির পঞ্চাশ লাখ টাকার ছবি ওর হাতে।

–শুনলাম, নতুন সেট নিয়ে নাকি সমস্যা হয়েছে, বার্ট? কী করা যায়?

–কিছু করা যাবে না। ও সেট চলবে না।

তার মানে, তোমার অর্ডারে তোমারই দেওয়া স্কেচ অনুযায়ী সেট তৈরী হয়েছে। ভুলটা কোথায় হয়েছে?

চোখ পিট পিট করে বার্ট বলল–কোনো ভুল হয়নি। আমিই মত বদলেছি। দুর্গের সেট লাগবে না। নায়িকা এলেন আর নায়ক মাইকের বিদায় দৃশ্য অভিনীত হবে, জাহাজের পটভূমি দরকার। মাইক এলেনকে বিদায় জানাতে এসেছে। জাহাজ সমুদ্রযাত্রা শুরু করবে।

–আমাদের জাহাজের সেট নেই।

নিরদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে বার্ট বলল–সেট তৈরী করো, স্যাম।

লং ডিসট্যান্স ফোনে প্রেডিডেন্ট বললেন–স্যাম, এই ফিল্মে কোনো বড় স্টার নেই। ফায়ারস্টোন শুধু পরিচালক নয়, সে মুখ্য তারকা। তার নামেই ফিল্ম চলবে।

-বাজেট ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

-গোল্ডউইন এমনি এক জনের সম্বন্ধে বলেছিল, দরকার না হলে এই কুত্তির বাচ্চাকে আর কখনও নেব না। এই ফিল্ম শেষ করার জন্য ওকে দরকার।

–এটা ভুল হচ্ছে।

–স্যাম, এ পর্যন্ত ফায়ারস্টোন যতটা ফিল্ম শুটিং করল, দেখেছ? কেমন হয়েছে?

চমৎকার।

–তাহলে জাহাজের সেট তৈরী করো।

সে বছর বক্স অফিসে সবথেকে বড়ো হিট হল ফায়ারস্টোনের ফিল্ম।

অভিনেত্রী টেসি ব্র্যান্ডকে নিয়েও একটা শুকনো সমস্যা দেখা দিল।

টেসি ব্র্যান্ড একজন বিখ্যাত গায়িকা। যখন ওর এজেন্টের সঙ্গে কথা বলেছে অন্য স্টুডিওর লোকেরা, তখন নিজে নিউইয়র্কে গিয়ে টেসির শো দেখে। ওকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করে কাজের কাজ করেছিল স্যাম উইন্টার্স। প্যান প্যাসিফিক স্টুডিও তিনটে ফিল্মের কনট্রাক্টে সই করেছে টেসি।

টেসিকে দেখতে খুব একটা সুন্দর নয়। এমন কুৎসিত চেহারার মেয়ে স্যাম এর আগে কখনও দেখেনি। তবে টেসির প্রতিভার কোনো তুলনা নেই। ব্রুকলিনের এক সাধারণ দরজির মেয়ে, ছোটো বেলায় ওকে গান শেখানো হয়নি। তবে স্টেজে দাঁড়িয়ে গান গাইলে শ্রোতারা পাগল হয়ে যায়।

একটা ফ্লপ ব্রডওয়ে মিউজিক্যালে বিকল্প গায়িকা হিসেবে টেসিকে রাখা হয়েছিল। এই নাটকটা মাত্র দুসপ্তাহ চলে ছিল। শেষ দিনে গায়িকা-অভিনেত্রী ফোন করে জানাল, হঠাৎ তার জ্বর হয়েছে। তাই টেসিকে স্টেজে নামতে হল। সামান্য কয়েকজন শ্রোতা ছিল। তাদের একজন ব্রডওয়ের নাট্য পরিচালক পল ভারিক। পলের পরবর্তী নাটকে নায়িকা হল টেসি। শো-টা টপ হিট হল। টেসির প্রথম রেকর্ড মাসে বিশ লাখ বিক্রি হল। তারপর থেকে টেসি যা ছুঁয়েছে, তাই সোনা হয়েছে। হলিউডের সকলের নজর গেল তার দিকে। কিন্তু টেসির কুৎসিত মুখ দেখে তারা অবাক হয়ে গেল।

টেসি স্যামকে বলল–ফিল্মে আমাকে কুৎসিত দেখাবে। সব স্টুডিও বলছে, আমাকে ওরা সুন্দরী সাজাবে। তা কি সম্ভব?

–প্লাস্টিক সার্জারি করে তোমার মুখটা পাল্টানো যেতে পারে। কিন্তু সেটা উচিত হবে না।আমি চাই, তুমি যেমন, দর্শকরা সেভাবেই তোমাকে দেখুক।

ইয়া। ।

–মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার্স যখন অভিনেতা ড্যানি টমাসের সঙ্গে কনট্রাক্ট সই করে, ল মেয়ার বলেছিল, ড্যানির নাকটা খুব খারাপ। প্লাস্টিক সার্জারি করে ওটা বদলাতে হবে। ড্যানি ওদের স্টুডিও ছেড়ে চলে গেল। কারণ সে জানে, দর্শক তার আসল মুখটা দেখুক। টেসি, আমিও বলছি, দর্শক তোমাকে চায়, তোমার গান শুনতে চায়। প্লাস্টিক সার্জারি করে কোন অপরিচিতা চোখের সামনে এলে তারা এই পরিবর্তনটা মেনে নেবে না।

–তুমি প্রথম মানুষ যে সত্যি কথাটা আমার মুখের ওপর সাহস করে বলতে পারলে। তোমার কি বিয়ে হয়েছে?

-না।

–তুমি কি মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াও?

–গাইয়ে মেয়েদের সঙ্গে নয়। আমি গান বুঝি না।

দরকার নেই। আমি তোমায় পছন্দ করি।

তাহলে আমার স্টুডিওর ফিল্মে তুমি কাজ করবে?

–হ্যাঁ।

–তোমার এজেন্টের সঙ্গে কথা বলব?

–তুমি সত্যিই মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াও না, তাই তো?

.

টেসি ব্র্যান্ডের প্রথম দুটো ফিল্ম বক্স-অফিস হিট। প্রথম বইতে সে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেল। দ্বিতীয় ফিলে পেল অস্কার।

টেসিকে দেখতে লোক পাগলের মতো ভিড় করে। তার গান শুনতে সকলে জমা হয় এক জায়গাতে। টেসি মানুষকে হাসাতে পারে। যে কোনো গান গাইতে পারে। অভিনয় জানে। এই কুৎসিত চেহারাটা তার একটা সম্পদ। কেননা দর্শক নিজেকে তার সঙ্গে একাত্ম করে রাখে। টেসি ব্র্যান্ড একটা প্রতীক। সে প্রতীক হল সেই সব মানুষদের, যাদের জীবনের কোনো আশা নেই। যাদের মুখের ওপর একটা কুৎসিত আবরণ আছে।

টেসি প্রথমে একটা ফিল্মের নায়ককে বিয়ে করেছিল। তারপর ডিভোর্স। দ্বিতীয়বার আবার ফিল্মের নায়কের সঙ্গে বিয়ে। আবার নাকি ডিভোর্স হতে চলেছে। এ ব্যাপারে স্যাম উইন্টার্স মাথা ঘামায় না। কোনো মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সে নাক গলাবে কেন।

টেসির এজেন্ট ব্যারি হারম্যান বলছে নতুন ফিল্মটার ব্যাপারে টেসি মোটেই খুশী নয়।

থামো। সে কনট্রাক্টে সই করেছে। তার পছন্দমতো প্রোডিউসার আর ডাইরেক্টার নেওয়া হয়েছে। এমন কী চিত্রনাট্যও সে পছন্দ করেছে। সেট তৈরী হয়ে গেছে। টেসি সেখানে অভিনয় করবে।

–সে ছেড়ে যেতে চাইছে না।

–তবে সে কী চায়?

–ও চায় ফিল্মের প্রোডিউসারকে বদলানো হোক।

কী বলছো? র‍্যালফ ড্যাসটিন সেরা প্রোডিউসার। টেসির ভাগ্য ভালো যে সে র‍্যালফের ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।

–আমি তোমার সঙ্গে এক মত স্যাম। কিন্তু ড্যাসটিন এই ফন্মে থাকলে টেসি এখানে কাজ করবে না, এ আমি বলে দিচ্ছি।

.

স্যাম র‍্যালফ ড্যাসটিনকে ডেকে পাঠাল। এক সময় সে ছিল বিখ্যাত চিত্রনাট্য লেখক। এখন প্রাযযাজক হিসেবে নাম করেছে। ওর প্রত্যেকটা ফিল্মে রুচিবোধের ছাপ আছে।

র‍্যালফ।

বলতে হবে না স্যাম। আমি নিজেই ছেড়ে দিচ্ছি।

ব্যাপারটা কি?

–জেসাস! তুমি কোথায় থাকো? মঙ্গল গ্রহে? নতুন প্রোডিউসার পছন্দ করে ফেলেছে টেসি।

–লোকটা কে? টেসির নতুন প্রেমিক?

–না, প্রেমিকা।

কী বললে?

–তার প্রেমিকার নাম বারবারা কার্টার। টেসির কসটিউম ডিজাইনার।

–টেসি তো পুরুষদের সঙ্গে শোয় বলে জানতাম।

-স্যাম, জীবনটা কাফে রেস্তোরাঁর মতো। খিদে পেলে মানুষ কত কী খায়। বাছ বিচার করে কী? সেরও খিদে পেয়েছে। শোওয়ার জন্য খিদে–কখনও পুরুষের সঙ্গে শোয় । কখনও মেয়ে-মানুষের সঙ্গে। টেসি বলেছে ফিল্মে মেয়েদের ঠিকমতো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তাই বারবারাকে প্রোডিউসার করতে হবে।

ব্যারি হারম্যানকে স্যাম ফোন করল-টেসিকে বলল, র‍্যালফ ড্যাসটিন ওর ফিল্মের প্রোডিউসারের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আশা করি, এবার টেসির কোনো অসুবিধা হবে না।

টেসি হয়তো এটা শুনে খুশীই হবে। বারবারা কার্টারকে সে নতুন প্রোডিউসার হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

বারবারা বেশ সুন্দরী। অফিসের কৌচে তার সুন্দর পা দুটো দুলছে। হাসতে হাসতে সে বলল কী করব বলুন? আমি পোডিউসার না হলে টেসি কাজ করবে না।

-তোমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে?

–হ্যাঁ, অনেক ফিল্ম দেখেছি।

–কিন্তু প্রযোজনা?

–পুরুষেরা মেয়েদের সমস্যা বোঝে না। মেয়েরা বোঝে। তাই টেসি চাইছে।

শেষ পর্যন্ত স্যামকে রাজী হতে হল। টেসি ব্র্যান্ডের একটা ফিল্মে তিন কোটি ডলার লাভ হয়।

বারবারা কার্টার এই ফিল্মের প্রযোজক। তাই সে এই ফিল্মের বিশেষ ক্ষতি করতে পারবে না। শুটিং শুরু হতে চলেছে। বড়ো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

স্যাম বলল–তুমি প্রোডিউসারের চাকরীটা পেলে, তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরের দিন সকালে হলিউড রিপোর্টার আর ভ্যারটি ম্যাগাজিনের প্রথম পাতায় এই খবরটা প্রকাশিত হল। টেসি ব্র্যান্ডের প্রথম ফিল্মের প্রোডিউসার বারবারা কার্টার। প্রথম পাতার নীচে ছোট্ট একটা খবর–তাহো হোটেলে শো দেখাবে কমেডিয়ান টবি টেম্পল।

টবি টেম্পল। আর্মির ইউনিফর্ম পরা তরুণ কমেডিয়ান টবির মুখটা মনে পড়তেই স্যামের মুখে হাসি ফুটল। ও এ শহরে শো দেখালে তা দেখতে হবে। স্যাম ভাবল, টবি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল না কেন?

.

১৩.

এক হিসেবে টবির সাফল্যের জন্য মিলিই দায়ী। বিয়ের আগে সে ছিল এক উঠতি কমেডিয়ান। এখন সাফল্যের একটা নতুন প্রেরণা দেখা দিয়েছে। সেই প্রেরণাকে আমরা ঘৃণা বলে ডাকতে পারি। যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে তাকে সে ভালোবাসে না। মিলির গলা টিপে মারতে ইচ্ছা করে। ভয়ে সে কিছু করতে পারে না।

ঘরের বউ হিসেবে মিলি কিন্তু চমৎকার। স্বামীকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে। টবি তাকে ঘেন্না করে। মুখে কখনও অভদ্র ব্যবহার করে না। খারাপ কিছু বললে মিলি হয়তো আল ক্যারুসোকে জানাবে। তখন কী হবে? লোহার ঘায়ে তার হাত ভেঙে গিয়েছিল, সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল যন্ত্রণা। আল ক্যারুসোর মুখটা দেখতে পায় সে। ক্যারুসো বলেছিল, তুমি যদি কখনও মিলিকে কষ্ট দাও...

কথাটা সে শেষ করেনি তাই এখন কেমন যেন হয়ে গেছে টবি। দর্শক আর শ্রোতার ওপর সমস্ত আক্রোশ মেটাতে চাইছে। তার শোর মাঝখানে কেউ কথা বললে সে তীব্র বিদ্রূপ করে। মুখে একটা নিষ্পাপ সরল ভঙ্গি ফুটিয়ে রাখে। নিষ্পাপ মুখ আর বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা–এই দুয়ের সংমিশ্রণে সে একজন সত্যিকারের স্টার হয়ে ওঠে। তাই এখন । টবিকে সকলে নতুন তারকা নামে ডাকছে।

ইওরোপ থেকে ফিরে ক্লিফটন লরেন্স অবাক হয়ে শুনল তার ক্লায়েন্ট টবি টেম্পল এক শো-গার্লকে বিয়ে করেছে।

একদিন সে টবির কাছে প্রস্তাব ছুঁড়ে দিল-ব্যাপারটা কী, টবি?

টবি অবাক হবার ভান করে বলল–বলার কিছুই নেই। মিলির সঙ্গে দেখা হল, ওকে ভালোবাসলাম আর বিয়ে করলাম।

–তোমার জনপ্রিয়তা বাড়ছে, সে খবর রাখো? থান্ডার বার্ড হোটেলে চার সপ্তাহ শো, সপ্তাহে দুহাজার ডলার পাবে।

ট্যুরের কী হল?

–যেতে হবে না, লাস ভেগাসের হোটেল দশ গুন বেশী টাকা দেয়।

লাস ভেগাসের এনগেজমেন্ট ক্যানসেল করো। আমি ট্যুরে যাব।

বদমেজাজ নয়, টবির আচরণে একটা চাপা রাগের প্রকাশ। ক্লিফটন তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

ট্যুরের পর ট্যুর। নাইট ক্লাব থেকে থিয়েটার, অডিটোরিয়াম, এমন কী কলেজেও শো দেখাচ্ছে টবি। সে কোনো বাছ-বিচার করছে না। তার জীবনে এক মুহূর্ত অবসর থাকবে না। মিলির কাছ থেকে তাকে অনেক অনেক দূরে সরে যেতে হবে।

রুপসী যুবতীরা ড্রেসিং রুমে ভিড় করছে। তারা টবির শয্যাসঙ্গিনী হতে চায়। টবি রাজী হয় না।

ক্যারুসো একজন লোকের পুরুষাঙ্গ কেটে দিয়েছিল। পেট্রল জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল। ক্যারুসোর কথা সবসময় মনে পড়ে টবির–তোমার এটা সত্যিই বড়ো, যতক্ষণ তুমি এটা দিয়ে মিলিকে খুশী করবে, আমরা কিছু বলব না। কিন্তু যদি...

তাই রূপসী যুবতীদের ফিরিয়ে দেয় টবি। বলে, আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি। কথাটা চারপাশে ছড়িয়ে যায়। টবি একজন ফ্যামিলি ম্যান, মেয়েদের সাথে অযথা ফস্টিনস্টি করতে ভালোবাসে না।

কিন্তু অতৃপ্ত যৌনবাসনা তাকে অস্থির করে তোলে। কল্পনা করতে করতে ভাবে কত রূপসী যুবতী তার শয্যাসঙ্গিনী হতে চাইত। কিন্তু সে কারো আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছে না, এমনই দুর্ভাগ্য তার।

ট্যুর শেষ হল। বাড়ি ফিরল। মিলি তার যুবতী শরীর সাগ্রহে মেলে ধরল। টবির মনে যৌন কামনা নেই। জেগেছে ঘৃণা আর রাগ। আল ক্যারুসোকে খুশী করতে হবে বলে সে নিয়ম করে মিলির সাথে মিলিত হচ্ছে। মিলনের শেষে মিলির নগ্ন দেহে কাঁপুনি জাগে। মিলি আর্তনাদ করে ওঠে। টবি জানে, এটা শীৎকার।

কিন্তু সে? সে কি আর কখনও প্রেমের জগতে ফিরতে পারবে?

১৯৫০ সালের জুন মাস, উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়ায় ঢুকতে চাইল। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান কোরিয়ায় সৈন্য পাঠালেন। টবি ভেবেছিল, এই যুদ্ধে সে কোরিয়াতে যাবে। তাহলে মিলির থেকে অনেক দূরে যাবার সুযোগ পাবে।

ডিসেম্বরের শুরুতে ডেইলি ভ্যারাইটি পত্রিকাতে সেই খবরটা প্রকাশিত হল। কমেডিয়ান বৰ হোপ এবারে বড়োদিনে কোরিয়ায় মার্কিন সৈন্যদের শো দেখাবে। আধ মিনিট পরে ক্লিফটন লরেন্সকে ফোন করল টবি। সে বলল–ক্লিফ, আমি বব হোপের গ্রুপের সঙ্গে কোরিয়ায় যেতে চাইছি।

কী লাভ? তোমার বয়স মাত্র তিরিশ বছর। এই ট্যুর খুবই কষ্টসাধ্য।

–তা আমি জানতে চাই না। আমার দেশের সৈনিকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওখানে লড়াই করছে। আমি ওদের গোমড়া মুখে হাসি ফোঁটাতে চাইছি।

টবির কথা শুনে খুশী হল ক্লিফটন লরেন্স। সে বলল–ও. কে, দেখছি। কী করা যায়।

ঘন্টা খানেক বাদে ক্লিফ টবিকে ফোন করলবব হোপ তোমাকে সঙ্গে পেলে খুশী হবে। তবে তুমি যদি মত বদলাও।

প্রত্যয়ের সঙ্গে টবি জবাব দিল–সে রকম কোনো সম্ভবনা নেই।

.

তেগু, পুসান, শোনজু। টবি অনগর্ল কথা বলছে, সৈনিকরা হাসছে। টবির মন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে মিলি। পুরোনো অপমান আর তার মনে থাকে না।

এক্সমাসের পর গুয়ামে গেল টবি টেম্পল। হাসপাতালে আহত সৈনিকদের মুখে হাসি ফোঁটাল সে। কিন্তু? ঘরে ফেরার দিন, আবার মিলির সাথে মিলল, আবার আপমান এবং ঘৃণা।

এপ্রিল মাসে দশ সপ্তাহের ট্যুর সেরে প্লেনে বাড়ি ফিরল টবি টেম্পল। এয়ারপোর্টে মিলি তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মিলি বলল–ডার্লিং, এবার আমাদের বাচ্চা হবে।

কথাটা শুনে টবি স্তম্ভিত। তার মনের কোণে একটুখানি আশা জেগেছিল, আজি অথবা আগামীকাল সে মিলির হাত থেকে মুক্তি পাবে।

কিন্তু এখন? সে বুঝতে পারল, মিলি তাকে কোনদিনই মুক্তি দেবে না।

.

এক্সমাসে বাচ্চা হবার কথা। টবি গুয়ামে যাবার ব্যবস্থা করেছিল।

আল ক্যারুসো যদি রাগ করে? মিলি মা হতে চলেছে, আর টবি চলে যাচ্ছে।

আল ক্যারুসোকে ফোন করল সে। ক্যারুসোর পরিচিত স্বর ভেসে এল-হাই কিড, তোমার গলার স্বর আমার ভালো লাগবে। তুমি নাকি শিগগিরই বাবা হচ্ছে। তোমাকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি। এখন কেমন লাগছে?

–সেই জন্যই তোমাকে ফোন করছি। এক্স মাসে মিলির বাচ্চা হবে। কিন্তু আমাকে গুয়াম আর কোরিয়াতে যেতে হবে। কী করব বলো তো?

-সত্যিই এক সমস্যা।

–আমি সৈনিকদের মনে দুঃখ দিতে চাই না। আবার মিলিকেও নয়। এখন উভয় সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়েছি।

–সত্যি আমরা সবাই আমেরিকাকে ভালোবাসি। ওই সৈনিকরাও তো আমাদের জন্য যুদ্ধ করছে, তাই না? তুমি কোরিয়াতে যাও। মিলির কোনো কষ্ট হবে না। বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটা মেয়েদের কাছে কোনো নতুন কিছু নয়।

.

ছ-সপ্তাহ কেটে গেছে। এক্সমাসের ঠিক আগে পুসানের আর্মি পোস্টে অ্যামেরিকান, সৈনিকদের মুখে টবি হাসি ফুটিয়েছে। প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে স্টেজ থেকে নেমে আসছে

কে যেন তার হাতে একটা চিরকুট দিয়ে দিল।

সন্তান প্রসবের সময় মা আর ছেলে দুজনেই মারা গেছে। তার মানে? মিলি নেই।

আমি এখন স্বাধীন!

.

১৪.

দিনটা আজ স্যামের ভালোই যাচ্ছে। টেসি ব্র্যান্ডের নতুন ফিল্মের রাশ দেখেছে সে। দারুণ হয়েছে। টেসি ব্র্যান্ড দারুণ গান গেয়েছে। নতুন অভিনয়ের চেষ্টা করেছে। প্রোডিউসার হিসেবে বারবারা কার্টারের বেশ নাম হবে। শুধু তাই নয়, ফিল্মটা হিট হবে এ বিষয়ে স্যাম নিঃসন্দেহ। এ ব্যাপারে তার অনুমান কখনও ভুল হয় না। কসটিউম ডিজাইনারদের কাছেও এটা একটা দারুণ বছর।

প্যান প্যাসিফিক স্টুডিও টিভি শো ম্যাই ম্যান ফ্রাইডে দর্শকরা নিয়েছে। পাঁচ বছরের জন্য নতুন কনট্রাক্টের কথা হচ্ছে। লাঞ্চ খেতে যাবে সে, লুসিল বাধা দিল।

–যে লোকটা স্টুডিওতে বারবার আগুন লাগাত, তাকে ধরা সম্ভব হয়েছে। ওরা তাকে এখানে নিয়ে আসছে।

পেছনে দুজন প্রহরী। লোকটা চেয়ারে বসেছিল। কে সে? বিখ্যাত ফিল্ম ডাইরেক্টের ড্যালাস বার্ক!

স্যাম বলল–ঈশ্বরের দোহাই, কেন?

ড্যালাস বার্ক বলল–আমি তোমার করুণা চাইনি। আমি তোমাকে ঘেন্না করি। তোমাকে, এই স্টুডিওকে, এই ব্যবসাকে। আমার প্রতিভায় এই ব্যবসা চলেছে। আমার প্রতিভার দরুণ তোমরা কোটি কোটি ডলার আয় করেছ। অথচ, আমাকে এখন আর ডাকো না। তোমরা আমার কাছে বাজে গল্পের চিত্রসত্ত্ব কেনো। আমি জানি সেই গল্প নিয়ে তোমরা ফিল্ম করবে না। এভাবে তোমরা আমাকে করুণা দেখাতে চাইছ। স্যাম, আমি করুণা চাই না। আমি কাজ চাই। কিন্তু তোমরা আমাকে কাজ দিচ্ছ না কেন?

প্রহরীরা ড্যালাস বার্ককে নিয়ে গেল।

স্যাম ভাবছিল, সেইসব অসাধারণ ছবির কথা, একসময় ড্যালাস যা তৈরী করেছিল।

–অন্য কোন ব্যবসা হলে লোকটা সম্মান পেত, চেয়ারম্যান হত। সারা জীবন পেনশন পেত।

এটা ফিল্মি দুনিয়া। এখানে ওপরে জাঁকজমক আছে। ভেতরটা একেবারে অন্তঃসার শূন্য। এখানে মানুষ গতকালকে মানে রাখে না। সবাই বর্তমানের পূজারী।

.

১৫.

কমেডিয়ান টবি টেম্পল ধীরে ধীরে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

১৯৫১ সাল। একটির পর একটি নাইট ক্লাব। শিকাগোর শেজ, প্যারী, ল্যাটিন ক্যাসিনোর ফিলাডেলফিয়া। নিউইয়র্কের কোপাকাবানা, ছোটেদের হাসপাতালের জন্য বেনিফিট শো।

যেখানে মানুষ, সেখানহৈে টবি ছুটে চলে। টবি কথা বলে, সবাই তন্ময় হয়ে তার কথা শোনে। টবি নাচে, সবাই অবাক হয়ে তার নাচের ভঙ্গিমার দিকে তাকিয়ে থাকে। টবি গান গায়, সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই গান শোনে। মানুষ হাততালি দেয়। এই হাসি টবিকে প্রেরণা দেয়।

পৃথিবীতে ইতিমধ্যে অনেক বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটে গেছে। টবি প্রত্যেকটি ঘটনা থেকে কমেডির প্রেরণা লাভ করেছে।

১৯৫১ সালে জেনারেল ম্যাক আর্থারের চাকরী গেল।

উনি বলেছিলেন, পুরোনো সৈনিকেরা মরে না। শুধু রং ছুট হয়ে যায়।

টবি বলল কমেডিয়ান ও সৈনিকেরা একই লন্ড্রি ব্যবহার করে।

১৯৫২ সালে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ হল।

টবি বলল–আটলান্টাতে আমার শো শুরু হলে ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটেছিল।

আইজেন হাওয়ার প্রেসিডেন্ট হলেন। জোসেফ স্তালিন মারা গেলেন।

সমসাময়িক সব ঘটনাকে নিয়ে টবি অসাধারণ কমিক করল। শ্রোতারা হাসল। কিন্তু এর অন্তরালে টবি একদম একা আর নিঃসঙ্গ। আরও–আরও বেশী শ্রোতা চাই তার। আরও বেশী সুন্দরী শয্যাসঙ্গিনী। শো বিজনেসের একেবারে চূড়ায় তাকে উঠতে হবে।

মায়ের ভবিষ্যৎবাণী অনেকটা সত্যি হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মা তা দেখে যেতে পারল না। মা নেই, তবে বাবা তো আছে।

ডেট্রয়েটের নার্সিংহোমে টবির বাবাকে ভর্তি করা হয়েছে। স্ট্রোকের পর থেকে সেখানেই তাকে থাকতে হয়। নার্স আর অন্য রোগীরা টবিকে দেখে ভিড় জমায়।

টবি, হারল্ড হবসন শো-তে তুমি দারুণ করেছে। এত মজার মজার কথা মনে আসে কী ভাবে?

–লেখকরা আমাকে বলে দেয়।

ওর বিনয়ে মানুষজন হেসে ওঠে। ওর বাবাকে হুইলচেয়ারে আনা হল।

বাবা, তোমারই তো উচিত নার্সকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে ঘোরানো।

এমন একটা বিষয় নিয়েও টবি অনায়াসে কমিক শো করতে পারে। এমন কী নার্সদের যৌন-জীবন নিয়ে রসিকতা করে। তারা রাগ করে না। তারা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

-তোমাদের মতো ভালো শ্রোতা আমি জীবনে পাব না, আসলে বাবার সঙ্গে একটু সময় কাটাতে চাই। নতুন রসিকতা বাবার কানে শোনাব আমি।

ওরা আরও হেসে ওঠে।

টবির বাবা বলছে–একটা ভালো খবর আছে। বুড়ো আর্ট রাইলী কাল মরেছে।

–ভালো খবর কেন?

–ওর ঘরটা আমি পাব।

বুড়ো হওয়া মানে কী? বেঁচে থাকার জন্য আরও প্রচণ্ড ইচ্ছা। এই জীবনের থেকে মৃত্যু ভালো। কিন্তু তবু তো জীবন। টবি নিয়মিত বাবাকে টাকা দেয়। নার্স আর অ্যাটেনডেন্টদের হাতে মোটা টাকা টিপস তুলে দেয়।

কিন্তু ওখান থেকে বের হলে শো ছাড়া আর কিছুই মনে থাকে না তার।

.

১৬.

জোসেফাইন জিনস্কির বয়স এখন সতেরো। সোনালী রঙের তনুবাহার তার। দীঘল কালো চুল। বাদামী চোখের তারায় একটু সোনালী ছোঁয়া। ভারী দুটি স্তন। সরু কোমর। নিটোল নিতম্ব। দীঘল এবং সুঠাম পা।

স্কুলের পর গোল্ডেন ডেরিক নামের রেস্তোরাঁতে ওয়েট্রেসের চাকরী করে। মারী ল আর সিসি টপিং-এর মতো পুরোনো বান্ধবীরা যখন আসে, তখন তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলে। কিন্তু তার আচরণের মধ্যে অন্তরঙ্গতা নেই। জোসেফাইনের মনের আড়ালে অদ্ভুত একটা চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। এই নোংরা শহর থেকে আজ অথবা আগামীকাল সে অন্য কোথাও যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে, কিছুই সে জানে না। মাথার যন্ত্রণা আজও সারেনি। একডজন পুরুষের সঙ্গে তার ভাব ভালোবাসা। তার মধ্যে ওয়ারেন হফম্যানকে খুব পছন্দ করেছে জোসেফাইনের মা।

–ওয়ারেন নিয়মিত গির্জায় যায়। প্লাম্বিং-এর ব্যবসাতে ভালো টাকা আয় করে। ও তোকে ভালোবাসে।

–লোকটার বয়স পঁচিশ, লোকটা মোটা বিশ্রী।

–টেকসাসে গরীব মেয়ের জন্য রাজপুত্র জোটে না।

সিনেমা হলে বসে ওয়ারেন হফম্যান জোসেফাইনের হাত ধরে থাকে। জোসেফাইন ওকে পাত্তা দেয় না। মোটেই ভালো লাগে না। সিনেমার পর্দায় সৌন্দর্য, হাসি আর সুখের এক অপরূপ জগত। জোসেফাইন স্বপ্ন দেখে। কোনো একদিন সে হলিউডে যাবে। এক ধনী পুরুষকে বিয়ে করবে। জীবনটাকে একেবারে পাল্টে ফেলবে সে।

এখানকার ধনী যুবকদের মধ্যে ডেভিড কেনিয়নের বিয়ে হয়নি। ওর একটা ফটো বান্ধবীর কাছ থেকে জোগাড় করেছে জোসেফাইন, নিজের খাতায় সেটা লুকিয়ে রাখে। যখন তার মনে খুব দুঃখ হয় আনমনে ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক।

ডেভিড কেনিয়ন ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করছে। চার-চারটি বছর কেটে গেছে। এইটুকুই একমাত্র জানে জোসেফাইন। জুলাই মাসের এক শনিবার, স্পোর্টস কারের আরোহীদের রিপোর্ট নিতে গিয়ে সে শুনল–হ্যালো, স্ট্রেনজার।

ডেভিড কেনিয়ন কথা বলছে। ওর পাশে বসে আছে সিসি টপিং। পরের দিন সকালে ডেভিডের ফোন–তুমি আরও সুন্দরী হয়েছ জোসেফাইন।

সেদিন ওরা ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁতে বসেছিল। ওদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। জোসেফাইনের শরীরে কামনার দংশন ভাঙতে চাইছে না ডেভিড। জোসেফাইনের হাত ছুঁলেই তার শরীরে চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। অথচ, অন্য পুরুষ যখন কঠিন হাতে তার স্তন নিষ্পেষন করে, তখন সে বিরক্ত হয়। কেউ স্কার্ট তুলে তার উরুতে হাত দিলে সে চটে যায়।

তার মানে? আমি কি সত্যি সত্যি ডেভিডকে ভালোবেসে ফেলেছি? ডেভিড বড়োলোকর ছেলে, কিন্তু তার বড়োলোকি চাল মেই।

রেস্তোরাঁয় মেক্সিকান পাঁচক প্যাকো খুব ভালো লোক। একদিন রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। ডেভিড বাইরে গাড়িতে জোসেফাইনের জন্য অপেক্ষা করছে।

রান্না ঘরে প্যাকো বলল–প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপার?

-কী করে বুঝলে?

–তোমার সুন্দর মুখ ওকে দেখে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। ওকে বলল, ও একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ।

নিশ্চয়ই বলব।

প্যাকোর গালে চুমু খেল জোসেফাইন।

সেই মুহূর্তে জানলার বাইরে গাড়িতে কে যেন বসে আছে।

এই হল টবির নতুন চিত্রনাট্য। অথচ চোখ বন্ধ করলে সে বাবাকে দেখতে পায়। হাসপাতালের পরিবেশ। অসহায় বৃদ্ধরোগী আর রোগিনীরা। নার্স ও অ্যাটেনড্যান্টদের দল।

ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাব

দ্বিতীয় খণ্ড

০১.

ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাবের বার্ষিক ডিনার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এখানে প্রধান অতিথি। ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সিনেটর, ক্যাবিনেট সদস্য অথবা প্রধান বিচারপতি সকলেই এসেছেন। মাস্টার অফ সেরিমোনিজ-এর পদের গুরুত্ব খুব বেশী, জনপ্রিয় এক কমেডিয়ানকে এই পদ দেওয়া হল।

পনেরো বছরের এক মেয়ের সে বাবা। এই মর্মে মামলা রুজু হল। কমেডিয়ান দেশ থেকে পালিয়ে গেল। ডাকা হল এক ফিল্মস্টারকে। যেদিন পার্টি, সেদিন সকালে ফিল্মস্টারকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। অ্যাপেনডিক্সের ব্যথা উঠেছে। অথচ ডিনারের আর দু-ঘন্টা বাকি। ফিল্ম আর টিভির নামজাদা তারকাদের মধ্যে কাছে পিঠে কেউ নেই। শেষ অব্দি উঠতি কমেডিয়ান টবি টেম্পলের নাম উঠল।

ডিনার কমিটির চেয়ারম্যান ডাউনি টবিকে বোঝালেন, তোমার রসিকতাগুলো আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু আজ তোমাকে ভেবে চিন্তে কথা বলতে হবে। মনে রেখো, সাংবাদিকরা তোমার ওপর নজর রেখেছে। তুমি যা বলবে সব কটা কাগজে সেই রিপোর্ট বেরোবে। প্রেসিডেন্ট অথবা কংগ্রেস সদস্যদের সম্পর্কে কোনো খারাপ মন্তব্য করো না।

আমার ওপর আস্থা রাখুন। ধীরে ধীরে বলল টবি।

ডায়াসের কেন্দ্রে প্রেসিডেন্ট বসে আছেন। পেছনের সিক্রেট সার্ভিসের জনা ছয় এজেন্ট। টবিকে কেউ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি।

টবি জানে, প্রেসিডেন্ট তাকে মনে রাখবেন। প্রেসিডেন্ট সহজ সরল ঘরোয়া মানুষ। তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন।

তিনি বলেছিলেন-কমপিউটারের ওপর আস্থা না রেখে মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা উচিত। আমি যখন অন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে আলোচনায় বসি, তখন আমাকে সাহায্য করে প্যান্টের পেছনটা।

ওর এই কথাটা এখন এক প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

টবি শো-র শুরুতে বলল–মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমার গর্ব এবং আনন্দ আমি যে ডায়াসে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানেই বসে আছেন এমন একজন মানুষ, যার পাছার সঙ্গে সারা দুনিয়া তার দিয়ে জোড়া।

এক লহমার জন্য এই কথা শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর এর আসল অর্থ বুঝে প্রেসিডেন্ট হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসি একটা সংক্রামক রোগের মতো, অন্য সকলের মুখে ছড়িয়ে গেল। সিনেটরদের ব্যঙ্গ করছে টবি। সুপ্রীম কোর্টকেও বিদ্রূপ করছে। সাংবাদিকদেরও ব্যঙ্গ করতে ছাড়ছে না। অথচ তার নিষ্পাপ মুখ দেখে কেউ তাকে ঘৃণা করছে না।

শো শেষ হলে প্রেসিডেন্ট বলল–টবি, সোমবার রাতে হোয়াইট হাউসে ডিনারের আসর, তুমি এলে আমি খুশী হব।

হোয়াইট হাউস!

সাংবাদপত্রে শিরোনাম–

লন্ডনের প্যালাডিয়াম।
চ্যারিটি শো
ইংল্যান্ডের রানির সম্মানে বিশেষ শো–
প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডিনার

পুঁজিপতি থেকে রাজনীতিবিদ, গভর্ণর থেকে সাধারণ মানুষ–সবাইকে নিয়ে বিদ্রূপ। সবাই হাসছে।

ক্লিফটন লরেন্স বলল–ফক্স, ইউনিভারসাল, প্যান প্যাসিফিক–সবাই তোমাকে চাইছে। তোমার নিজস্ব টিভি শো হবে।

কত পাব? জানতে চাইল টবি।

–প্রতি সপ্তাহে দশ হাজার ডলার। দু-তিন বছরের কনট্রাক্ট।

টবি খুশী। পৃথিবীর মানুষ কত বোকা, তাই বলে এত আয় হবে? ক্লিফটন লরেন্সও খুশী হয়েছে। অনেক ডলার কমিশন পাবে সে।

কেন পাবে? টবির ঘাম ও প্রতিভার বিনিময়ে। সে কোনো নোংরা ক্লাবে শো দেখায় নি, মাতাল শ্রোতারা তার দিকে বিয়ারের বোতল ছুঁড়ে দেয়নি। আরশোলা ভরতি কোনো নোংরা ঘরে তাকে এক মুহূর্তের জন্য শুতে হয়নি। সাফল্যের মূল্য সে কী করে বুঝবে?

ছটি সপ্তাহ কেটে গেছে।

ক্লিফটন লরেন্স বলল–টিভির সঙ্গে ফিল্ম। ফিল্মের প্রযোজক স্যাম উইনটার্সের প্যান প্যাসিফিক স্টুডিও। ফিল্মের নাম দ্য কিড গোজ ওয়েস্ট।

-আমি আর্মিতে স্যাম উইন্টার্সের সঙ্গে ছিলাম। তুমি বেশী টাকা বলল। কনট্রাক্টের শর্ত, টবি রিহার্সালে আসবে না। চার কোটি লোক দেখবে টবি টেম্পলের শো।

অবশেষে সেই শো শুরু হল। লোকে দেখে আর হাসে। চড়চড় করে টবির দাম বাড়তে থাকে। টবি টেম্পল এখন আর স্টার নয়। সে এই মুহূর্তে এক সুপার স্টার। রাজাদের সঙ্গে রসিকতা করে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গলফ খেলে, উঁচু মানুষদের ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। সে প্রতিষ্ঠান বিরোধী কমেডিয়ান। তাই সাধারণ মানুষ তার প্রতি উজাড় করে দেয়। ভালোবাসা।

বেল এয়ারে সুন্দর বাড়ি আছে তার। আটটা বেডরুম আছে সেই প্রাসাদে। আছে মুভি থিয়েটার, মদের সেলার, সুইমিং পুল।

পাম স্প্রিংসে আরও একটা বড়ো বাড়ি বানিয়েছে। রেসের ঘোড়া আছে কালো কুচকুচে। চারজন সেক্রেটারী, একজন সুন্দরী। বয়স একুশ, মাথার চুলে মধু রং। সমস্ত শরীরে টান টান যৌন আবেদন! ওকে খাটো স্কার্টের নীচে কিছু পরতে বারণ করেছে টবি। এতে দুজনেরই সময় বাঁচে।

প্রথম ফিল্মটা দারুণ হিট হয়েছে। চড়া দাম হেঁকে টবি বলেছে–স্যাম, হলিউডে আসার পর তোমায় ফোন করেছিলাম। তুমি ফোনে জবাব দিলে সস্তায় হত।

–আমার দুর্ভাগ্য।

তিনটে নতুন ফিল্মের কনট্র্যাক্ট।

ক্লিফ, তুমি অন্য কোনো স্টারের এজেন্ট হবে না। শুধু আমার। একদল পুরুষ মিলে একটা মেয়ের সাথে ফুর্তি করার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই, আপ্তবাক্যটা মানো তো?

তাই হল। টবি তবুও একা। টাকার বিনিময়ে শয্যাসঙ্গিনী আর উপহারের বিনিময়ে বন্ধু। এভাবে আর কতদিন চলবে?

একজন সঙ্গীতজ্ঞ বলেছিল–টবি, তোমার ভালোবাসা কেনার দরকার নেই। লোকে এমনিতেই তোমাকে ভালোবাসে।

তবু ঝুঁকি নিই না।

শেষ পর্যন্ত টবির শো-এ জায়গা পেল না ওই মিউজিসিয়ান।

নিঃসঙ্গতা, একাকীত্বের যন্ত্রণা, ভালোবাসার তীব্র তিয়াস, শ্রোতার হাসি আর দর্শকের হাততালি। তখন নিঃসঙ্গতা দূর থেকে, আরও দূরে চলে যায়। সাফল্য, আরও সাফল্য। হাসি, আরও হাসি।

অভিনেতা নিজেকে লুকিয়ে রাখে শেক্সপীয়ারের শব্দের মধ্যে, জর্জ বার্নাড শ তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, মলিয়েলের লেখা কবিতাও তাকে আড়াল করে। গায়ক গারশউইন বা রোজার্স বা কোল পোর্টারের লেখা গানের সাহায্য সে পায়।

কিন্তু একজন কমেডিয়ান একেবারে নিঃসঙ্গ এবং একা। কেউ তাকে সাহায্য করে না। পরিস্থিতির সঙ্গে তাকে মানিয়ে চলতে হয়।

ডিনারের বিখ্যাত ডাক্তার খুব কষ্ট করে রসিকতা শোনাচ্ছে।

টবি বলল–ডক, হাসিও না। আমাদের বাঁচতে দাও।

ফিল্ম শুটিং-এর জন্য সিংহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রাডে।

টবি বলল খ্রিষ্টানরা আর মাত্র দশ মিনিট।

ক্যাথলিক বন্ধু ছোটোখাটো অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। লোকটা প্রায় সেরে উঠেছে। সুন্দরী এক নার্স বিছানা ঠিক করছে। অসাবধানে তার স্তন ছুঁয়ে যায় রোগীটির। পুরুষের পুরুষাঙ্গ কঠিন হয়ে উঠে।

নার্স বলে ওঠে-গুড লর্ড, এটা কী?

-সরি, সিস্টার।

দুঃখিত হবার কিছু নেই। এটা একটা দারুণ জিনিস।

সিস্টার নগ্ন হয়ে শুয়ে পড়ে তার ওপর।

ছ-মাস পর ক্যাথলিক ভদ্রলোক জানতে পারে, এটা টবি টেম্পলের একটা রসিকতা। হাফগেরস্ত মেয়ে মানুষকে নার্স সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল টবি।

–এলিভেটরে নামছে টবি। সঙ্গে নামকরা এক ভদ্রলোক। টি. ভি. নেটওয়ার্কের কর্তাব্যক্তি। গম্ভীর ধরনের মুখ ভঙ্গি।

টবি বলল–অল্পবয়সী মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক হয়েছিল তোমার। এই কেসটায় তুমি ছাড়া পেয়েছ।

টবি বেরিয়ে গেল। আধডজন লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে।

টবি ঢুকল স্যাম উইন্টার্সের অফিসে।আমার এজেন্ট তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

এজেন্ট নয়। ভেতরে ঢুকল ট্রেনিং পাওয়া একটা চিতাবাঘ। বাইরে থেকে টবি দরজা বন্ধ করে দিল।

তিনজন লোকের তখন হার্ট অ্যাটাক হবার জোগাড়।

ও. হ্যানলন আর রেইনজার-এর অধীনে দশ জন লেখক টবিকে রসিকতা জোগায়। পেশাদার এক বারবনিতাকে ওদের দলে ঢুকিয়ে দিল টবি। দেখা গেল, বেডরুমে সেই লেখকরা বেশী সময় কাটাচ্ছে।

টবির বদান্যতার সীমা পরিসীমা নেই। অকাতরে দান করতে সে ভালোবাসে। অনেক বন্ধুর হাতে সোনার ঘড়ি তুলে দেয়। কাউকে দেয় সোনার সিগারেট লাইটার। দামী পোশাক কিনে দেয়। ইউরোপ বেড়ানোর খরচ দেয়। তাই পকেটে তাকে অনেক টাকা রাখতে হয়।

ফিল্মে অভিনয়ের জন্য যারা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা প্রত্যেক হপ্তায় শুক্রবার টবির বাড়িতে ভিড় জমায়। টবি বলে–ভ্যারাইটি ম্যাগাজিনে দেখলাম, তুমি নাকি অমুক ছবিতে সুযোগ পেয়েছ?

একদিন লেখকদের একজন দেরী করে ওই অধিবেশনে এল। সে বলল–আজ সকালে আমার বাচ্চাটা মোটরগাড়ি চাপা পড়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

টবি বলল–রসিকতাগুলো লিখে এনেছ?

সকালে অবাক হল। অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। একজন লেখক ও. হ্যানলনকে বলল দুনিয়ার সবথেকে ঠান্ডা স্বভাবের ধনী এই টবি। ওকে সন অফ এ বিচ বললেই ঠিক বলা হয়। কারোর ঘরে আগুন লাগলেও তাতে জল সেচতে পারে। এমনই হৃদয়হীন।

এই টবি নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে ওই লেখকের ছেলের অপারেশনের ব্যবস্থা করেছিল। নামজাদা ব্রেন সার্জনের সঙ্গে যোগাযোগ করল। কিন্তু সে লেখককে বলল–একথা আর কেউ জানলে তোমার চাকরী যাবে।

কাজ কাজ আর কাজ–নিঃসঙ্গতার কি আর কোনো ওষুধ নেই। টবি জানতে চায়, কাজ মানেই কি আনন্দ?

লেখকদের সে ঘেন্না করে। আবার লেখক ছাড়া টবির চলবে না। কারো ওপর সে নির্ভর করতে চায় না। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে বরদাস্ত করে না। টবির গ্রুপের এক কমেডিয়ানের কথায় লোকে খুব হেসে উঠেছিল।

টবি বলেছিল–তুমি দারুণ হাসিয়েছ। প্রত্যেক সপ্তাহের শো-এ তুমি থাকবে।

প্রোডিউসারকে টবি বলেছিল–কথাটা শুনলে তো? প্রোডিউসার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে। কমেডিয়ান আর সুযোগ পায় না টবির প্রোগ্রামে।

অথচ এই টবি...পুরোনো দিনের এক কমেডিয়ান ভিনি টারবেলকে পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরে আসার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

পরিচালক বলছে ভিনি সুবিধা করতে পারবেন না।

টবি, ভিনিকে বলেছিল–এই পার্ট তুমি পৃথিবীর অন্য যে কারোর চেয়ে ভালো বলতে পারো।

আমি মুখ খুললেই ওরা হাসে।

–কেননা তুমি কমেডিয়ান। সারা জীবন ধরে তুমি ওদের হাসিয়েছ। এখন তুমি সিরিয়াস রোল করলেও ওরা ভাববে যে, এর আড়ালে কোনো হাসি আছে।

পরিচালককে টবি বলল–ভিনিকে চান্স দাও, যদি না পারে, আমি ওর পার্ট বিনা পয়সায় করব।

-সত্যি? পরিচালকের চোখ কপালে।

–সত্যি ।

–তাই হবে, ভিনিকে কাল সকাল নটার মধ্যে রিহার্সালে আসতে বলে দাও।

বেতার নাটক দারুণ হিট হল। সবাই ভিনির প্রশংসা করল পুরস্কারের পর পুরস্কার।

কয়েক মাস কেটে গেল। নিজের শোতে টবি ভিনিকে সুযোগ দিয়েছিল। সে টবির একটা রসিকতা নিজে বলল। তারপর নিজে চার কোটি দর্শককে হাসাবার চেষ্টা করল। কিন্তু

টবি তার ব্যবহারে মোটেই খুশী নয়। তার মুখোশ খুলতেই হবে। শেষ পর্যন্ত ভিনিকে সে প্রচণ্ড অপমান করে।

এই হল টবি টেম্পল। এই হল তার বিচিত্র সুন্দর স্বভাব।

একদিন লেখক ও. হ্যানলন বলল তুমি চার্লি চ্যাপলিনের সেই বইটা দেখেছ? কোটিপতি মানুষ চার্লির বন্ধু মদ খেয়ে মাতাল হল। নেশা কেটে গেলে সে চার্লিকে তাড়িয়ে .দেয়। টবিও ওই কোটিপতির মতো। নেশা না করেও ও রকম হবে।

একবার টিভি নেটওয়ার্কের একটা মিটিং-এ জুনিয়ার এগজিকিউটিভ টবির সঙ্গে কথা বলল না। মিটিং শেষ হল। ক্লিফটন লরেন্সকে আনা হল।

–সে আমাকে পছন্দ করে না? টবি জানতে চাইল।

কে?

–ওই ছেলেটি।

–ও তো ফালতু। ও পছন্দ না করলে কী বা এসে যায়?

শেষ অব্দি ছেলেটিকে ক্লিফটন খুঁজে বের করল। জানতে চাইলটবি টেম্পলকে তুমি । পছন্দ করো না কেন?

–আমি? ছেলেটি অবাক। আমার মতে টবি সারা দুনিয়ার সেরা কমেডিয়ান।

–তাহলে সেই কথাটা ওকে ফোনে জানিয়ে দাও।

তার মানে?

–ওকে ফোন করে জানাও, তুমি টবিকে পছন্দ করো।

–ঠিক আছে, কাল সকালে ফোন করব।

–না, এখনই করো।

–এখন রাত তিনটে বেজে গেছে।

–ও তোমার ফোনের অপেক্ষায় জেগে আছে।

অবশেষে টবিকে ফোনে করল সে।

টবির গলার স্বর ভেসে আসে–হাই

আমি তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা কত উঁচু।

ফোন রেখে দিল টবি। বন্ধুদের তাস খেলতে ডাকল সে। চারপাশে অনেক মানুষের ভিড়। তবু সে কত নিঃসঙ্গ–কত একা।

.

০২.

রাতের আকাশে চাঁদ উঠেছিল। হ্রদের জলে নাচছিল আকাশের তারাগুলো।

–ডেভিড, চলো আমরা সাঁতার কাটি।

–জোসেফাইন, আমি সাঁতারের পোশাক আনিনি।

–তাতে কিছু এসে যায় না।

অতি দ্রুত হ্রদের দিকে ছুটে যাচ্ছে জোসেফাইন। সে পোশাক খুলেছে। উষ্ণ জল তার নগ্ন শরীরকে আলিঙ্গন করছে। উদম উলঙ্গ ডেভিড জলে নামল।

-জেসি...

–হ্যাঁ, ডেভিড, এখনই

ডেভিড কেনিয়নের মনে কামনা জেগে উঠেছে। রমণীর শরীরে পুরুষের উত্থিত অঙ্গের ছোঁয়া লাগে। ওরা হ্রদের তীরে ফিরে আসে। জোসেফাইনের রমণী শরীরের ওপর ডেভিড কেনিয়নের পুরুষ শরীর।

জোসেফাইনকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে রুগ্ন শয্যাসঙ্গিনী মৃত্যুপথযাত্রিনী মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় ডেভিড কেনিয়ন।

–হ্যালো, এতরাতে ঘুমোওনি।

–আমি জোসেফাইনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি ওকে বিয়ে করব।

–জোসেফাইন সুন্দরী, কিন্তু মনে রেখো, ও এই পরিবারের বউ হবার যোগ্য নয়। তুমি সিসি টপিংকে বিয়ে করো। তা হলে আমিও খুশি হব, তুমিও খুশি হবে।

–মা, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার পথ কী, আমি তা ঠিক করব।

–তুমি কি আগে ভুল করোনি? ভুল করে কোনো ভয়ংকর কাজ করোনি?

–মা, ঈশ্বরের দোহাই

–তোমার জন্য এই পরিবারের অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমি চাই না, নতুন করে আর কোনো ক্ষতি হোক। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।

–আমি জোসেফাইনকে ভালবাসি।

মায়ের শরীরে খিচুনি শুরু হয়েছে।

ডাক্তার আসে। বলেডেভিড, মায়ের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে।

সিসি টপিং-এর সঙ্গে দেখা করে ডেভিড।

–সিসি, আমি অন্য একটি মেয়েকে ভালোবাসি। কিন্তু মা চায়, আমি তোমাকে...

–আমিও তাই চাই ডার্লিং।

–তুমি যদি আমাকে এখন বিয়ে করো, মায়ের মৃত্যুর পর ডিভোর্স দাও, তাহলেই ভালো হবে।

–তুমি সত্যি কি তাই চাইছ?

ধন্যবাদ সিসি, আমি কৃতজ্ঞ....

–পুরোনো বন্ধুরা বন্ধুর কাজ করে।

ডেভিড চলে যেতে সিসি টপিং ডেভিডের মাকে ফোন করে বলল–সব ঠিক হয়ে গেছে।

বিয়ের খবর জোসেফাইন জেনে যাবে, এটা ভাবতে পারেনি ডেভিড। সে জোসেফাইনের বাড়ির পথে এগিয়ে চলল, দরজায় দেখা হল জোসেফাইনের মায়ের সঙ্গে।

–জোসেফাইনের সঙ্গে দেখা করব।

–প্রভু যীশু তার শত্রুদের শাস্তি দেন।

–জোসেফাইনের সঙ্গে কথা বলব।

–সে চলে গেছে।

দুদিনে বাসটা পনেরোশো মাইল এগিয়ে যাবে। সকাল সাতটায় বাস পৌঁছবে হলিউডে।

জোসেফাইনের নতুন নাম জিল ক্যাসল। জোসেফাইন জিনস্কি মারা গেছে। জিল ক্যাসল দীর্ঘজীবী হোক।

.

সঙ্গে ছিল মাত্র দুশো ডলার। কাঠের তৈরী বিশ্রী বাড়ির একটা জঘন্য ছোটো বেড়রুম ভাড়া নিতে বাধ্য হয়েছে জিল ক্যাসল। এখানে যারা থাকে, তারা সবাই একদিন তারকা, হবার স্বপ্ন দেখেছিল। টিভি থেকে ছাঁটাই এক মহিলা জিলকে বলল–হনি, ফিল্মে চান্স পেতে হলে এ. ডি-র সঙ্গে ভাব করো।

–এ. ডি. মানে কী?

–অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর। কাস্টিং ডাইরেক্টদের সঙ্গে শুতে পারলে আরও ভালো।

–এক্সট্রা হিসেবে চান্স পাওয়া যায় না?

–সেন্ট্রাল কাস্টিং স্পেশ্যাল ছাড়া কাউকে নেবে না।

–স্পেশ্যাল মানে?

–ওরা খোঁড়া, নুলো আর ঘোড়সওয়ার। ফুটবল বা বেসবল খেলোয়াড়। এক্সট্রা হতে পারবে না, ছোটোখাটো রোলের চেষ্টা করো।

–এক্সট্রার সঙ্গে তফাত কী?

ছোটো রোলে একটা কথাও বলা যায়। এক্সট্রা কোনো কথা বলে না। ওমনিরা ছাড়া।

–ওমনি মানে?

যারা ব্যাক গ্রাউন্ডে সোরগোল তোলে। প্রথমে এজেন্ট জোগাড় করো।

–এজেন্ট কোথায় পাব?

স্ক্রিন অ্যাক্টর ম্যাগাজিনে পাবে।

এজেন্টরা মুখ খুলতে চাইছে না।

পোর্টফোলিও দেখি।

–তার মানে?

ফটো তোলাও। স্তন আর নিতম্ব যেন সেই ছবিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ডেভিড সেলজনিক স্টুডিওয় নানা ভঙ্গিমায় ফটো তোলাল। সবগুলো বাঁধিয়ে দিয়ে ফটোগ্রাফার বলল–সামনে অ্যাকটিং ক্রেডিটর্সের জায়গা রইল।

অভিনয়ের অভিজ্ঞতা? অভিজ্ঞতার আঁড়ার শূন্য।

এজেন্টরা বলছে–তোমরা সবাই সুন্দরী সেক্সি। তোমরা এলিজাবেথ টেলর কিংবা লানা টারনার অথবা আভা গার্ডনারের মতো দেখতে। কিন্তু দেখতে ভালো হলেই হলিউড সুযোগ দেয় না।

লা সিয়ে নেগার ছোট্ট বাংলোয় ড্যানিং এজেন্সির অফিস। মিস ড্যানিং-এর মুখে বসন্তের দাগ। তাকে দেখলেই মনে হয় তিনি কখনও কারো প্রেমে পড়েননি। ভারিক্কি চেহারা।

–আমার অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নেই।

–আমি তোমার চান্সের ব্যবস্থা করব। টবি টেম্পল বা টেসি ব্যান্ডের ছবিতে তুমি সুযোগ পাবে।

রোজ ড্যানিং ওকে বেডরুমে নিয়ে গেল। বলল–এই তোমার সুইট। বিছানাতে শোও। কল্পনা করো, তুমি ন্যাটালি নামে এক ধনীর মেয়ে। দুর্বল পুরুষকে বিয়ে করেছে। ডিভোর্স চাও। ও রাজী নয়।

চিত্রনাট্য পড়া হল।

পিটার, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

পিটারের কথা বলছে রোজ। তার হাত জিলের উরু ছুঁয়েছে।

–পরে বললে হয় না?

–আমি অনেক দিন অপেক্ষা করেছি। আর করব না। আজ বিকেলের প্লেনে আমাকে রেনো যেতে হবে।

–এইভাবে?

–পাঁচ বছর ধরে আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু পাইনি। তুমি এখনও খেলা করছ। এখন থেকে আমি আর তোমার খেলার সাথী হব না।

রোজের হাত উরুতে ধাক্কা দিচ্ছে। সে মুখে বলছে–বেশ, ভালো বলেছে। বলে যাও

রোজের হাত জিলের উরু থেকে এগিয়ে যাচ্ছে গোপন গভীরের দিকে। জিল শিউরে ওঠে।

রোজের চোখে মুখে উত্তেজনা অথচ রোজ বলছে–পড়ে যাও।

কীভাবে পড়ব? তুমি যদি হাত না সরাও।

সমকামী রোজ ড্যানিং-এর হাত জিলের দুপায়ের ফাঁকে দ্রুত খেলা করছে।

রোজ বলে–সেক্সের সঙ্গে সেক্সের এই লড়াইতে তোমার সুপ্ত সেক্সকে জাগালে অভিনয় ভালো হবে।

-না, লাফিয়ে ওঠে জিল।

রোজের ঠোঁটের কোণ থেকে লালা ঝরছে।

–এসো বেবি, বলে সে জিলের দিকে এগিয়ে আসে।

ওর হাত ছাড়িয়ে জিল ছুটে পালায়। রাস্তায় এসে তার বমি হয় এবং মাথায় যন্ত্রণা।

পরবর্তী পনেরো মাসে জিল ক্যাসল হয়ে উঠল সেই গোষ্ঠীর অন্যতম, যারা বছরের পর বছর ধরে একটা মিথ্যে স্বপ্নের পেছনে ছুটে বেড়ায়। কোন্ ফিল্মে তারকা বদল হতে চলেছে, সে খবর জিল ক্যাসলের নখদর্পণে। কোন প্রোডিউসার কার সঙ্গে শোয়, সব সে জেনে গেছে। চলচ্চিত্র ব্যবসা একটা অরণ্যের দিন আর রাত্রি। এইসব মানুষদের আশা একদিন স্টুডিওর ভেতরে তারা প্রবেশ করতে পারবে। রেশমী পোশাক পরে তারা চিত্র তারকার ভূমিকাতে অবতীর্ণ হবে। জনতা তাদের ভালোবাসবে। তাদের নামে জয়ধ্বনি দেবে। অমুক অ্যাসিস্ট্যান্টের ডাইরেক্টর, অমুক কাস্টিং ডাইরেক্টর আমাকে বলেছেন।

আপাতত জীবিকার প্রয়োজনে তারা সুপার মার্কেটে, বিউটি পার্লারে চাকরী করছে। তারা নিয়ম নীতি মেনে বিয়ে করছে। আবার ডিভোসও হয়ে যাচ্ছে। প্রতারক তাদের প্রবঞ্চনা করছে। তাদের বয়স বাড়ছে। নায়িকা হবার সম্ভবনা আর নেই। মাথার চুলে পাক ধরেছে। তারা এখন চরিত্রাভিনেতা। তবুও স্টার হবার স্বপ্ন দেখছে।

তাদের মধ্যে যারা যুবতী, তারা দেহব্যবসা করে পয়সা কামাচ্ছে। তবে জিল নয়। গরীবের মেয়ে জোসেফাইন জিনস্কি বড়ো লোকের ছেলে ডেভিড কেনিয়নকে বিয়ে করতে পারে না। ফিল্মস্টার জিল ক্যাসল যা চাইবে, তাই করায়ত্ত করবে।

প্রথম অভিনয়ের সুযোগ এল। এক টিভি মেডিক্যাল সিরিজে নার্সের ভূমিকা। এর জন্য পঞ্চাশ ডলার পাওয়ার কথা আছে জিলের। অবশ্য এর থেকে ট্যাক্স বাবদ কিছু পয়সা কেটে নেওয়া হবে। মোশন পিকচার রিলিফ হোমের চাদা বাবদ কিছু দিতে হবে।

দৃশ্যটা এইরকম হাসপাতালে রোগীর পালস্ দেখছে ডাক্তার।

ডাক্তার জানতে চাইল–নার্স, পেশেন্ট কেমন আছে?

নার্স জবাব দিল–আমার ভয় হয়, ও খুব একটা ভালো নেই, ডক্টর।

এখানেই শেষ। অথচ বারবার সে মনে মনে এই সংলাপগুলো বলে যাচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছে, ওর কথা বলার ভঙ্গিতে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কখনও ও ভাবছে ও যেন অভিযোগের সুরে কথা বলছে।

চিত্র গ্রহণের সময় এগিয়ে এল। ডাক্তারের ভূমিকায় বড় হ্যানসন এগিয়ে আসতে প্রথমবার ইতস্তত করছিল জিল। শেষ অব্দি কথাটা বলল সে। জিল ভেবেছিল, এখন থেকে সে নিয়মিত সুযোগ পাবে।

অথচ, তাকে আরও তেরো মাস অপেক্ষা করতে হল। এবার সুযোগ এল এস. জি. এম. স্টুডিওতে।

জীবিকার প্রয়োজনে সোডা ফাউনটেনে সেলস গার্লের কাজ করেছে। এমন কী ট্যাক্সি ড্রাইভারের চাকরিও তাকে করতে হয়েছে।

অতি দ্রুত টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে। হ্যারিয়েট মার্কাস নামে একটা হাসিখুশী স্বভাবের রূপসীর সঙ্গে একই ঘরে রয়েছে জিল। হারিয়েটের স্বভাব হল পুরুষের প্রেমে পড়ে যাওয়া।

–জিল, আমার সঙ্গে র‍্যালফের বিয়ে হবে। শেষ অব্দি বলি-বলি করে কথাটা বলেই ফেলল হ্যারিয়েট। র‍্যালফ হ্যারিয়েটের গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

কদিন বাদে মত পাল্টে সে বলল–জিল ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসায়ী টনি আমায় বিয়ে করবে।

ইতিমধ্যে একটি মাস কেটে গেছে। লস এঞ্জেলসের নদীতে টনির লাশ ভাসছে। মুখে একটা আপেল গোঁজা।

–অ্যালেক্সের মতো সুন্দর পুরুষ আমার জীবনে কখনও আসেনি। এটাই হল তার শেষতম উপলব্ধি। অ্যালেক্সকে দেখতে সত্যিই ভালো। সব সময়ে দামী পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়। দামী গাড়ি ব্যবহার করে। কিন্তু রোমান্স যখন ফুরোল, তার আগেই অ্যালেক্সের টাকা ফুরিয়ে গেছে।

একটির পর একটি পুরুষ, কখনও নিক–কখনও রবিকখনও জন–অথবা রেমন্ড

-জিন, আমার বাচ্চা হবে। বাচ্চার বাবা বোধহয় লিওনার্ড।

লিওনার্ড এখন কোথায়?

–কোথায় যেন–ওসাহা অথবা ওকিনাওয়া। আমার ভূগোলে জ্ঞান কম।

–এখন কী হবে?

–কেন? আমি মা হব।

সুপার মার্কেটে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে হারিয়েটের চিঠিটা হাতে পেল, জিল।

–জিল, আমি হোপেকেনে আমার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। আলোর দিকে মুখ ফিরিয়েছে জিল ক্যাসল। তীব্র আলোতে সে কিছুই দেখতে পায় না। ওষুধের প্রভাবে তার চেতনাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। সে ডেভিউকে ভালোবাসে। আলো-উজ্জ্বল আলো আর ভালো লাগছে না। গোপন ত্রিকোণের নিরালা গভীরে অবিরল ঝরছে কামনার মধু, মনে হচ্ছে তার, সমস্ত শরীরে সেই মধু ছড়িয়ে পড়ছে। জিল ক্যাসল স্বপ্ন দেখছে, ডেভিড তাকে বিয়ে করেছে আজ তাদের মধুচন্দ্রিমার প্রথম রাত।

কামনার অশ্লেষে সে বলে-ডেভিড।

চোখ খুলে দেখে নগ্ন দেহের এক মেক্সিকান পুরুষ তার দিকে তাকিয়ে খিক খিক করে হাসছে। সে আহত আর্তনাদে জানতে চায়-ডেভিড কোথায়? কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না। সে চোখ বন্ধ করে। মেক্সিকান পুরুষ আবার তার শরীরে কামনার, সুর জাগিয়ে দিয়েছে।

তার নগ্ন শীরের দিকে তাকিয়ে আছে দুদুটো পুরুষ।

পর্নোফিল্মের পরিচালক টের‍্যাগলিও বলছিল–মেয়েটা মরে ঝামেলা বাঁধাবে না তো?

অ্যালেন বলেছেনা। ঠাসা মাল জোগাড় করেছ তুমি। এই মেয়েটা দারুণ। এ পর্যন্ত যতগুলো মেয়েছেলে জোগাড় করা হয়েছে তার মধ্যে এ সবথেকে ভালো দেখতে।

-শুনে সুখী হলাম, অ্যালেন হাত বাড়াল। তার হাতে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক তুলে দিয়ে টের্যাগলিও বলে–এক্সমাসে ডিনারে এসো। আমার বউ স্টেলা খুশী হবে।

সম্ভব হবে না। ক্রিস্টমাসে আমি ফ্লোরিডাতে যাব। বউ-ছেলেমেয়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

এই পর্নোফিল্মটা দারুণ হবে। এই মেয়েটার নাম কি দেখানো হবে?

–আসলে নামটাই ব্যবহার করো। নামটা জোসেফাইন জিনস্কি। ওডেসায় যখন পর্নোফিল্মটা দেখানো হবে, ওরা বন্ধুরা খুবই মজা পাবে।

.

০৩.

সবাই মিথ্যে বলে। সময়ে সমস্ত ক্ষতের উপশম করতে পারে না। সময় বন্ধ নয়। সময় এমন এক শত্রু যে, যৌবনকে ক্রমাগত আঘাত করে। শেষঅব্দি যৌবনকে হত্যা করে। প্রত্যেক বছর হলিউডে কত উজ্জ্বল মুখের তরুণ-তরুণীরা আসে। তাদের মনের গভীর গোপনে এক টুকরো স্বপ্ন, তারা একদিন নামকরা স্টার হবে। এবং জিলের বয়স বাড়ে।

১৯৬৪। দেখতে দেখতে জিল এখন পঁচিশ বছরে পৌঁছে গেছে। পর্নোফিল্মের সেই বিকৃত অভিজ্ঞতার পর ফিল্ম জগত সম্পর্কে তার একটা ভয় জেগেছিল। সে ভেবেছিল, হয়তো আর কোনো দিন তাকে রূপালী পর্দায় মুখ দেখানোর সুযোগ দেওয়া হবে না। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই সেই ভয়টা কেটে গেল। সে বুঝতে পারল, এটা এক অদ্ভুত জগত। এখানে সবসময় আলো-আঁধারির খেলা চলতে থাকে।

জীবিকার জন্য কী না করেছে জিল? কখনও হয়েছে কোনো এক চুঁদে আইনবিশারদের সেক্রেটারী, কখনও টুরিস্ট কোম্পানির রিসেপশনিস্ট, কখনও হোটেলের রাঁধুনি, ছোটোখাটো পত্রিকার মডেল থেকে শুরু করে ওয়েট্রেস অথবা টেলিফোন অপারেটর। এমন কী সেলস গার্লের কাজ পর্যন্ত তাকে করতে হয়েছে। এখন এসব কোনো কিছু করতে তার ভালো লাগে না। এখন সে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করে কবে চিত্রতারকা হবার সুযোগ আসবে। কবে ডাক আসবে।

কিন্তু সেই ডাক আর আসে না। মাঝে মধ্যে অবশ্য তাকে ডেকে নেওয়া হয়। দু একটা লাইন সংলাপ বলার মতো ছোট্ট ভূমিকা আর কিছু নয়। বয়স বাড়ছে, যৌবনের উন্মাদনা এবার কি শেষ হবে? সাফল্য আসবে কবে?

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স-এর তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ফ্রেড ক্যাপার যখন প্রস্তাব দিল, জিল তার সঙ্গে সহবাসে রাজী হলে ফিল্মে চান্স পাবে, জিল না বলতে পারেনি।

ফ্রেড ক্যাপার বলল–ডাবিং রুমে চলো।

ছোট্ট ঘর। সাউন্ড প্রুফ। একটা কৌচ পর্যন্ত নেই।

ফ্রেড বলল–কুড়ি মিনিট সময় পাবে। সুইট হার্ট, এরই মধ্যে পোশাক খুলে সবকিছু শেষ করে আবার পোশাক পরতে হবে।

জিলের মনে হল, ওর সঙ্গে একটা বাজারি বেশ্যার মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। মনে মনে ঘেন্না হল, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। ও পোশাক, ব্রা, প্যান্ট–সব কিছু খুলে নগ্ন হল।

ফ্রেড কিছুই খুলল না। শুধু প্যান্টের চেন ঢিলে করে দিল। তখন যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল জিলের। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না।

ফ্রেড ক্যাপার বলল–সুইট হার্ট, তোমার তুলনা হয় না। মেয়েরা যন্ত্রণায় চিৎকার করলে আমার কামনার পারদ মাত্রা চড়চড় করে বাড়তে থাকে। তোমার গোপন অঙ্গ থেকে রক্ত

পড়ছে বুঝি? পরিষ্কার করে নাও। তারপর বারো নম্বর স্টেজে এসো। আজ বিকেলেই কাজের সুযোগ পাবে।

ওয়ার্নার ব্রাদার্স, প্যারামাউন্ট, এম. জি. এম., ইউনিভারস্যাল, কলম্বিয়া, ফক্স-সব জায়গাতেই জিল শরীর দিয়েছে আর সুযোগ পেয়েছে।

শুধু ওয়াল্ট ডিজনীর স্টুডিও ছাড়া, কেননা সেখানে সেক্সের কোনো আলাদা চাহিদা নেই।

সবাই কী চায়? চায় জিলের নগ্ন শরীর, কাস্টিং এজেন্ট থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর, ডাইরেক্টর থেকে প্রোডিউসার–সবাই এক ঘরের বাসিন্দা।

তার বিনিময়ে জিল কী পায়? টিভিতে ছোটো ছোটো পার্ট আর-মনের ভেতর ঘৃণা ও তিক্ততা।

একদিন সে এইসব অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেবে–মনে মনে একটাই উচ্চারণ করে জিল।

.

১৯৬৯ সালে জিলের মায়ের মৃত্যু হল। শেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ওডেসাতে গেল সে।

ডেভিড বলল–হ্যালো জোসেফাইন, আজ রাতে হ্রদের ধারে আমাদের দেখা হবে কেমন?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ সিসি পোশাক ছাড়ছে। এই নগ্ন শরীর অনেকে উপভোগ করেছে। গলফের কোর্স থেকে স্কি-টিচার, ফ্লাইট ইনস্ট্রাক্টর–সকলে। কিন্তু ডেভিড আজকাল তার স্ত্রীর সঙ্গে শোয় না।

সিসি, আমি জোসেফাইনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ডেভিড বলতে থাকল– ও রাজী হলে আমি ওকে বিয়ে করব। আমি ডিভোর্স চাইছি।

ম্যাসেরাটি গাড়িতে উঠল সিসি। স্পিড বাড়িয়ে দিল একশো দশ কিলোমিটারে। ডেভিডের রোলস ওকে ধরতে পারে না। সিসির গাড়িটা উল্টে যায়, তার অচেতন শরীরটা ডেভিড গাড়ি থেকে বের করে আনে। রাত দুটোর সময় অপারেটিং রুম থেকে ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন–সিসি বাঁচবে।

সমস্ত রাত হ্রদের ধারে একা একা অপেক্ষা করেছিল জোসেফাইন। দেখছিল, নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে তারার খেলা। সকালে রোদ ফুটতে সে হলিউডের উদ্দেশ্যে গাড়ি স্টার্ট দিল। ডেভিড কেন এল না, জানতে চাইল না। সে জানে, জীবনটা এই রকম।

.

টবি টেম্পল শো-এর কাস্টিং ডাইরেক্টর এডি বেরিগান বিবাহিত পুরুষ। তবে বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে সে নিয়মিত যায়। অন্তত সপ্তাহে তিনদিন। অন্য মেয়েদের ভোগ করে।

সেক্সি বলে নাম হয়েছে জিল ক্যাসলের।

এডি বলল–এটা তোমার স্ক্রিপ্ট। কাল সকাল দশটা থেকে রিহার্সাল শুরু হবে।

ধন্যবাদ।

–বিকেলে এসো। দ্যা অ্যালারটন, আমার বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্ট।

–আমি চিনি।

সিক্স ডি, বেলা তিনটেতে এসো।

সেদিন বিকেলে জিলের নগ্ন শরীর ভোগ করল এডি। পরদিন সকালে রিহার্সাল শুরু হবে। টবি টেম্পল রিহার্সালে আসেনি।

শনিবার শো শেষ হল। ক্লিফটন লরেন্স এবং দুজন পুরোনো দিনের কমেডিয়ানের সঙ্গে টবি রাজকীয় মেজাজে স্টুডিওতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই শো-এর সব মেয়ের সঙ্গে টবি শুয়েছে। শুধু বাদ আছে জিল।

শো শেষ হবার পর টবি বলেছিল–ক্লিফ, মেয়েটা সুন্দরী। আমার সঙ্গে নৈশভোজ খাবে। ব্যবস্থা করো।

এখন টবি হল আসল রাজা। ক্লিফটন লরেন্স এখন প্রজার ভূমিকাতে অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছে।

ড্রেসিংরুমে ক্লিফ জিলকে বলল–মিস্টার টেম্পল তোমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

-ওকে বলুন, আমি ক্লান্ত।

জিল জানে, টবির সঙ্গে শোয়ার চাইতে কোনো কাস্টিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে শুলে নিয়মিত অভিনয়ের সুযোগ আসবে।

এডি বেরিগানকে টবি বলল–ওই মেয়েটা, জিল ক্যাসেলকে শোয়ে আবার চান্স দাও।

এডি ওকে ফোন করল। জিল বলল–আমি ইউনিভারসাল স্টুডিওতে ফিল্ম রোল পেয়েছি।

শেষ অব্দি টবি নিজেই জিলকে ফোন করে বলল–হ্যালো জিল, শনিবার আমার সঙ্গে তুমি কি ডিনার খাবে?

-সরি, মিস্টার টেম্পল। আমার অন্য কাজ আছে। জিল নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল।

তার এই কথা শুনে টবি খুবই চটে গেছে। ছোটোখাটো রোলে অভিনয় করছে, তার এত অহংকার?

এডিকে ডেকে পাঠাল টবি। –জিল ক্যাসল কার সঙ্গে শোয়?

-না, ওর কোন নির্দিষ্ট বয়ফ্রেন্ড নেই। তাড়াতাড়ি এডি বলল। জিল, এডিকে বেশী পছন্দ করে, টবির কাছে সেই সত্যটা সে জানাতে চায় না।

–ওঃ আই সী। তার মানে মেয়েটা একেবারে অন্য ধরনের তাই তো? টবি নরম গলায় জানতে চাইল।

.

হিলক্রেস্ট কান্ট্রি ক্লাব। ডিনারের আসর, টবি ক্লিফটন লরেন্সকে বলে-জিল ক্যাসল নামে মেয়েটা আমাকে কিছুতেই পাত্তা দিচ্ছে না। কী করা যায় বলো তো?

–ও অভিনয়ে সুযোগ চাইছে। ওর মনের ভেতর উচ্চ আশা আছে। তোমার বাড়িতে প্রোডিউসার, ডাইরেক্টর, স্টুডিও হেডদের ডাকো। পার্টি দাও। তা হলে ও নিজেই আসবে।

আবার জিলকে ফোন করে টবি হ্যালো জিল, বুধবার রাতে আমার পার্টিতে প্যান প্যাসিফিকের স্যাম উইনটার্স আর অন্যান্য সব স্টুডিওর হেডরা আসবেন। তুমি এদের সঙ্গে দেখা করতে চাও কি? তোমার কি সময় হবে?

ওধারে একটু চুপচাপ। কোনো শব্দ নেই। শেষ অব্দি জিলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল–বুধবার রাতে? না, আমার কোনো কাজ নেই। আমি যাব।

অর্কেস্ট্রার বাজনা, অপারেশন সাকসেসফুল। শ্যাম্পেনের গ্লাস, ফেনিল উচ্ছ্বলতা।

জিল সদা রেশমের পোশাক পরে এসেছে। চুলের স্টাইলের ব্যাপারে ও খুবই যত্ন নিয়েছে। টবি ফিল্ম জগতের নানা মানুষদের সঙ্গে জিলের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।

সে বারবার বলছে–জিল ক্যাসল, খুব ভালো অভিনেত্রী, ওকে চান্স দিলে তোমার ছবিটা হিট হবে একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

স্যামের কাছে একই অনুরোধ করল সে।

স্যাম বলল–তোমার কথাটা মনে রাখব।

ডিনারে অতিথিদের কথাবার্তা শুনছে জিল

–বড়ো ফিল্ম ফ্লপ হলে স্টুডিওটা একেবারে খতম হয়ে যায়। ক্লিওপেট্রা ফিল্মটা চলতে কিন্তু তার ওপর টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স-এর ভাগ্য নির্ভর করছে।

বিলি ওয়াইল্ডারের নতুন ফিল্মটা দারুণ। তুমি রাশ দেখেছ?

–আমি গ্রেগরি পেককে একটা রহস্য ফিল্মের চিত্রনাট্য দিয়েছি। ও রোল নেবে কিনা দু-একদিনের মধ্যে জানতে পারব।

এবং এখানেই...টেবিলের এক প্রান্তে সেই বিখ্যাত প্রয়োজক, যে জিলের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়নি। বিখ্যাত কমেডি ডাইরেক্টর যে জিলকে ইন্টারভিউ দেয়নি। এবং স্যাম উইনটার্স, যে জিলের টেলিগ্রাম পেয়েও তার টিভি শো দেখেনি।

একদিন-একদিন আমারও দিন আসবে। আমি এসব অপমানের বদলা নেব।

–জিল, আমি তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি? টবি জানতে চাইল।

-না, ধন্যবাদ, আমার গাড়ি আছে। আজকের পার্টির জন্য তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, টবি।

টবি তার এজেন্ট ক্লিফটন লরেন্সকে বলল–আমি ভেবেছিলাম, ওকে ডিনার খাইয়ে একশো ডলার খরচ করব। চ্যাশেন কিংবা পেরিনোতে খাওয়াব। অথবা ডারবীতে। ও আমাকে নিয়ে গেল লস এঞ্জেলস-এর ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁতে। কত খরচ হল জানো? দু-ডলার চল্লিশ সেন্ট। ডিনারের পর আমরা সমুদ্রের ধারে হাঁটছিলাম। ওকে আমি বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ও আমায় চুমু খেয়ে বিদায় জানাল। এমন অদ্ভুত স্বভাবের মেয়ে আমি কখনও দেখিনি।

আর একদিন

ক্লিফ, ওকে আমি তিন হাজার ডলার দামের হীরের ব্রেসলেট উপহার পাঠিয়ে ছিলাম। ও ধন্যবাদ জানিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। সত্যি, এমন মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না।

স্যাম উইনটার্সকে টবি বলল–তোমার নতুন ফিল্মে জিলকে চান্স দাও।

খুব যত্ন করে স্যাম টেস্ট নিল। সেরা ক্যামেরাম্যানকে ডেকে পাঠাল। নামকরা পরিচালকেরও ডাক পড়ল।

পরের দিন শটগুলো জেনে স্যাম টবিকে বলল–দেখতে ভালো, ডায়লগ বলতে পারে। ছোটাখাটো চরিত্রে চান্স দিতে পারি। কিন্তু জিল কোনোদিন নায়িকা হতে পারবে না।

সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারে এই খবরটা শোনাল টবি। খবর শুনে জিল একেবারে ভেঙে পড়েছে। তার অনেক দিনের স্বপ্ন সে নায়িকা হবে। প্রেক্ষাপটের সমস্ত আলো তার ওপর পড়বে।

টবি বললহনি মন খারাপ করো না। স্যাম কিছু জানে না।

কিন্তু জিল জানে। স্যাম ঠিকই বলেছে। জিল কোনোদিন নায়িকা হবে না। জিল ফুঁপিয়ে কাঁদে। ব্যর্থতার ইতিহাস বলে যায় জিল। শুধু দেশঘটিত নোংরামির কথা বলে না।

রুমাল দিয়ে তার কান্না মুছিয়ে টবি বলে–শোনো আমার বাবা ছিল কসাই। আমি কী ভাবে বড়ো হয়েছি বলে তো?

সেই রাতে টবির অনেকদিনের স্বপ্ন সফল হল। জিলের শরীরে শরীর মেলাল সে।

রাত শেষ হলে টবি বলেছিল–তোমাকে আমি বিয়ে করব, জিল!

.

০৪.

এজেন্ট ক্লিফটন লরেন্স জিলের সঙ্গে দেখা করল।

সে বলল টবি যদি জানতে পারে হলিউডের সবাই তোমার শরীরের স্বাদ গ্রহণ করেছে, তা হলে কী হবে বলো তো? এই নাও পাঁচ হাজার ডলার, তুমি এখনই হলিউড থেকে বেরিয়ে যাও।

চুপচাপ কোনো কথা না বলে অফিস থেকে জিল বেরিয়ে গেল।

অটোমোবাইল অ্যাকসিডেন্টে সিসির মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। ডেভিড তাকে পৃথিবীর সেরা প্লাস্টিক সার্জনের কাছে পাঠিয়ে দিল। উনি ব্রাজিলে থাকেন।

একটু আগে সিসির ফোন এসেছে–ডেভিড, আমি আর ফিরব না। এখানকার এক ছোট্ট বাগিচার মালিকের সঙ্গে আমরা আলাপ হয়েছে। তাকে দেখতে ঠিক তোমার মতো। কিন্তু তোমার সঙ্গে অনেক তফাত আছে। সে আমাকে ভালোবাসে আর তুমি আমায় ঘৃণা করো।

ডেভিডের লিয়র জেটবিমান লস এঞ্জেলসের দিকে চলেছে। সেখানে জিল আছে। তার ভালোবাসার মেয়ে। এয়ারপোর্টে খবরের কাগজের হেড লাইনটা দেখতে পেল ডেভিড। সেখানে লেখা আছে–টবি টেম্পল জিল ক্যাসলকে বিয়ে করেছে।

এয়ারপোর্টের বারে ঢুকল ডেভিড। তিনদিন পরে তার প্লেন টেক্সাসে ফিরে গেল।

টবি টেম্পল আর জিল ক্যাসলের হানিমুন। মেক্সিকোর ভিলা। চারপাশে ক্যাকটাস। রঙিন বুগেনভেলিয়া। পাখিদের কলকাকলি। সমুদ্রের বুকে প্রমোদ তরণী ভাসিয়ে দেওয়া।

মেক্সিকো থেকে বিয়ারিজবুল ফাইট দেখা, জুয়া খেলা আর অলস দুপুরে মাছ ধরা, শরীর মেলানো।

তারপর মঁ ব্লাঁক।

তুষারে ঢাকা পাহাড়ের বুকে স্কি করা, কুকুরটানা স্লেজ গাড়িতে চড়া। আজ আর টবি নিঃসঙ্গ নয়। আজ সে সুখী।

তারপর হলিউডের দিনগুলো

আজ জিলের সময় এসেছে, প্রতিশোধের পালা এবার শুরু হবে। যারা তাকে সুয়োগ দেয়নি, দিনের পর দিন তাকে অবহেলা আর অসম্মান করেছে, তার শরীর নিয়ে রাঘবন্দী খেলা খেলেছে, তাদের ওপর শোধ নিতে হবে।

এজেন্ট ক্লিফটন লরেন্স চায়নি, টবিকে জিল বিয়ে করুক। তাই রেজিস্টার্ড চিঠিতে তাকে জানান হল, সে আর টবির এজেন্ট নয়।

.

রোজ, ড্যানিং

–ডার্লিং, আমি তখন এজেন্ট খুঁজছি। রোজ ড্যানিং-এর কাছে গেলাম। সে আমার উরুতে হাত দিয়ে খারাপ প্রস্তাব করল। আমি ছুটে পালিয়ে গেছি। মেয়েটা হোমো সেক্সচুয়াল।

দশদিন বাদে রোজ ড্যানিং-এর লাইসেন্স বাতিল হল।

–ডার্লিং টবি, তোমার প্রতিভা স্যাম উইনটার্স কিছুই বোঝে না।

অন্য সব স্টুডিওর সঙ্গে কনট্র্যাক্ট সই করল টবি।

পার্টি, প্রিমিয়র, চ্যারিটি আর ডিনার। জিল টবিকে সারাদিন ব্যস্ত রাখে। টবির মনে হয়ে, সে বড়ো ক্লান্ত।

ক্যানের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। টবি টেম্পলকে স্পেশ্যাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে। ঘোষণা শেষ হয়ে গেছে। তখনও টবি সিটে বসে আছে।

জিল বলে–ওঠো।

টবি ওঠে। সামনের দিকে এগোতে চায়। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

এবং ডাক্তার দুকলস্ বলেন–মিসেস টেম্পল, আপনার স্বামীর স্ট্রোক হয়েছে। উনি আর কোনোদিন চলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। কথা বলার ক্ষমতা চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে।

.

০৫.

দুটো হাত, দুটো পা নাড়তে পারছে না টবি।

কথা বলতে পারছে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কিছু বলতে চাইছে। ঠোঁট দুটো নড়ছে অসহায় আকুতিতে।

প্রেস ফটোগ্রাফার থেকে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত ফোন করেছেন। সিনেটররা বারবার ফোন করে টবির শরীরের অবস্থা জানতে চাইছেন। ফ্যানরা চিঠি লিখছে।

দুজন নিওরোলোজিস্ট নিয়ম করে তাকে দেখছে। তিনজন নার্স রাখা হয়েছে। ফিজিও থেরাপিস্টদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।

জিল টবিকে আশ্বাস দিয়ে বলল–তুমি বাঁচবে, তুমি হাঁটবে। তুমি আবার কথা বলবে।

টবি, আমি তোমার। আমরা আবার শরীরে শরীর মেলাব।

টবি, ঠোঁট নাড়াও। কথা বলার চেষ্টা করো।

টবি, তোমার ফ্যানরা তোমাকে দেখতে চায়।

টবি, তুমি টবি টেম্পল, সবাই তোমায় ভালোবাসে। তোমায় ভালো হতেই হবে। স্পিচ থেরাপি। সুইমিং পুলে ফিজিওথেরাপি।

একদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেল জিলের। জিল দেখল, টবি লাঠি হাত উঠে দাঁড়িয়েছে। কোনো রকমে বলছে–জি-ই-ই

হয়তো জিল কথাটা বলতে চাইছে সে। তার এই আপ্রাণ প্রয়াস দেখে জিল ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ডক্টর কাপলান বললেন–অবিশ্বাস্য! অলৌকিক!

জিল বলল–অলৌকিক।

ঈশ্বরবিহীন এই পৃথিবীতে অলৌকিক যা কিছু ঘটে, তা নিজের চেষ্টাতে হয়–জিল এই সরল সত্যটা জেনে গেছে।

স্যাম উইনটার্সকে ফোন করল জিল। স্যাম এল।

টবি টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল–হাই, স্যাম।

–জেসাস। তুমি আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।

জিল বলল–স্যাম, টবি আবার কাজ শুরু করতে চায়।

–এখন কোন কাজ নেই। তবে কথাটা মনে রাখব।

টবির লাইফ ইনসিওর করতে কোনো সংস্থা রাজী হবে না। হলিউড তাকে আর সুযোগ দিতে পারবে না।

হানটিংটন হার্টফোর্ড থিয়েটারে টবির ওয়ান-ম্যান শো। সব ব্যবস্থা জিল করেছে। ও, হ্যানলন আর রেইনজার অনেক দিন বাদে স্ক্রিপ্ট লিখেছে। পরিচালক ডিক ল্যানড্রি। গান লিখেছে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী তিনজনের টিম।

আবার পাদপ্রদীপের তলায় দাঁড়াল সুপারস্টার টবি টেম্পল।

সে মজার মজার গল্প বলল, নাচ দেখাল, গান গাইল। সে মানুষকে হাসাল।

সুপারস্টার ফিরে এসেছে। প্রেসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। দর্শকের চিৎকার।

ওয়ান ম্যান শো। চিকাগো থেকে ওয়াশিংটন হয়ে নিউইয়র্ক।

আর্ট থিয়েটারে তার পুরোনো ফিল্ম দেখানো হচ্ছে।

টবির নামে পুতুল বেরিয়েছে। তার ছবি আঁকা টি-শার্ট বিক্রি হচ্ছে।

কফি, সিগারেট, টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে তার ছবি।

টিভিতে টবি টেম্পল উইক।

একটির পর একটি পার্টি, রিসেপশনের আসর। হোয়াইট হাউসে ডিনার। ওয়ান ম্যান শো।

লন্ডন থেকে প্যারিস এবং মস্কো।

প্রমোদ স্রোত ভাসছে, জলের দিকে তাকিয়ে আছে টবি।

–জিল, জলে ডুবে মরতে আমার ভীষণ ভয় করে।

–তুমি দুশ্চিন্তা করছ কেন?

–আমি মরতে চাই না। মৃত্যুকে আমার বড়ো ভয়। এখানে আমি টবি টেম্পল সবাই আমাকে চেনে। কিন্তু মরে গেলে? নরক কোথায় আছে আমি জানি না। সেখানে দর্শক নেই, শ্রোতা নেই। শুধু নিঃসঙ্গ জীবন।

টবির এজেন্ট ক্লিফটন লরেন্স আজ সর্বস্বান্ত। একজন লোকের মুখে জিল সম্বন্ধে কিছু গুজব শুনে সান্টা মনিকা বুলেভার্দে পর্ণো-ফিল্ম দেখতে গেছে ক্লিফটন।

পর্দায় ভেসে উঠল উলঙ্গ জিল ক্যাসলের যৌন সঙ্গমের ছবি। ক্রেডিট টাইটেলে তার নাম জোসেফাইন জিনস্কি। তিনশো ডলার দিয়ে একটা প্রিন্ট কিনল ক্লিফটন। সে জিলের ওপর প্রতিশোধ নেবে।

পরের দিন সকাল দশটা। টবি টেম্পলের বাড়িতে গিয়ে ক্লিফটন শুনল মিস্টার আর মিসেস টেম্পল এখন ইওরোপ পরিভ্রমণে চলে গেছেন।

.

০৬.

লন্ডন।

আরজিল স্ট্রিটে পুলিশ কর্ডন, শো দেখাচ্ছে টবি টেম্পল।

ব্রিটিশ সরকারকে ঠাট্টা করছে সে। ইংরাজদের মুখ গোমড়া। ভাবও বাদ দিচ্ছে না।

সবাই হাসল। এসব ঠাট্টা। টবিকে তারা সত্যি সত্যি ভালোবাসে।

প্যারিস।

শো শেষ হয়েছে এইমাত্র। হাজার মানুষের উন্মত্ত চিৎকার। টবি–টবি।

মস্কো।

বলশয় থিয়েটারে টবি মুকাভিনয় দেখাচ্ছে–হাসিতে ফেটে পড়ছে রাশিয়ান দর্শক।

জেনারেল ইউরি রোম্যানোভিচ বললেন–আমেরিকান ফিল্ম রাশিয়াতে খুব বেশী দেখানো হয় না। কিন্তু আপনার অভিনীত ফিল্মগুলো আমরা প্রায়ই দেখি। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি। কমেডি এবং প্রতিভা কোনো দেশের সীমা মানে না।

জেনারেলের সঙ্গে টবি এবং জিল বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গোর্কি পার্ক থেকে সেন্ট বেসিলের গির্জা, মস্কো স্টেট সার্কাস। তারপর ভোজের আসরে জাকুশিবা, দুষ্প্রাপ্য ক্যাভিয়ের প্যাস্ট্রি আর আপেলের প্যাস্ট্রির সঙ্গে অ্যাপ্রিকটের সস। এই সুন্দর খাদ্যটির নাম ইয়বচনায়।

আরও বেড়ানো আরও খ্যাতি প্রতিপত্তি। আরও টাকা।

পুশকিন আর্ট মিউজিয়াম থেকে লেনিনের সমাধি। ছোটোদের খেলনার দোকান ডেটস্কিমির। এ্যামভস্কো স্ট্রিটের দোকান। যেখানে সাধারণ লোক প্রবেশের ছাড়পত্র পায় না। সারা পৃথিবী ঘুরে আসা দুর্মূল্য খাদ্যসম্ভার এখানে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। স্পেশ্যাল পাশধারী রাশিয়ান আমলারা এখানে ঢুকতে পারে।

এইসব মানুষেরা এমন সব বিদেশী ফিল্ম দেখে, যা সাধারণ মানুষদের দেখতে দেওয়া হয় না।

অর্থাৎ জনগণের রাষ্ট্র রাশিয়াতে সব কিছু জনগণের জন্য নয়।

টবির মুখটা ফ্যাকাশে। সে বিশ্রাম নিতে চায়।

সন্ধ্যাবেলা একা একা বের হয় সে।

লবির প্রবেশ পথের মুখে...চেনা মানুষ জোসেফাইন বলে ডাকে।

কে ডাকে?

ডেভিড কেনিয়ন।

যাকে একদিন জিল ভালোবেসেছিল।

অথবা বলা যেতে পারে, যে একদিন ডেভিডের ভালোবাসা পেয়েছিল।

-তুমি মস্কোয়?

সরকারের তরফে খনিজ তেলের ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছি।

–সিসি কোথায়?

–ডিভোর্স হয়ে গেছে। আমি টবি টেম্পলের ফ্যান। ও সেরে উঠেছে বলে আমি দারুণ খুশী। হলিউডে ও লন্ডনে ওর প্রোগ্রাম দারুণ হয়েছে। আমি দেখেছি।

–আমার সঙ্গে দেখা করলে না কেন?

–তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি।

তারপর সবকথা বলে দেয় ডেভিড। কীভাবে চালাকি করে সিসি তাকে বিয়ে করেছিল। কীভাবে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

–আমি তোমায় এখনও ভালোবাসি জোসেফইন।

বলশয় থিয়েটারে টবির শো শেষ হয়ে গেছে। দর্শকরা শো শেষ হবার পর হাসছে।

টবি আজ বড়ো ক্লান্ত। পার্টিতে একাই গেল জিল।

রাত দুটোর সময় হোটেলে ফিরে সে দেখল, টবি অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে, ডক্টর দুকলস বললেন

–আপনার স্বামীর সেরিব্রাল ভেনাস থ্রম্বসিস হয়েছে। উনি আর কোনদিন কথা বলতে পারবেন না। হাঁটতে পারবেন না। তবে মনটা সম্পূর্ণ সুস্থ।

কয়েক সপ্তাহ বাদে অসুস্থ অনড় স্বামীকে নিয়ে জিল বাড়ি ফিরল।

টবির চামড়া হলুদ। মাথার চুল দ্রুত উঠে যাচ্ছে। হাত-পা শুকিয়ে কাঠির মতো। তার মুখে অদ্ভুত একটা বিদ্রূপ মেশানো হাসি।

ডেভিড কেনিয়ন ফোন করে সহানুভূতি জানাল।

ডক্টর কাপলান বললেন–পক্ষাঘাত সারবে না। ঠিক মতো যত্ন নিলে উনি আরও কুড়ি বছর বাঁচবেন।

কুড়ি বছর? ততো দিন জিল কি টবির সঙ্গে বাঁধা থাকবে?

সে টবিকে ছেড়ে গেলে ডেভিড তাকে ঘেন্না করবে। আর যদি–আর যদি টবির মৃত্যু হয়?

.

০৭.

টবির চোখ দুটো বলছে, আমি মরতে চাই না।

জিল ভাবে, মারসিকিলিং? ইউথ্যানাসিয়া? যেসব রোগী আর কোনো দিন ভালো হবে না, তাদের এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেওয়াই তো ভালো। অনেক ডাক্তারও এই মত বিশ্বাস করেন। কিন্তু আইন এটাকে এখনও পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি। আইনের চোখে এটা মার্ডার বা হত্যা।

মস্ত বড়ো বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকে টবি। তার চোখ দুটো আবার বলে–আমাকে বাঁচতে দাও।

জিল বলে ওঠে–তুমি আর কোনো দিন ভালো হবে না টবি। তোমার এখন মরে যাওয়াই ভালো।

টবি বুঝতে পারে সব কিছু। কিন্তু কথা বলতে পারে না। তার চোখে ফুটে ওঠে সন্ত্রস্ত বিপন্নতা।

ওয়াশিংটন থেকে ডেভিডের ফোন।

-কেমন আছো?

–আমি তোমায় ভালোবাসি ডেভিড।

হুইলচেয়ারে টবি টেম্পল। তার চোখ থেকে ঘৃণা ঝরে পড়ছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে জিল হুইলচেয়ারে কাঁচ ক্যাচ শব্দ শোনে। অসম্ভব, লোকটা বিছানাতে শুয়ে আছে। পক্ষাঘাত হয়েছে তার। অনড়, অচল এক পুরুষ। নাঃ তার সঙ্গে আর কোনো দিন শরীরের খেলা খেলতে পারবে না জিল।

সকালে ডাক্তারকে প্রশ্ন করেছিল–টবি কি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে?

না, অসম্ভব।

যদি ওর মন চায়?

–সাইকোকাইনেসিস? অনেক এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে, প্রশ্ন পাওয়া যায়নি।

জিলের মাথায় এখন আবার সেই অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।

টবির চোখ চাইছে, আরও কিছুদিন জীবনকে ভোগ করতে। এখনও সেখানে উত্তেজনার ছোঁয়া।

জিল চাইছে, টবি যেন এখনই মরে যায়। টবিও হয়তো মনে মনে জিলের মৃত্যু কামনা করছে।

শেষ অব্দি নার্সকে বিদায় দিল জিল।

ওর গাড়ির শব্দ দূরে যেতেই সে টবির অনড় রোগা শরীরটা হুইল চেয়ারে তুলল। স্ট্র্যাপ বাঁধল। সুইমিং পুলের ধারে গেল। সমস্ত শক্তিকে এক করে হুইল চেয়ারটা জলের ভেতর ঠেলে দিল।

টবির চোখে মুখে আতঙ্ক।

হায় ঈশ্বর, সিমেন্টের কিনারায় আটকে গেল চাকা।

যেন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে টবি চেয়ারটা ঠেকিয়ে রেখেছে।

–আমি মরতে চাই না। দোহাই, আমাকে বাঁচতে দাও। টবির চোখ দুটো বলছিল।

এবার জিলকে আরও নির্মম আর হৃদয়হীন হতে হয়। সে জোরে ধাক্কা দিল। হুইলচেয়ার জলের ভেতর ডুবে গেল।

.

ইনকোয়েস্ট।

ডাক্তার কাপলান বলছিলেন স্বামীর প্রতি মিসেস টেম্পলের ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না। পক্ষঘাতগ্রস্ত স্বামীকে গতবার একবার নিজের চেষ্টায় উনি সারিয়ে তুলেছিলেন।

জিল বলল–আমি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ব্রেক খুলে হাত ফসকে...আমি টবিকে সারিয়ে তুলতেই চেয়েছিলাম। আমি তার মৃত্যুর কারণ।

জুরিরা রায় দিলেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

শুধু ক্লিফটন লরেন্স বুঝতে পারল–জিল টবিকে খুন করেছে।

.

০৮.

হলিউড রিপোর্টার এবং ডেইলি ভ্যারাইটি জানাচ্ছে–জিল টেম্পলের সঙ্গে ডেভিড কেনিয়নের বিয়ে হবে।

জাহাজের ডেকে ওদের বিয়ের বন্দোবস্ত হয়েছে। জিল পৌঁছে গেছে সাজানো গোছানো কেবিনে।

জাহাজের অফিসার বললেন মিস্টার কেনিয়ন একটু পরেই আসবেন।

ধন্যবাদ।

আর কুড়ি মিনিট পর জাহাজ ছাড়বে।

সিলভার শ্যাডো গাড়িটা জেটির মুখে থামল।

ডেভিড জাহাজে উঠল।

হঠাৎ কে যেন বলল মিস্টার কেনিয়ন?

–আপনি?

–জিলের পুরোনো বন্ধু। আমার নাম ক্লিফটন লরেন্স। আপনি কি একটু এদিকে আসবেন?

প্রোজেকশনিস্ট অনুপস্থিত। তাকে দশ ডলার ঘুষ দেওয়া হয়েছে। ক্লিফটন ফিল্ম চালু । করেছে। ডেভিড দেখছে।

তরুণী জিলের নগ্ন শরীর, পুরুষের পর পুরুষের সঙ্গে দেহমিলন, মেক্সিকান পুরুষ জিলের শরীরে শরীর মেলাচ্ছে। ডেভিড যেন উন্মাদ হয়ে যায়।

মনে পড়ে গেল তার, মেক্সিকান মালীকে বোন বেথের সঙ্গে যৌনসঙ্গমরত অবস্থায় দেখে লোকটাকে সে খুন করেছিল। পরে তার বোন পাগল হয়ে যায়।

ক্লিফটনের মুখে দুম করে একটা ঘুষি মারল ডেভিড। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। রক্তাক্ত, মুখে বরফ লাগাল ক্লিফ। আঃ, ঠোঁটের কোণে টুকরো হাসির ছবি। এতদিন পর ষড়যন্ত্রটা সফল হয়েছে। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বিয়ের কেকটা দেখল। কেকের

ওপর বর কনের মূর্তি দুটো অসহ্য বলে মনে হল তার। কনের মাথাটা সে মুচড়ে ভেঙে দিল।

কেবিনের দরজায় কার হাতের শব্দ?

দরজা খুলল জিল।

–হ্যালো জিল, ডেভিড চলে গেছে, ও আর ফিরবে না। তোমার পর্নো ফিল্ম আমি ওকে দেখিয়েছি। এই আমার প্রতিশোধ। বিদায় জোসেফাইন জিনস্কি। এ জীবনে আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

রক্তাক্ত মুখটা রুমালে ঢেকে ক্লিফটন বোট ডেকে নেমে গেল। জাহাজের ক্যাপ্টেন দেসাদকে বললেন–ফিটার কেনিয়ন জাহাজ থেকে নৌকোয় নেমে গেলেন। মিসেস টেম্পল এখনো তার কেবিনে। বিয়ের সব ব্যবস্থা হয়ে শেষে এই হল?

জানি না, আমেরিকানরা হয়তো এইরকমই হয়ে থাকে।

.

রাত দুটো। জাহাজে কেউ কোথাও নেই। জিল একা। মাথায় যন্ত্রণা। সে এক দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। টবির অশরীরী মুখ হাসছে। টবির কণ্ঠস্বর বলছে–আমি একটু বাঁচতে চাই, জিল। তুমি আমাকে এভাবে মেরো না। আরও বলছে সে, এখানে এসো, আমার কাছে এসো। এখানে আরাম করো।

চোখ বুজে ঝাঁপ দিল জিল। রাতের হাওয়া বরফের মতো হিম। হওয়ায় ভেসে যায় তার শরীর। টবির মুখ কাছাকাছি আসতে চায়। পক্ষাঘাত গ্রস্ত দুটি হাত বাড়িয়ে সে জিলকে ধরতে চায়। এবার থেকে তারা একসঙ্গে থাকবে। কোনো লোভ বা প্রতিহিংসা এসে তাদের আলাদা করতে পারবে না।

রাতের হাওয়া বইছিল।

চারপাশে অসীম অনন্ত সমুদ্র। আকাশের তারারা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

আকাশ-যেখানে একদিন এইসব ভালোবাসা আর ঘৃণার গল্প-কথা লেখা হয়েছিল।

99